29 DEC 2004 AAJKAL

প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বুদ্ধকে ফোন পঙ্কজের

পেশ হল না সালিশি বিল

আজকালের প্রতিবেদন: সকাল থেকেই আঁটসাঁট নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বন্দী ছিল গোটা বিধানসভা চত্বর, ডিম, টমেটো, কালি নিয়ে তৈরি ছিলেন বিরোধীরাও, শেষ পর্যন্ত 'প্রাকৃতিক দুর্যোগই' বাদ সাধল। দেশজোড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবেই প্রস্তাবিত সালিশি বিল এই অধিবেশনে পেশ করা হল না। এদিন সকালে বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ ব্যানার্জি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিল স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তার আগে অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিমকে ফোন করেন পঙ্কজ। হালিম তাঁকে বলেন, কার্য উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সালিশি বিল পেশ করা হবে। তখন বিরোধী দলনেতা ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীকে পঙ্কজ বলেন, দেশ জুড়ে বিপর্যয়। গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই অবস্থায় বিধানসভায় সালিশি বিল না তোলাই ভাল। শুনে বুদ্ধ বলেন, আপনারা তো ওয়াক আউট করতে পারেন। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য: সালিশি বিল এলে আমরা প্রতিবাদ করবই। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে আইনসভায় গোলমাল হলে ভাল বার্তা যাবে না। বাংলার একটা ঐতিহ্য আছে। দুর্যোগের সময় মানবিক কারণেই আমাদের একজোট থাকা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী তখন মন্তব্য করেন, এতে তো সরকারের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন এসে যাবে। পঙ্কজ তাঁকে অনুরোধ করেন বিষয়টিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখার জন্য। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করেন অধ্যক্ষ হালিম ও সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে। ঠিক হয়, এই অধিবেশনের জন্য বিলটিকে মুলতুবি রাখা হবে। সালিশি বিল এদিন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সালিশি বিল প্রসঙ্গে বলেন, বিধানসভার পরিবেশ যাতে তিক্ত না হয় তার জন্য আমরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছি যে এই বিলটি যেন এই অধিবেশনে না আনা হয়। অধিবেশনের শুরুতেই অধ্যক্ষ তাঁর ঘরে ডাকেন বিরোধী দলনেতাসহ অন্য নেতাদের। ছিলেন পঙ্কজ ব্যানার্জি, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অসিত মিত্র, দেবপ্রসাদ সরকার, শান্তা ছেত্রী। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মুখ্য সচেতক রবীন দেব, আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী ও পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সিংহ। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত তাঁদের জানিয়ে দেন অধ্যক্ষ। তবে উল্লেখ পর্বের শেষে প্রথামাফিক কার্য উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী। অধ্যক্ষ বিরোধী সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, যথেষ্ট সময় পেলেন আপনারা। বিলটি নিয়ে ইস্যুভিত্তিক প্রস্তাব দিন। পঙ্কজ ব্যানার্জি বলেন, সালিশি বিল স্থগিত রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা চাই, জনবিরোধী অংশ সংশোধন করা হোক। জনবিরোধী অংশ-সহ কালা বিলটি সভায় এলে বিরোধিতা করব আমরা। তৃণমূল বিধায়কদের কটাক্ষ করে রবীন দেব বলেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বিলটি নিয়ে। বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনই তো কেন্দ্রীয় সরকার সালিশি বিল নিয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল। দু'পক্ষের আলোচনার পর আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী ঘোষণা করেন, ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই অধিবেশনে সালিশি বিল পেশ করা হল না।

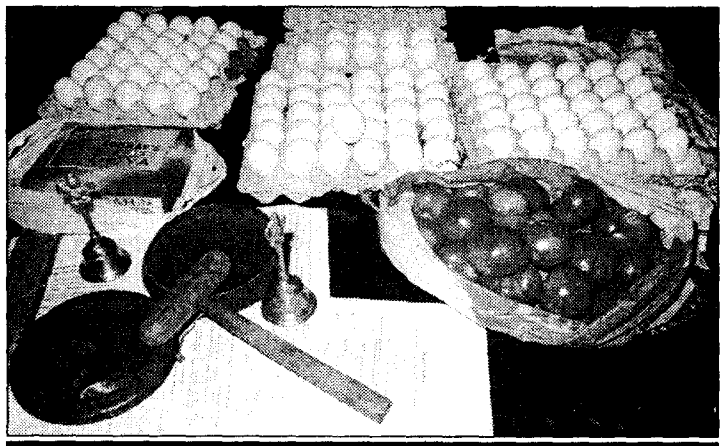

ডিম, টমেটো, কাঁসর-ঘণ্টা। তৈরি ছিল তৃণমূল। বিধানসভায় মঙ্গলবার। ছবি: তপন মুখার্জি

বিধানসভায় কড়া নিরাপত্তা: সালিশি বিল পেশের সময় বিরোধীরা ব্যাপক বিক্ষোভ করতে পারেন— এই আশঙ্কায় সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা হয় গোটা বিধানসভা চত্বর। আকাশবাণী, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, হাইকোর্ট, রাজভবনসহ বিভিন্ন দিকের গেটে ছিল পুলিস-কমান্ডোয় ছয়লাপ। নামানো হয়েছিল র‍্যাফকে। বিধানসভার ভেতরে অধ্যক্ষর ঘর থেকে অধিবেশন কক্ষ পর্যন্ত মাছি গলার জো ছিল না। পুলিস কমিশনার প্রসূন মুখার্জি, জয়েন্ট কমিশনার সোমেন মিত্র নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে উপস্থিত ছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিধানসভায় সাংবাদিকদের ওয়েল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, তৃণমূল বিধায়করা হাজির হয়েছিলেন পচা ডিম, পেনের কালি, টমেটো, কেকের ডিম নিয়ে। সালিশি বিল স্থগিত হওয়ায় সব কিছু মাঠে মারা যায়।

Belated moves

Left at last wakes up to external threats

No one disputes the seriousness of the threat posed by the ISI in the eastern sector, nor the concern expressed by the chief minister in the state assembly. The question is what Buddhadeb Bhattacharjee's government is doing while militant groups acting in tandem with the ISI are setting up camps on the Bangladesh side and how it proposes to deal with a situation getting out of control. The Left cannot pretend this is a new problem. The chief minister himself will recall what he said about two years ago that the ISI was active in madrasas located in border districts. It was reported the following day in all newspapers (including Ganashakti) but was hastily withdrawn after Alimuddin Street discovered it would upset the minority vote-bank that constitutes more than 20 per cent of the electorate. Obviously the latest statement on the ISI has come with the sanction of the party. Or else Buddhadeb wouldn't be reluctant to name Bangladesh while mentioning Nepal and Bhutan as other sources of concern. It suggests that the Left government is still not clear as to how to respond but must make an official statement because militant groups as well as illegal immigrants have created security problems which is rapidly beyond the reach of the BSF.

If this is a signal to the Centre, the state government is barking up the wrong tree. Manmohan Singh, on his part, has made it clear he does not intend to attend the Saarc summit in Dhaka where Ulfa militants have gained shelter. But it is up to the West Bengal government to find the means of dealing with the threat. So far it has not conceded that the problem of militants and illegal immigrants has created an emergency. Which is why there is no estimate of how many camps in Bangladesh are offering support to militant groups in India and how many thousands (or lakhs) of illegal immigrants have mingled with the Indian population. It is not enough to make a formal statement in the assembly and expect the problem to solve itself. It is a matter of internal security and calls for sustained pressure on Bangladesh that refuses to acknowledge the truth.

29 DEC 2004 THE STATESMAN

বন্‌ধের অধিকার চায় কংগ্রেস ও তৃণমূল

ধর্মঘট না বন্‌ধ, প্রস্তাব সর্বসম্মত হয়নি সভায়

স্টাফ রিপোর্টার: ধর্মঘট না বন্‌ধ— অধিকার হিসাবে কোনটি চাই, তা নিয়ে বিতর্কের জেরে মঙ্গলবার বিধানসভায় বামফ্রন্টের আনা প্রস্তাব সর্বসম্মত হল না। ওই প্রস্তাবে ধর্মঘটের অধিকার চাওয়া হয়েছিল। দুই বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস বন্‌ধ করারও অধিকার চায়। তাদের মতে, ধর্মঘটের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। আদালতও সেই রায় দিয়েছে। ফলে শুধু ধর্মঘট করার অধিকার চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের ধর্মঘটের অর্জিত অধিকার যাতে আর কোনও মতেই খর্ব করা না-হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার যেন কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে। এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনেন রবীন দেব এবং বামফ্রন্টের অন্য কয়েক জন বিধায়ক। একই ধরনের আরও একটি প্রস্তাব এনেছিলেন এস ইউ সি-র দেবপ্রসাদ সরকার এবং অন্য এক বিধায়ক। তাঁদের প্রস্তাবে অবশ্য ধর্মঘটের সঙ্গে বন্‌ধের বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়।

রবীনবাবুর প্রস্তাবে বলা হয়, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের ধর্মঘটের অর্জিত অধিকারকে হেয় ও খর্ব করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্র থেকে মন্তব্য করা হচ্ছে, ধর্মঘট মৌলিক অধিকার নয়, বিধিবদ্ধ অধিকারও নয়। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা সংবিধানের ১৯, ২১, ৫১ ও ৫১এ ধারাকে বিবেচনার মধ্যে আনছেন না। সংবিধানের ১৯ ও ২১ ধারায় আইন না-ভেঙে ক্ষুব্ধ মানুষের ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকৃত।

কংগ্রেসের অতীশ সিংহ বলেন, ধর্মঘটের অধিকার ছিল, আছে, থাকবে। তা চলে যাবে, এমন আশঙ্কার কারণ নেই। এমনকী বন্‌ধ করার অধিকারও আছে। তবে ইচ্ছুক কর্মীদের কাজে যোগদানে কিংবা রোগীদের হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার বন্‌ধ নিয়ে দ্বিচারিতা করছে। সরকার পক্ষ বন্‌ধ ডাকলে যানবাহন বন্ধ করে দিচ্ছে, আর বিরোধীরা বন্‌ধ ডাকলে পুলিশ দিয়ে তা রোখার চেষ্টা করছে। বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী বন্‌ধকে অসুখ বলে উল্লেখ করছেন। কার স্বার্থে?

একই অভিযোগ করেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও বলেন, ধর্মঘটের অধিকার সংবিধান ও আদালত-স্বীকৃত। তাই এই অধিকার রক্ষার জন্য প্রস্তাব আনার প্রয়োজন নেই। তাঁর অভিযোগ, শিল্পপতিদের স্বার্থেই রবীনবাবু ওই প্রস্তাব এনেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন যেখানে যান, তখন তিনি সেই জায়গার মানুষ হয়ে যান। শিল্পপতিদের সভায় গেলে তাঁদের মতো, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গেলে সি পি এম এবং শ্রমিকসভায় গেলে শ্রমিক-নেতা হয়ে যান। আসলে তিনি সব সময় মুখোশ পরে ঘুরছেন। আর এস পি-র এক বিধায়কও রবীনবাবুর আনা প্রস্তাবের প্রস্তাবক। তবে তিনি ধর্মঘটের সঙ্গে বন্‌ধের অধিকারের কথা বলেন।

এস ইউ সি-র দেবপ্রসাদবাবুও বলেন, শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রবীনবাবু শুধু ধর্মঘটের অধিকারের কথা বলেছেন। বন্‌ধ বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। আসলে সি পি এম কেন্দ্রের সমস্ত রকম জনবিরোধী কাজ সমর্থন করে আসছে আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এখানে ওই সব কথা বলছে। রবীনবাবুর প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে সভার অনুমোদন পেয়ে যাওয়ায় দেবপ্রসাদবাবুর প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়।

আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী বলেন, ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করার জন্য কোনও কোনও মহলে চেষ্টা শুরু হয়েছে। রবীনবাবুর বক্তব্য, ধর্মঘটের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত হলেও তামিলনাড়ুতে এসমা প্রয়োগ করে ধর্মঘটীদের বরখাস্ত করা হয়েছে। তৃণমূল বন্‌ধের অপপ্রয়োগ করছে।

22 DEC 2001 ANADABAZAR PATRIKA

ভয় দেখিয়ে ধর্মঘট করাও বেআইনি, জানাল কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: জোরজবরদস্তি করে ধর্মঘট বা হরতাল করা হলে সেটাও বেআইনি বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বন্‌ধের মামলার শুনানির সময় গত সপ্তাহে বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেছিলেন, সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদের অধিকার থাকতেই হবে। মানুষের প্রতিবাদ করার ভাষা রুদ্ধ হয়ে গেল সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের জন্ম হবে। তাই প্রতিবাদের প্রয়োজনে ধর্মঘট, হরতাল থাকবে। বন্‌ধ বেআইনি হলেও ধর্মঘট বা হরতালকে তিনি বেআইনি বলেননি। তবে মঙ্গলবার বন্‌ধ নিয়ে মামলায় বিচারপতি রায় বলেন, জোর করে ভয় দেখিয়ে ধর্মঘট বা হরতাল করা হলে সেটাও বেআইনি। স্বেচ্ছায় ধর্মঘট বা হরতাল করা যেতেই পারে।

তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের কাছে বলেন, বিধানসভায় বন্‌ধ নিয়ে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বন্‌ধের ব্যাপারে বিচার বিভাগের মত নিয়ে আলোচনা করবে। সেখানে বলা হচ্ছে, বিচার বিভাগ তার এক্তিয়ারের সীমারেখা লঙ্ঘন করছে। বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, ভুলে যাবেন না, বিচার বিভাগ সংবিধানের চৌকিদার। আইনজীবী ইদ্রিশ আলি বলেন, শোনা যাচ্ছে, আবার ভারত বন্‌ধ ডাকা হচ্ছে। বিচারপতি বলেন, ডাকলে তখন আলোচনা করা যাবে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় বলেন, বিচারপতি প্রতাপ রায় ও বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বন্‌ধ নিয়ে মামলায় এখনও কোনও চূড়ান্ত রায় দেযনি। তাই অন্তর্বর্তী রায় সংবাদপত্রে প্রকাশ করে কোনও লাভ হবে না। ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে বন্‌ধ নিয়ে রায় সংবাদপত্রে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। বলাইবাবু সেই নির্দেশের কথা তুলে বলেন, সংবাদপত্রে ওই রায় প্রকাশ করতে গেলে রাজ্য সরকারকে বিরাট আর্থিক বোঝা বহন করতে হবে। আইনজীবী শ্রীময়ী মিত্র বলেন, রায়ের শুধু কার্যকর অংশটুকু প্রকাশ করা যায়। ডিভিশন বেঞ্চ পরে জানিয়ে দেয়, এখন সংবাদপত্রে রায় প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। সংবাদপত্র নিজেরা অবশ্য তা প্রকাশ করতে পারে। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি বন্‌ধ-মামলার আবার শুনানি হবে।

21 DEC 2004

THE HINDUSTAN TIMES

Assembly uproar over Litigation Bill

HT Correspondent
Kolkata, December 20

THE STATE Assembly witnessed uproarious scenes over the controversial Prelitigation Conciliation Board (or salisi) Bill once again on Monday. Opposition Trinamool members trooped to the well of the House in a bid to prevent law minister Nisith Adhikary, who had introduced the Bill in the last session of the Assembly, from replying to a question.

As soon as Adhikari rose to reply during Question Hour, agitated Trinamool members stormed into the well of the House and walked towards the minister. Raising slogans against Adhikary, one of them snatched a file from the minister's hand and flung it on the Assembly reporters' table. Another Trinamool legislator, Sonali Guha, took the file away. The file contained official documents that the minister had brought to answer the question posed to him by Jane Alam Mian and Abu Hasnat.

Members of the Treasury benches, including fire services minister Pratim Chatterjee and minister of state for school education Iva Dey rushed to protect Adhikary from the Trinamool members. A shouting match ensued between the Trinamool and CPI(M) members. Speaker Hashim Abdul Halim asked Adhikary to reply to the original question, which he did. But nothing could be heard in the din. The Speaker continued with the listed business, unmoved by vociferous Trinamool members who demanded that the Bill be withdrawn.

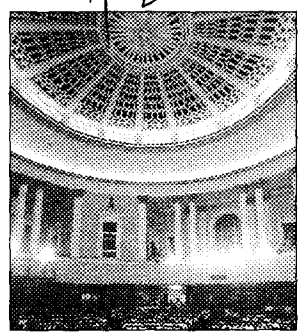

Trinamool chief whip Sobhandeb Chattopadhyay told reporters later that his party would prevent Adhikary from participating in the proceedings of the House. "He is the person who introduced this draconian Bill that's aimed at putting more powers in the hands of the CPI(M). He is the person behind the Bill and we will not allow him to participate in a democratic forum like the Assembly till he withdraws the Bill and holds consultations with us," said Chattopadhyay. He warned that the Trinamool would not tolerate even the physical presence of Adhikary in the House. "We will raise slogans against him whenever he is in the House. We will boycott him totally," said the Trinamool leader.

Leader of Opposition Pankaj Banerjee said Monday's disruption was part of the Trinamool's plan to prevent the passage of the Bill "at all costs". He repeated the warning issued by his party colleagues last week that the Trinamool would not allow the House to function till the Bill is withdrawn. "There is no justification for such a Bill since the provision for pre-litigation conciliation is already there in the Legal Services Authority Act of 1987. The salisi bill is aimed as an instrument to make the CPI(M), which controls most of the panchayats in Bengal, more powerful. We want more consultations on the Bill," Banerjee said.

One suggestion made by the Trinamool is that the block-level conciliation boards that the Bill proposes to set up be manned not by panchayat members, but by judicial officers.

বাউল থেকে নেত্রী, সল্টলেকে বিধি ভেঙে জমি হস্তান্তরে কম যান না কেউ

জমি বদলে যায়/১

স্টাফ রিপোর্টার: পূর্ণদাস বাউল। সল্টলেকের ডি এ-১৫৭ নম্বর প্লটে জমি পেয়েছিলেন। সেখানে বাস করে সিঙ্ঘল পরিবার।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। সি ডি-১৪২। বাস করেন রাজেন্দ্র অগ্রবাল।

নির্মলেন্দু দাস। এফ ডি-৪০০। বাস করেন প্রভুদয়াল অগ্রবাল।

মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ ই-২৮৪। বাস করেন ঘনশ্যাম অগ্রবাল।

রমলা মিত্র ও দেবাশিস মিত্র। এফ ই-৪১৮। বাস করেন প্রদীপ অগ্রবাল।

ইলা নন্দী। এইচ এ-২২২। একতলায় বাস করেন বীরেন রায়।

একটা ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে ভীষণ মিল, জমি চেয়ে আবেদন করার সময় নিয়মমাফিক হলফনামা দিয়ে বলেছিলেন, কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ি নেই। কিন্তু জমি পেয়ে এবং সেখানে বাড়ি করেও অধিকাংশ ব্যক্তিই সেখানে থাকেননি, কেউ বাড়ির একটি তলা রেখেছেন, কেউ পুরোটাই হস্তান্তর করেছেন বলে সরকারের অভিযোগ। সল্টলেকে জমির বেআইনি হস্তান্তর সম্পর্কে তদন্ত করে সরকার ২০০৩ সালের ২৫ জুন ৪০ জনের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে। বলা হয়, ওঁরা সল্টলেকে জমি পেয়ে অন্যদের নামে বেআইনি ভাবে তা হস্তান্তর করেছেন।

সল্টলেকে জমি-বাড়ি হস্তান্তর আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই আইনের তোয়াক্কা না-করে সমাজে গণ্যমান্যদের অনেকেই তাঁদের বাড়ি বা জমি বেচে দিয়েছেন অন্যকে। এঁদের একাংশ আবার সল্টলেকে জমি পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কোটায়। কোটার জমি বিতরণের ক্ষেত্রে সল্টলেকের মাস্টার প্ল্যান লঙ্ঘন করার নজিরও মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কোটা এখন আর নেই। তবে এই সব অনিয়ম থেকেই গিয়েছে পরিকল্পিত উপনগরীতে। তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আজ শুরু হল ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

তালিকায় সি পি এম নেত্রী ইলা নন্দীর নামও ছিল। নিজে সি পি এম নেত্রী ও বিধাননগর পুরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল। স্বামী অমিতাভ নন্দী, দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সি পি এম সাংসদ, সল্টলেকও ওই লোকসভার অন্তর্গত। ইলাদেবীর দাবি, সরকার ভুল করে তাঁর নাম তালিকায় ঢুকিয়েছিল। যদিও সরকার সেই ভুল সংশোধন করে নতুন তালিকা বার করেছিল কি না, তিনি তা বলতে পারেননি। অন্য দিকে, ইলাদেবীর ভাড়াটিয়া বীরেন রায় জানিয়েছেন, তাঁরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে ওই বাড়ির একতলাটা কিনেছেন, অমিতাভ-ইলা নন্দীরা থাকেন দোতলায়। মালিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে গত ১৭ বছর ধরে মামলা লড়ছেন ইলাদেবীদের সঙ্গে।

টেলিফোনে বীরেনবাবুর স্ত্রী বলেছেন, "ওঁরা তো গত ১৮ বছর ধরেই আমাদের ভাড়াটিয়া বলে চালিয়ে আসছেন। ১৯৮৬ সালের শেষে বা '৮৭ সালের গোড়ায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ি কেনা হয়। '৮৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আমরা এই বাড়িতে আসি। তার পর থেকেই মামলা চলছে।" ইলাদেবীর পাল্টা মন্তব্য, "ওঁরা যদি একতলার মালিকই হবেন, তবে আর এত কোর্টকাছারি করা হচ্ছে কেন?"

পূর্ণদাস বাউল সল্টলেকে জমি পান সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, কংগ্রেসের আমলে। কিন্তু সেই জমিতে বাড়ি বানিয়ে সাগরমল সিঙ্ঘল সপরিবার থাকতে শুরু করেন। সাগরমল এখন প্রয়াত। তাঁর ভাই নেমচাঁদ বলেছেন, "কে পূর্ণদাস বাউল, আমি চিনি না। দাদার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, জানি না। বাড়ি আমার দাদা তৈরি করেছেন।" জমির দলিলে পূর্ণদাস বাউল ও মঞ্জু দাসের নাম থাকা সত্ত্বেও নেমচাঁদ কী করে এই দাবি করছেন, তা জানতে চাওয়া হলে তিনি ফোন নামিয়ে রাখেন। পূর্ণদাসের আক্ষেপ, "সাগরমল সিঙ্ঘলের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, ও সেই জমিতে বাড়ি করবে আর নীচের তলায় দু'টো ঘর আমাকে দেবে। কিন্তু এখনও ঘর পাইনি। অথচ জমিতে তেতলা বাড়ি হয়ে গেল।" পরে তিনি আবার জমি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেই প্রসঙ্গেই এক বার মন্তব্য করেন, এমনকী পূর্ণদাস বাউলও জমি পেয়ে হাতবদল করে দিলেন!

সরেজমিনে খোঁজ করে দেখা গিয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান বাসিন্দারা নিজেদের ভাড়াটিয়া বলে দাবি করেছেন। সিডি-১৪২ বাড়ির বাসিন্দা রাজেন্দ্রবাবুর একটাই বক্তব্য, "আমরা ভাড়া দিয়ে থাকি, আট বছরের চুক্তি রয়েছে।"

এফ ডি-৪০০ ঠিকানার বাসিন্দা সম্পর্কে স্থানীয় কাউন্সিলর গীতা বিশ্বাসের মন্তব্য, "ওই বাড়িতে প্রভুদয়াল অগ্রবাল থাকেন, আমার কাছে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়েছেন। জমির মালিক নির্মল দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবে এটা জানি, ওই জমিতে নির্মল দাস বাড়ি তৈরি করেননি, বাড়ি বানিয়েছেন প্রভুদয়াল অগ্রবাল।"

এফ ই-৪১৮ ঠিকানার বর্তমান বাসিন্দা প্রদীপ অগ্রবালের বক্তব্য, "আমি এখানে সাত বছর ধরে ভাড়ায় আছি। বাড়ির মালিক রমলা মিত্র। মাসে ৯০০০ টাকা ভাড়া। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়াতে হয়।" এফ ই-২৮৪ ঠিকানার বাসিন্দা ঘনশ্যাম দাস অগ্রবাল বলেছেন, "আমি এখানে থাকি ঠিকই, কিন্তু বাড়ির মালিক মণীন্দ্রবাবু। আমি ৪-৫ বছর ভাড়া আছি।" মণীন্দ্রবাবু উলুবেড়িয়া এলাকার ডাক্তার। টেলিফোনে কোলাঘাট থেকে মণীন্দ্রবাবু জানান, "কলকাতায় কোনও বাড়ি না-থাকায় আবেদন করে জমি পাই। কিন্তু চাকরি জুটল উলুবেড়িয়ায়, তাই সল্টলেকে থাকা হয়নি। নব্বইয়ের দশকে বাড়ি করি। প্রথমে কয়েক মাস চেনাজানা এক জন, তার পরে ঘনশ্যাম অগ্রবাল দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সেখানে আছেন। একতলা, দোতলা মিলিয়ে প্রায় ৩৫০০ বর্গফুট এলাকা। মাসে ৪০০০ টাকা ভাড়া পাই।" জমি হস্তান্তরের বিষয়ে সরকারি চিঠি পেয়ে জবাবে এ কথাই জানিয়েছেন তিনি।

পুরসভা ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে বলা হচ্ছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নথিপত্র এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বেআইনি হস্তান্তরের অভিযোগ সরাসরি প্রমাণ করা কঠিন। লিজ জমি বিক্রির সুযোগ নেই। তাই বাড়ি দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া দেওয়া হয়েছে বলে নথিপত্র তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও এক ধাপ এগিয়ে জমির মালিকের উইল দেখিয়ে বর্তমান বাসিন্দারা বাড়ির দখল নিয়ে স্থায়ী হয়ে বসেছেন। ফলে কোথায় হস্তান্তর হয়েছে আর কোথায় সত্যিই ভাড়াটিয়া

এর পর ছয়ের পাতায়

ইলা নন্দীর বাড়ি। সল্টলেক। এইচ এ-২২২। — দেবাশিস রায়

16 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

P.T.O.

বাউল থেকে

প্রথম পাতার পর

আছেন, তা চট করে ধরা কঠিন। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় নয়, লটারিতে জমি পেয়েছেন, এমন অনেকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পেয়ে সরকার গোয়েন্দা দফতরের সাহায্যে আরও তদন্ত করে দেখে, ৪০ নয়, অন্তত ৩৫০টি প্লট হস্তান্তরিত হয়েছে। সরকার থেকে চিঠি দিয়ে কারণ জানাতে বলা হলেও অনেকেই উত্তর দেননি। সল্টলেক পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ গুপ্ত জানিয়েছেন, "কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্ছেদের মামলা করা হয়েছে। কিন্তু উইল ও দানপত্রের মাধ্যমে অনেকেই হস্তান্তর বৈধ বলে প্রমাণ করছেন। ফলে নগরোন্নয়ন দফতর ও পুরসভা কিছুই করতে পারছে না। আমরা মিউটেশন করতে বাধ্য হচ্ছি।"

উইলের সুবাদেই সল্টলেকে বাস করছেন জ্যোতিবাবুর পুত্র চন্দন বসু। এফডি ব্লকে পাওয়া জমি তাঁর মামা প্রয়াত সুবিমল বসু উইল করে দিয়ে যান তাঁকে, এটাই জানিয়েছেন চন্দনবাবু। পুর চেয়ারম্যান বলেছেন, "যত দূর মনে পড়ছে, উইল আছে।" অথচ নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রের দাবি, ফাইলে কোনও উইল নেই। সল্টলেকের জমি হস্তান্তর মামলার সুবাদে তৃণমূল বিধায়ক ও আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ একাধিক বার নিয়ম অনুযায়ী সার্চ সার্টিফিকেটের ফর্ম পূরণ করে পুরসভার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, চন্দন বসুর ওই জমির প্রকৃত মালিক কে, কী করেই বা তা চন্দনবাবুর নামে হস্তান্তরিত হল। পুরসভা উত্তর দেয়নি বলে তাঁর দাবি।

কারা জমি পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কোটায়? হাইকোর্টের বিচারপতি, আই এ এস, আই পি এস, চিকিৎসক, আইনজীবী থেকে শুরু করে রাজনীতিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, এক কথায় সমাজের নানা ক্ষেত্রে কৃতী ও প্রভাবশালীরা। এমনকী অনেক সাংবাদিকই মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীর কোটায় জমি পেয়েছেন সল্টলেকে। মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে বসুর আমলের প্রবীণ আমলাদের দাবি, বেসরকারি ভাবে তাঁর আপ্ত-সহায়কই গোটা ব্যাপারটা দেখতেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বসুর আপ্ত-সহায়ক ছিলেন যিনি, সেই জয়কৃষ্ণ ঘোষ কিন্তু দায় মানতে রাজি নন। জয়কৃষ্ণবাবু বলেছেন, "এই নিয়ে অহেতুক হইচই হচ্ছে। কে জমি পাননি? মুখ্যমন্ত্রী দলমত নির্বিশেষে সকলকে জমি দিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা থেকে সাংবাদিক পর্যন্ত। বাদ যাননি আই এ এস, আই পি এস অফিসারেরাও।"

জয়কৃষ্ণবাবু ঠিকই বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টনে প্রাপকদের তালিকা শুধু নিজের দলের লোক দিয়ে ভর্তি করা হয়নি। বরং এমন মানুষও আছেন, যাঁরা স্পষ্টতই বিরোধী শিবিরের লোক। যেমন কংগ্রেস নেতা আবদুস সাত্তার (এখন প্রয়াত), সোমেন মিত্র, এস ইউ সি নেত্রী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আরও এক জন পেয়েছেন, তিনি সাধারণ গৃহবধূ দেবযানী ঘোষ। বসতজমি নয়, জিডি ব্লকে এক লপ্তে ৪২ কাঠা জমিতে বিশাল স্কুল গড়েছেন তিনি। পার্কের ধারে তাঁকে ওই জমিটি পাইয়ে দিতে সরকার সল্টলেকের মাস্টার প্ল্যানে পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করেননি। তবে গৃহবধূ ছাড়াও দেবযানী ঘোষের আর একটি পরিচয় আছে, তিনি জ্যোতিবাবুর আপ্ত-সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষের স্ত্রী।

(ক্রমশ)

(প্রতিবেদক: শ্যামলেন্দু মিত্র, সোমনাথ চক্রবর্তী ও কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়)

ANANDABAZAR PATRIKA

Terror strikes

Left Front must deal tactfully with Naxalites

The Left Front has, for some strange reason, taken the stand that no talks will be held with extremists till they give up the path of violence. The question is, what if they don't? The answer is to found in successive blasts in forest department rest houses at Midnapore masterminded and executed by Maoists. More fearsome is a confession by the Inspector-General of Police that it is impossible to deal with Naxalite outfits in Belpahari and other parts of Midnapore because of the hilly terrain and also because extremists operate with sophisticated weapons. Bihar witnesses the same situation with Naxalite outfits "liberating" large areas with the police being silent spectators. Bengal may become another nerve-centre of Naxalite terror with government establishments and buildings as targets. It is not enough to hold emergency meetings at Writers' Building. The ground situation is what must be tackled on an emergency footing.

There is need to explore the causes for unrest and why villagers in many cases are coming to the aid of extremists. The last elections in Midnapore confirmed that the Left had cleansed large areas of opposition. It is easy for the IG to interpret a raid on a road contractor's house as a sign of the Maoists' effort to impede development work and strike terror because they are looters and criminals. Whether or not that is true, the long years of neglect have resulted in the social discontent now being exploited. The starvation deaths in Amalsole which the government tried to brush aside were an example of the distress taking a heavy toll. The blasts at the forest bungalows must be seen in a wider context and there is fear of the tactics affecting tourism which already suffers on account of administrative weaknesses. It all adds up to a grim situation whereby extremists in these districts try to make their presence felt and, in the IG's words, even establish a "free zone". The government cannot simply describe them as a destructive menace and hope the problem will go away. There is need to deal with them tactfully, examine social and human aspects, acknowledge past mistakes and encourage them to return to the mainstream. While it is true that extremists have confused social campaigns with crime and extortion, the government also needs to do some introspection.

14 DEC 2004 THE STATESMAN

বিদেশি লগ্নিতে বাছবিচার নেই, জানালেন বুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে তাঁর কোনও ছুঁতমার্গ নেই, দিল্লিতে তাঁর দল যাই বলুক না কেন। এমন নয় এ কথা তিনি প্রথম বললেন, কিন্তু এ বারই প্রথম এক ঝাঁক কূটনীতিবিদদের সামনে বিনিয়োগকারীদের এই সভায় তাঁর এ উচ্চারণ অন্য মাত্রা নিল।

খোলা মনে এক ঝাঁক বিদেশি অতিথিদের মুখোমুখি বসে আবারও এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিশ্ব অর্থনীতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে ঠিক যে ভাবে নিজেদের বদলে ফেলা উচিত, পশ্চিমবঙ্গ সেই আদলেই নিজেদের এখন গড়ে-পিঠে নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যের মূল স্রোত থেকে তাঁর রাজ্যকে তিনি যে এক পাশে সরিয়ে রাখতে চান না, তা বুঝিয়ে দিতে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বলেন, "বিশ্ব বদলাচ্ছে, ভারত বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও নিজেদের পরিবর্তন করেছি।" শনিবার পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের আয়োজনে 'কলিং বেঙ্গল' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বুদ্ধবাবু শিল্প প্রতিনিধি এবং কূটনীতিবিদদের তাঁর বিনিয়োগ-দর্শন জানাচ্ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, বিশ্ব বণিজ্যের লগ্নিকারীদের বাজারে পশ্চিমবঙ্গের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও বাম দলের নীতিকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দেওয়া। কারণ, শুরুর দিন থেকেই লগ্নিকারীদের মনে সিপিএম বা বাম দল সম্পর্কে যে আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে, তা মুছে ফেলার তাগিদ থেকেই মরিয়া বুদ্ধবাবু এ দিন নিজের কথায় কোনও আড়াল রাখতে চাননি।

লগ্নিকারীদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি তিনি বলেন, শিল্পের স্বার্থে তিনি আর কোনও জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে বরদাস্ত করেন না। শ্রমিকের স্বার্থও তাঁর কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই কারখানার উৎপাদন ব্যাহত করে ছোট ছোট কারণে কোনও আন্দোলনকে রাজ্য সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছে না। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এখন নতুন প্রজন্মের শ্রমিক-কর্মচারীর জন্ম হয়েছে, যাঁরা বাস্তববাদী। যাঁরা বিশ্ব বাণিজ্যের উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গেই পা ফেলে এগিয়ে চলছেন।" পাট জাতীয় কিছু শিল্পে রাজ্যে এখনও শ্রমিক সমস্যা থাকলেও, তথ্যপ্রযুক্তি, পেট্রো-রসায়নের মতো আধুনিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে কোনও শ্রমিক অসন্তোষ নেই বলে তিনি দাবি করেন। এমনকী, যে কোনও শ্রমিক অসন্তোষে রাজ্য সরকার যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত, সে বিষয়েও তিনি তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে দেন। আর ভাগ্যের চাকা যে ঘুরছে সে কথার প্রমাণ দিতে বুদ্ধবাবু জানান, ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে জাপানি লগ্নি সব থেকে বেশি। রয়েছে আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ। বিনিয়োগের ঝুলি নিয়ে আসছে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর। পশ্চিমবঙ্গে লগ্নির ব্যাপারে চিনও যে এখন পিছিয়ে নেই, সে কথাও তিনি শুনিয়ে দিতে ভোলেননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, হল্যান্ড, জাপান, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইজরায়েল— প্রায় খান পনেরো দেশের অতিথিরা তখন মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি বসে। মাইক্রোফোন হাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অতিথিদের তখন প্রশ্ন-উত্তরের সেতুবন্ধন তৈরি করছেন খোদ মার্কিন কনসাল জেনারেল জর্জ সিবলি। মঞ্চে নিবিষ্ট মনে বুদ্ধবাবুর বক্তব্য শুনছেন যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান মন্টেক সিং অহলুয়ালিয়া, বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং।

উল্টো দিকে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন দেশ-বিদেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তারা, তেমনই ভারতে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের দল। কনসুলার কর্প গলফ্‌কে ঘিরে বিগত চার বছর ধরে এই সময় কলকাতায় বসছে গলফ্ খেলার আসর। উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিবেশ, বিনোদন, শিল্প সম্ভাবনা, রাজ্য সরকারের নীতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে লগ্নির বার্তা পৌঁছে দেওয়া। বণিকসভাগুলির পরামর্শেই রাজ্য সরকার এই তৎপরতা নিয়েছে। আর এই উদ্যোগ যে সফল, তার প্রমাণ সিবলির মন্তব্য। তিনি বলেন কলকাতায় গত আড়াই বছরেই তিনি যে পরিবর্তন দেখেছেন তা অভাবনীয়।

12 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

নকশালদের হাতে পুলিশ আক্রান্ত, ধৃত ২০

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট: বর্ধমানের মঙ্গলকোটে নকশাল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হল পুলিশ। জখম এক পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। নকশাল কর্মীরা এক জনকে আটকে রেখেছে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামের দিঘিরপাড় দাসপাড়ায় পুলিশ তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় নকশাল-কর্মীরা পুলিশ বাহিনীর উপর চড়াও হয়। জেলার পুলিশ সুপার নীরজকুমার সিংহ বলেন, "ওই এলাকায় নকশাল সংগঠন রয়েছে। নকশাল-হামলায় আহত হয়েছেন মহাদেব দত্ত নামে এক পুলিশকর্মী। এই ঘটনায় ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র, ব্যানার, লিফলেট এবং গোপন কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

দিন কয়েক আগে 'চলমান গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংহতি কমিটি' নামে একটি নকশাল সংগঠন কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার মারে। তখন পুলিশ জানায়, যে সব জায়গায় পোস্টার পড়েছে সেখানে এখনও পর্যন্ত নকশাল কর্মকাণ্ড নজরে আসেনি। শুক্রবার রাতের ঘটনার পরে প্রমাণ হল কাটোয়া মহকুমায় নকশাল সংগঠন ভাল ভাবেই রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কিছুদিন ধরে সি পি এম প্রভাবিত ওই এলাকায় নকশালেরা সংগঠন গড়ছিল। ক্ষীরগ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্য ঘোতন দাস স্বীকার করেন, বহিরাগত নকশালদের প্ররোচনায় ওই এলাকার কিছু বাসিন্দা সি পি এম ছেড়ে নকশাল করতে শুরু করেন। সি পি এমের দাবি, সম্প্রতি কয়েক জন নকশাল সমর্থক সি পি এমে ফিরে আসতে চায় বলেই এই সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলকোট

শুক্রবার পুলিশ খবর পায়, ধনঞ্জয় দির্ঘে নামে এক ব্যক্তিকে দাসপাড়ার একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। পুলিশের কাছে এলাকার বাসিন্দা আনন্দ দির্ঘে জানান, তাঁর ভাই নকশালদের সঙ্গে না-থেকে মূলস্রোতে ফিরতে চায়। তাই নকশালকর্মীরা তাঁকে আটকে রাখে। খবর পেয়ে কাটোয়ার সার্কল ইন্সপেক্টর হরিপদ শী-র নেতৃত্বে পুলিশ ওই এলাকায় যায়। পুলিশ সুপার জানান, ওই পাড়ায় ঢুকতেই নকশালকর্মীরা ইট, বাঁশ, তির-ধনুক নিয়ে পুলিশবাহিনীকে তাড়া করে। তাদের মারমূর্তি দেখে পুলিশকর্মীরা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই তাঁদের উপর চড়াও হয় নকশাল সমর্থকরা। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে আহত পুলিশকর্মী মহাদেববাবু বলেন, "পালাতে গিয়ে পড়ে গেলে বেশ কয়েকজন আমার পিঠে ও ঘাড়ে বাঁশ দিয়ে মারে।" পুলিশ ওই গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পরে বেশ কিছু সি পি এম নেতার বাড়ি ভাঙচুর হয়। রাতে পাঁচ-ছ'টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। শনিবার ভোরে মহকুমা পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। সি পি এমের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মঙ্গলকোট জোনাল কমিটির সম্পাদক নীলিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, নকশালদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নকশালেরা সি পি এম নেতাদের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। তিনি বলেন, "বেশ কিছু দিন নকশালদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। তাই পুলিশ গতকাল গ্রামে ঢোকে। ওদের ধারণা, আমরাই পুলিশকে খবর দিয়েছি।"

শনিবার সকালে গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, বাইরের লোক দেখলেই বাসিন্দারা ঘরে ঢুকে পড়ছেন। এলাকার প্রায় ৩৫টি বাড়ি ফাঁকা। পুলিশ জানতে পারে, এখানে সংগঠন গড়ার জন্য বাইরে থেকে নিয়মিত নকশাল নেতারা আসেন। তাঁরা কোন গোষ্ঠীর তা পুলিশ জানতে পারেনি। এ দিকে নকশালদের গ্রেফতার না-করে নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সি পি এম।

12 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

04 DEC 2004
THE HINDU

HD-17 9/12

Bandhs an affliction: Buddhadeb

9.8. M

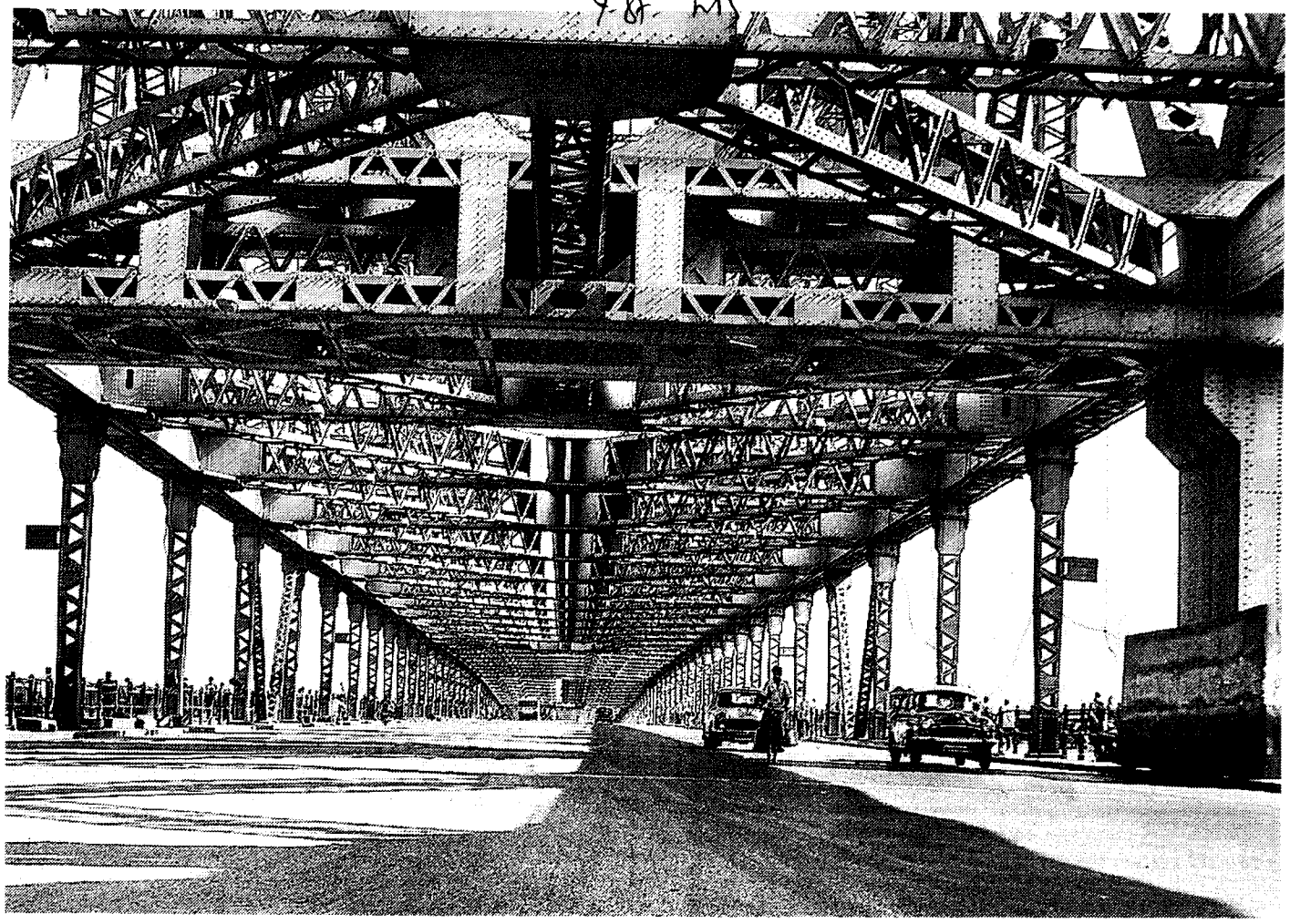

By Our Special Correspondent

KOLKATA, DEC. 3. "Three bandhs within a span of 17 days is [symptomatic of] a disease we are afflicted with in West Bengal for which we need a good doctor," the Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, said here today. This, however, did not imply that "modes of protest or agitation should not be there," he added.

Mamata Banerjee, leader of the Trinamool Congress which called a 12-hour bandh in West Bengal during the day in defiance of an order by a Division Bench of the Calcutta High Court to withdraw the call, said she was willing to sit with other political leaders, including those of arch rival, the Communist Party of India (Marxist), "to evolve a strategy to counter any move by the judiciary that might affect the political right of parties to call bandhs."

Third bandh

Ms. Banerjee, however, claimed that the order of the Divisional Bench ruling that the bandh was illegal and unconstitutional and its directive that she withdraw the bandh call had not reached her. "The court of the people had ensured the success of the bandh," she added. This was the third called by her party this year.

A deserted Howrah bridge on Friday. — Photo: Sushanta Patronobish

Called in protest against the Centre's decision to raise the price of petroleum products, it affected normal life in parts of the State. The State Government, which had been directed by the High Court to ensure normality during the day, will be submitting a compliance report on December 7.

Though there was no major incident of violence 10 MLAs of Trinamool and about 4,000 supporters were arrested from across the State for attempting to disrupt road and rail traffic, police said.

Three bombs exploded near the site of a meeting of Trinamool workers in south Kolkata but none was injured.

Elaborate security arrangements had been made by the Government to ensure law and order both in the city and the districts. Though traffic on the city roads was less than usual, State buses and trams plied. Suburban train services were affected in certain sections as bandh supporters squatted on the tracks but normality returned with police intervention. Air services were unaffected.

The bandh failed to evoke any substantial response, according to the CPI (M) leadership.At a time when the Left parties have taken up a nation-wide programme against the Centre's decision to raise the price of petroleum products successive bandhs called by Opposition parties were unjustified and only aimed at confusing the people, said Anil Biswas,CPI (M) State secretary.

উঠল না বনধ ● বাম সমর্থনের চোরা স্রোত ● তবু তথ্যপ্রযুক্তিতে লগ্নির আশা

শাস্তি যা হবে মাথা পেতে নেব, সাফ কথা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বনধ তুলতে রাজি হলেন না। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই তৃণমূলের তরফে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করে বনধ প্রত্যাহার করে নিতে হত।

কিন্তু তৃণমূল তা না-করলেও হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতাপ রায় বৃহস্পতিবার জানিয়ে দেন, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা পর্যন্ত সময় আছে। মমতা অবশ্য এক দিকে বলছেন, সরকারি ভাবে হাইকোর্টের কোনও নির্দেশ তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। অন্য দিকে, জনসভায় তিনি ঘোষণা করছেন, "শুক্রবার বনধ হবেই। সে-জন্য যা শাস্তি হবে, মাথা পেতে নেব।" বনধের সমর্থনে মমতার দাবি, দলীয় কর্মীরা রাস্তায় নেমে মিছিল করবেন। তাঁর যুক্তি, মানুষের আন্দোলনের অধিকার আছে। পশ্চিমবঙ্গে কি জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে যে, এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে?

মমতার এ কথার প্রতিধ্বনি বামপন্থীদের মুখেও। বনধ আন্দোলনের হাতিয়ার বলেই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কথায়, বনধ আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্তরের হাতিয়ার। তবে মমতার অধিকার নিয়ে তাঁদের কিছুটা আপত্তি আছে। সেটা ঘুরিয়ে বলছেন, "যখন-তখন যে খুশি চাইলেই (মমতার ডাকা বনধ) এই হাতিয়ার ব্যবহার করা যায় না।"

তা-ই বলে সব রকম বনধ সম্পর্কে আদালতের রায় মানতে রাজি নয় সি পি এম। অনিলবাবুর সতর্ক মন্তব্য, "আমরা (আদালতের) রায়টাকে দেখছি না, বনধও দেখছি না। (মমতার ডাকা বনধে) স্বাভাবিক জনজীবন যাতে ব্যাহত না-হয়, সেটাই দেখছি।"

একই সঙ্গে অনিলবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের বনধ ব্যর্থ করতে বামপন্থী কর্মীরা রাস্তায় নামবেন না। এ কথা বললেও অন্য বাম নেতাদের কথায় বনধের প্রতি সমর্থনের চোরা স্রোত স্পষ্ট। ফ্রন্টের শরিক দলের নেতাদের সকলেরই সাফ কথা, বনধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মানুষের প্রতিবাদের অধিকার হরণ করছে আদালত। প্রতিবাদ করার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত। মমতাও কয়েক দিন ধরে বনধের সমর্থনে সভায় সভায় একই কথা বলছেন। ফলে সরাসরি না-বললেও বনধ নিয়ে আদালতের বিরোধিতার প্রশ্নে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই আছেন বামপন্থীরা।

চাক্কা বনধ করে সিটু ইতিমধ্যেই বনধের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছে। এ বার সিটু আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায়। সিটুর সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসেছে আর এক বাম-শাসিত রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। সেখানে কথা উঠেছে, আদালতের কতটুকু অধিকার থাকা উচিত, তা নিয়েও এ বার আলোচনা হওয়া দরকার। সিটুর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার মনে করেন, আদালতের নির্দেশে শ্রমিকেরা তাঁদের অধিকার হারাচ্ছেন। এই অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা সব দলের শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়তে চান।

চিত্তবাবুর সহযোগী তপন সেন বলেন, "আদালত বলেছিল, চাক্কা জ্যাম করা যাবে না। আমরা সেটা করে জবাব দিয়েছি।" তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, মালিকেরা বলেছিলেন, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ধর্মঘট করা যাবে না। সিটু সেখানেও ধর্মঘট করেছে।

কলকাতায় সিটুর রাজ্য সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী অবশ্য মানতে রাজি নন যে, তাঁরা চাক্কা বনধ করে তৃণমূলের বনধ করার রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা তৃণমূলকে বনধ করার রাস্তা দেখিয়ে দিইনি। বরং উল্টোটাই বলব। আগেভাগে জানিয়ে আধ ঘণ্টার জন্য আমাদের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গাড়ি বন্ধ করেছিলেন।"

অনিলবাবুর মতো শ্যামলবাবুও জানিয়েছেন, চাক্কা বনধ সফল করতে যে-সব সিটুকর্মী বুধবার দুপুরে রাস্তায় নেমেছিলেন, আজ তাঁরা তৃণমূলের বনধ ব্যর্থ করতে পথে নামবেন না। তা হলে কি মমতার ডাকে তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন? কারণ, মমতা সভায় সভায় সি পি এম এবং বিরোধী কংগ্রেসকর্মীদের কাছে বলছেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিরোধী হলে বাংলা বনধের দিন পথে নামবেন না। শ্যামলবাবর প্রতিক্রিয়া, "একদমই তা নয়। বাস, ট্রাম, ট্রেন চালাবেন তো আমাদেরই কর্মীরা। মানুষ আর-পাঁচটা দিনের মতোই কাজে যাবেন শুক্রবার।"

তৃণমূলের ডাকা বনধের বিরোধিতার প্রশ্নে শরিক দলগুলি এককাট্টা। সকলেরই এক কথা, তৃণমূল-সমর্থিত এন ডি এ জোট সরকারের আমলে ১৫ বার তেলের দাম

এর পর ছয়ের পাতায়

গরহাজিরায় বেতন কাটা হবে, নির্দেশ কেন্দ্রেরও

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আজ, শুক্রবারের বনধে গরহাজিরায় বেতন কাটার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরও। রাজ্য সরকার বুধবারেই এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছিল। গত ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি-র বনধে অধিকাংশ কর্মী না-আসায় বিব্রত হাইকোর্ট প্রশাসনও যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত কর্মীদের বেতন কাটার নির্দেশ জারি করেছে। বনধে গরহাজিরায় বেতন কাটার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদও।

কেন্দ্রের দফতরগুলির নির্দেশিকা রাজ্যের বিজ্ঞপ্তির থেকেও কড়া। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, শুক্রবার কোনও কর্মী ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুপস্থিত থাকলে বেতন কাটা যাবে। রেল মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গরহাজিরায় কোনও অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না। কর্মীরা যাতে অফিসে আসতে পারেন, সেই জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রকে সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে রাজ্য জানিয়েছে, বাস, মিনিবাস, ট্রেন-সহ সবই চলবে। বুধবার সিটুর ডাকা চাক্কা বনধে যে-কলকাতা পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল, তারা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, কোথাও যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া হলে বা জোর করে দোকানপাট বন্ধ করার চেষ্টা হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশের ডি জি শ্যামল দত্ত বলেছেন, রেল বা সড়কপথে বাধা সৃষ্টি করা হলে পুলিশ গ্রেফতার করবে।

জনজীবন স্বাভাবিক থাকবে বলে পুলিশের পাশাপাশি আশ্বাস দিয়েছে সি পি এম-ও। বনধ ব্যর্থ করতে সি পি এম-কর্মীরা রাস্তায় নামবেন না বলে জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তিনি বলেন, "বাস, ট্রাম-সহ সব চলবে। মানুষ অফিসে যাবেন। দোকান-বাজার খোলা থাকবে।" বুধবার জোর করে আধ ঘণ্টার চাক্কা বনধ সফল করতে যিনি রাস্তায় নেমেছিলেন, সেই সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী এ দিন আশ্বাস দেন, "যানবাহন সব চলবে। আমাদের লোকেরাই তো ও-সব চালাবেন।" তৃণমূলের ডাকা বাংলা বনধে শুক্রবার ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল। পাতাল রেলও যথারীতি চলবে বলে জানিয়েছেন মেট্রো-কর্তৃপক্ষ। বনধ-সমর্থকেরা যাতে রেললাইনে বসে অবরোধ করে কিংবা ওভারহেড তারে কলাপাতা বা সাইকেলের চেন ফেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে না-পারেন, সেই জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ মিলিয়ে প্রায় ২০টি মোবাইল টাওয়ার ভ্যান ও টহলদার স্পেশ্যাল রাখা হচ্ছে। থাকছে বিশেষ

এর পর ছয়ের পাতায়

03 DEC 2004 ANANDABAZAR PATRIK

সব দলকেই দুষছে শিল্পমহল

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ত্রী নাগ

বনধ সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগ মিলবে! এই বিশ্বাস স্বয়ং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার ইনফোকম ২০০৪ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েই মানব মুখোপাধ্যায় তাঁর এই বিশ্বাস সমর্থন করে বলেছেন, "বনধকে সঙ্গে করেই তো এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এত সংস্থা লগ্নি করেছে।" তাঁর আশা, "বনধ থাকবেই। তবু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এগিয়ে যাবে।"

বনধ কোনও ভাবেই লগ্নিকারীদের কাছে রাজ্যের আকর্ষণ কমাতে পারবে না, মানববাবুর দাবিতে যদি এই ইঙ্গিত থাকে, তা হলে লগ্নিকারীরাও অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তা নস্যাৎ করেছেন। ন্যাসকমের প্রেসিডেন্ট কিরণ কার্নিক চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছেন, "দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এমন কর্মনাশা বনধ হয় না।" এ ব্যাপারে তিনি মত-পথ নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

এই বনধের প্রতি সরকারের মনোভাবে তিনি যে অখুশি, তা-ও গোপন করেননি মৃদুভাষী কার্নিক। তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের উচিত ছিল, এই বনধে বাধা দেওয়া। শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, সরকারও এই বনধের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারে না। সরকারের এই বনধ হতে দেওয়া উচিত হচ্ছে না।"

তৃণমূলের ডাকা এই বনধ নিয়ে সরকারকেও বেনজির ভাষায় কটাক্ষ করেছেন ন্যাসকমের প্রসিডেন্ট। তাঁর মতে, "যে-দল এই বনধের ডাক দিয়েছে, তারা এবং রাজ্য সরকার দু'পক্ষই গরিবের বন্ধু বলে দাবি করলেও বাস্তবে কেউ তা নয়। এই বনধ প্রমাণ করে দিল, তারা অগণতান্ত্রিকও বটে। দেশের অন্য কোনও শহরে এমন বনধ হয় না।"

তবে আলাদা করে প্রশ্ন করা হলে মানববাবু মেনে নেন, এই বনধ পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি মলিন করবে।

বুধবার ইনফোকম ২০০৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ রাজ্যের দলগুলির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন

এর পর ছয়ের পাতায়

THE HINDUSTAN TIMES

Left Front sweeps Siliguri municipal poll

BJP makes itself felt, wins seat for the first time

Pramod Giri
Siliguri, October 5

THE RESULTS of the 47-member Siliguri Municipal Corporation (SMC) election announced today came with a measure surprise for the Left Front, particularly the CPI, even as the Front won the same number of seats as it did in 1999.

Another significant outcome of this election, held on October 3, has been the BJP's debut in Siliguri's municipal politics. The party has bagged one seat in what is known to be a red bastion. Counting was held today.

The CPI candidate and deputy mayor in the outgoing SMC board, Hari Sadhan Ghosh, lost to Nantu Paul of the Congress in the posh Ward No. 12 by a slender margin of 26 votes. Paul, a former CPI(M) heavyweight had joined the Trinamool Congress about four months ago and then switched over to the Congress a month and a half back.

Another major loss for the Front was the defeat of another former deputy mayor, Ujjawal Chowdhuri, a CPI candidate. Chowdhuri, who was the deputy mayor in the 1994-1999 term, was defeated by independent candidate Arabinda Ghosh, a social worker who was backed by the Congress, Trinamool and the BJP.

The Left Front won in 36 of the 47 wards. Outgoing mayor Bikash Ghosh won from Ward No. 16.

The election results were significant for more than one reason. First, the CPI(M) has emerged stronger than ever before among all the Left Front partners, while the CPI clearly lost ground. The CPI(M) has increased its individual tally by one seat. It had won 29 seats in the 1999 election.

However, the strength of the Left Front and the Opposition parties has remained the same. In the last election, too, the Left Front had 36 seats and the Trinamool-Congress combine 11 seats.

Asok Bhattacharya

Ward Count

CPI(M)	>	30
CPI	>	2
Forward Block	>	2
RSP	>	2
Trinamool	>	5
Congress	>	4
BJP	>	1
Independent	>	1

Asok Bhattacharya, the state urban development minister and the Darjeeling district Left Front convenor, has expressed shock over the victory of BJP candidate Arun Sarkar from Ward No. 37. He defeated the CPI(M) candidate, Nikhil Das, with Trinamool backing.

The defeat of Hari Sadhan Ghosh and Ujjawal Chowdhury, both the CPI heavy weights, has given rise to speculation about the candidate for the deputy mayor's post. Traditionally, it has gone to the CPI, the second largest constituent of the Left Front in the district. But there are doubts this time whether the post will be given to a CPI candidate in view of the party's somewhat poor performance.

On the other hand, the mood in the Trinamool camp is unusually upbeat. The Left Front and the media as well had virtually written off the party, predicting its complete rout. But its victory in five wards has proved that the party still has some following in the town.

মাথা পেতে

প্রথম পাতার পর

বেড়েছিল। তখন তৃণমূল বনধ ডাকেনি। তাই ওদের বনধ ডাকার কোনও অধিকারই নেই।

তবে তৃণমূলের বনধের বিরোধিতা মানে যে আদালতের নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করা নয়, সি পি আইয়ের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, আর এস পি-র ক্ষিতি গোস্বামীরা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ব্রিটিশ রাজত্বেও মানুষ প্রতিবাদ জানাতে হরতাল করত। ব্রিটিশ সরকার বা আদালত আইন করে তা বন্ধ করেনি। ক্ষিতিবাবুরা শঙ্কিত, বিচার ব্যবস্থা যে-ভাবে প্রশাসন ও রাজনীতির উপরে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করছে, তাতে পরবর্তী সময়ে 'প্রশাসনিক জটিলতা' দেখা দিতে পারে। অশোকবাবু বলেন, "বনধ নিয়ে হাইকোর্টের রায় অযৌক্তিক।" ক্ষিতিবাবুর মতে, "হাইকোর্ট বনধের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।"

গরহাজিরায় বেতন কাটা

প্রথম পাতার পর

পুলিশি ব্যবস্থাও।

রাজ্য সরকার এবং সি পি এম শুক্রবার রাজ্যকে স্বাভাবিক রাখার আশ্বাস দিলেও অশান্তির ভয়ে অনেক স্কুলই ছাত্রছাত্রীদের আসতে বারণ করেছে। বনধের জন্য এক দিন নষ্ট হওয়ায় বহু স্কুলই শনিবারের ছুটি বাতিল করে সে-দিন ক্লাস নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে। যাদের শনিবার ছুটি, তাদের অনেকে রবিবার বিশেষ ক্লাস করাবে। শুক্রবারের প্রস্তাবিত পরীক্ষা শনি বা রবিবার নেওয়া হবে বলে বিভিন্ন স্কুল ঘোষণা করেছে। বারবার বনধে শিক্ষাদিবস নষ্ট হওয়ায় স্কুলগুলি বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা নিয়েছে। বনধের বিরুদ্ধে এটা এক রকমের জেহাদ। তবে শুক্রবার এ বি টি এ আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার সময়সূচির কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ওই পরীক্ষা যথারীতি শুক্রবারেই হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তৃণমূল বনধ প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি না-দেওয়ার প্রসঙ্গটি এ দিন কলকাতা হাইকোর্টে উত্থাপন করেন আইনজীবী ইদ্রিশ আলি। মঙ্গলবার হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, ২ ডিসেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের মধ্যে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তৃণমূলকে বলতে হবে যে, শুক্রবারের বাংলা বনধ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি তৃণমূল। হাইকোর্টকে তা জানালে বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, "এ দিন রাত ১২টা পর্যন্ত বনধ প্রত্যাহার করার সময় আছে।" ইদ্রিশ আলি বলেন, হাইকোর্ট বনধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়ার পরেও তা কার্যকর হয়নি। আদালত এ বার কী করবে, মানুষ তা জানতে চাইছেন। প্রত্যাহারের সময়সীমা যে মধ্যরাত পর্যন্ত, তা জানিয়ে বিচারপতি রায় বলেন, ৭ ডিসেম্বর তিনি মামলাটি শুনবেন এবং সে-দিনই রায় দেবেন।

বনধ নিয়ে সব দলকে দুষছে শিল্পমহল

প্রথম পাতার পর

ন্যাসকমের চেয়ারম্যান জেরি রাও। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের তথ্যপ্রযুক্তি চিত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে, এ কথা মেনে নিয়েও জেরি ওই সমালোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এমন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে ঢের বেশি উন্নতির সুযোগ হারিয়েছে এ রাজ্য।

বুধবারের এক ঘণ্টার চাক্কা বনধের প্রসঙ্গ টেনে কার্নিকের মন্তব্য, "রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের কথা বলে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো কাজের অধিকারও আছে। বনধের দিন সেই অধিকার কেন থাকবে না।" স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে কার্নিকের ক্ষোভ, "আমি অবাক হয়ে যাই, কেন এ রাজ্যের মানুষ কিছু বলেন না? শিল্পমহলের কাছে এই বনধ কী বার্তা নিয়ে যাবে? এ রাজ্যে ক্রমাগত বনধ হয় এবং বনধের ফলে শিল্পের গতি থমকে যায়।" তাঁর রায়, "বনধ সংস্কৃতি আবার প্রমাণ করে দিল প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য অনুকূল নয়।"

সম্প্রতি কলকাতায় ক্যাম্পাস উদ্বোধন করতে এসে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন উইপ্রোর চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি। তিনি বলেছিলেন, রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় বনধ। সরকারকে তাঁর পরামর্শ ছিল, "বনধ বন্ধ করুন, নইলে এই ব্যবসা চালানো মুশকিল হয়ে উঠবে।" সেই সুরেই উইপ্রো স্পেকট্রামাইন্ডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামন রায় এ দিন বলেন, "অনেক হয়েছে। প্রতিবাদের বিকল্প ভাষা আছে। বনধের বিকল্প খোঁজার সময় এসেছে রাজনৈতিক দলগুলির।"

গলা মিলিয়েছেন কগনিজেন্ট টেকনোলজির কনসাল্টিং ম্যানেজার গৌরব প্রধান ও অনট্যাক সিস্টেমসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি হরি। তাঁরা বলেন, "বি পি ও বরাত এখানে এত কম আসার কারণ এই বনধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাজ দেওয়ার আগেই প্রশ্ন ওঠে, বনধ হলে কী ভাবে তার মোকাবিলা করা হবে? সব পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনাই তো মাটি হয়ে যাবে।"

এই প্রশ্নের উত্তর থাকে না তাঁদের কাছে। হরির মতে, "অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বনধের আওতার বাইরে থাকার কথা। তবু এ রাজ্যে একটি বনধ হলেই এই শিল্প থমকে যায়।

03 DEC 2004

ন্যাসকমকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চায় রাজ্য

কার্নিককে সফটঅয়্যার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ইনফোকম ২০০৪ প্রদর্শনীতে উৎসাহী দর্শকদের ভিড়। — তপন দাশ

স্টাফ রিপোর্টার: দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মূল সংগঠন ন্যাসকমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাজ্যে অত্যাধুনিক একটি সফটঅয়্যার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য বুধবার মহাকরণে ন্যাসকম প্রসিডেন্ট কিরণ কার্নিকের কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্মার্ট গভর্নেন্সের আদলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ন্যাসকমকে যাবতীয় পরিকাঠামো ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বুদ্ধবাবু। ১০ ডিসেম্বর ন্যাসকম পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে বুদ্ধবাবুর প্রস্তাবটি সদস্যদের সামনে পেশ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর।

বুধবার ইনফোকমের উদ্বোধনের পরে, ন্যাসকমের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে মহাকরণে বুদ্ধবাবু বৈঠকে বসেন। কিরণ কার্নিক ছাড়াও, এই বৈঠকে ন্যাসকমের চেয়ারম্যান জেরি রাও, ইনফোসিসের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার নন্দন নিলেকানি-সহ বিশিষ্ট কর্তারা হাজির ছিলেন। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কিরণ কার্নিকের কাছে প্রস্তাবটি রাখেন। প্রাথমিক আলোচনায় যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তাতে মেধাবী ছাত্রদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে একেবারে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার 'কারখানা' হবে এই প্রতিষ্ঠানটি। যাকে আরও সহজ ভাষায় মানবসম্পদ উৎকর্ষ কেন্দ্রও বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ন্যাসকম অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অনুসারী পাঠক্রম তৈরি করবে এবং প্রাথমিক ভাবে প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্বও নেবে। উদ্দেশ্য, কলকাতার সফটঅয়্যার সংস্থাগুলির জন্য একেবারে যোগ্য কর্মী গড়ে তোলা।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর দাবি মেনে হায়দরাবাদে বছর দুয়েক আগে ন্যাসকম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের প্রশাসনিক স্তরে ই-গভর্নেন্স বা তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার প্রশিক্ষণের স্বার্থে এন আই এস জি নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর ৫১ শতাংশ মালিকানা রয়েছে খোদ ন্যাসকমের হাতে। বাকি ৪৯ শতাংশ অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। ঠিক একই ধাঁচে রাজ্যেও এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হবে কি না সে বিষয়ে কিছু জানা না গেলেও, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাবটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন কার্নিক।

প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগেই এক বৈঠকে, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীকে ভট্টচার্যকে একটি টাস্ক ফোর্স গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ন্যাসকম কর্তারা। শিল্প মহল ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে নিয়ে ওই সময় টাস্ক ফোর্সটি গঠন করার কথা বলা হয়েছিল, যারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলিকে চিহ্নিত করতে রাজ্য সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবে। ওই সময় কিরণ কার্নিক পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, টাস্ক ফোর্সে ন্যাসকম প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সবরকম ভাবে সাহায্য করবে।

ন্যাসকম পরিচালন পর্ষদে বুদ্ধবাবুর প্রস্তাবটি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে সফটঅয়্যার শিল্পে কলকাতার কদর আরও খানিকটা বেড়ে যাবে। কারণ মেধাবী মানবসম্পদের কোনও অভাব নেই এই রাজ্যে, এখন প্রয়োজন শুধু তাদের ঘষে-মেজে শিল্পের উপযোগী করে গড়ে দেওয়া।

সাইবার অপরাধে সাহায্য

স্টাফ রিপোর্টার: মুম্বইয়ের পরে এ বার কলকাতা পুলিশকেও শহরের সাইবার অপরাধী ধরার ফাঁক-ফোকরগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী ন্যাসকম। রাজ্য সরকার উদ্যোগী হলে, এ বিষয়ে যাবতীয় সাহায্য করা হবে বলে বৃহস্পতিবার ইনফোকমের সভার শেষে ন্যাসকম প্রেসিডেন্ট কিরণ কার্নিক জানান।

তিনি বলেছেন, শুধু কলকাতা নয়, দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শহর হিসাবে খ্যাত বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, চেন্নাইতেও এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প সংস্থাগুলির স্বার্থেই পুলিশকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এখন জরুরি বলে মনে করছেন কার্নিক।

এ দিকে দেশ জুড়ে সাইবার অপরাধ রোধে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প আইনেরও পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন ন্যাসকম কর্তারা। সেই মতো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁরা আলোচনাও করছেন। মুম্বই পুলিশ দেশের অন্যান্য শহরের পুলিশকেও সাইবার অপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে আসছে। খুব শীঘ্রই তাঁরা বিভিন্ন শহরে গিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে বলে কার্নিক জানিয়েছেন। এক বছর আগে ন্যাসকম মুম্বই পুলিশের অনুরোধে একটি সাইবার ক্রাইম সেল ও সাইবার ক্রাইম ল্যাবরেটরি গড়ে তোলে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই পরিকাঠামো গড়ার জন্য।

এ বার স্কুলে বাংলা লিনাক্স

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যের স্কুলগুলিতে কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা লিনাক্স ব্যবহার করা হবে। ইনফোকম ২০০৪-এ মানব মুখোপাধ্যায় বাংলা লিনাক্সের বিটা সংস্করণের উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন। স্কুল কম্পিউটার শিক্ষা প্রকল্পে দায়িত্বে থাকা বহুজাতিক সংস্থা আই বি এম তাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে লিনাক্স ব্যবহার করে। ফলে বাংলা লিনাক্স ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্থার ডিরেক্টর জাভেদ তাপিয়া জানান, অত্যন্ত কম খরচে এই 'ওপেন সোর্স' লিনাক্স ব্যবহার করা সম্ভব।

03 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

World Bank aid for state health sector

Statesman News Service

KOLKATA, Dec. 1. — After a gap of nearly five years, the Left Front government is at the World Bank's door. But this time it is apparently negotiating on its own terms since the bank no longer insists on seeing the state's budget papers as precondition for extending assistance.

"This is hopefully the beginning of a long-term relationship with the state government," said the bank's country director, Mr Michael F Carter, after a meeting with Mr Buddhadeb Bhattacharjee today. Financial assistance in the health sector has been confirmed. The chief minister said the bank has approved a loan of Rs 600 crore for upgrading rural healthcare infrastructure and Rs 128 crore for technical education.

Led by Mr Carter, a seven-member delegation of the bank met the chief minister, finance minister, Mr Asim Dasgupta, and senior officials, including chief secretary Mr Asok Gupta at Writers' Buildings today. A presentation on the government's restructuring programme for sick public sector units was made before the delegation.

West Bengal, Mr Carter said, was among the 12 states which the bank has identified for extending support after consulting the Centre. "The rationale behind the choice was that the largest number of people live under conditions of poverty in these states," he said. "We have plans to support two to three areas of the government over the next four years. The first is a rural and primary health project covering its preventive and curative aspects."

He declined to specify the loan amount. An expert team led by the bank's economist, Mr Paolo Carlo Belli, will visit the state in February to finalise the matter, Mr Carter said.

RIL service centre

KOLKATA, Dec. 1. — As part of investment plans, spread over a period of three years, Reliance today announced the establishment of a solution development and service centre in West Bengal. Mr Mukesh D Ambani, RIL chairman and managing director, while inaugurating Infocom 2004 IT seminar said: "We (Reliance Infocomm) have already invested close to Rs 1,000 crore in the state, but I feel this is not enough and we will set up a solution development and service centre here that would give employment to over 2,500 people in the next three years." — **SNS**

02 DEC 2004 THE STATESMAN

GUIDING LIGHT: Bengal IT minister Manab Mukherjee (left) with Reliance Industries chairman and managing director Mukesh Ambani and ABP Ltd managing director Aniruddha Lahiri (right) at Infocom 2004 in Calcutta on Wednesday. Picture by Pabitra Das

Bengal scouts for funds from stalwarts

DEVADEEP PUROHIT

Calcutta, Dec. 1: If the tech world's titans are in town, Bengal's B-team gets busy.

On the sidelines of Infocom 2004 — organised by Nasscom and *Businessworld*, an ABP group publication — the team met a host of CEOs to sell the state's investment potential.

"I had my first meeting of the day with Mukesh Ambani, who expressed his happiness with the state of affairs in Bengal. It was a good beginning for us," said IT minister Manab Mukherjee on Wednesday evening.

The minister has made a makeshift office at the Infocom venue and posted his department's key staffers both at the conference site and exhibition grounds.

Besides mobilising manpower, the minister — along with department secretary G. D. Gautama — has drawn up a list of 25 decision makers, whom the team would meet during the biggest exposition of the IT industry in the region.

Today, Mukherjee met K. S. Viswanathan of Wipro, Shankar Annaswamy of IBM, Yogesh Verma of DLF and Subir Raha of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC).

But the morning meeting was most memorable, after which Ambani inaugurated Infocom 2004 and announced the company's decision to set up a solution and services development centre in the city.

The chairman and managing director of Reliance Industries also added that the company would set up a tech-school in the memory of Dhirubhai Ambani in the state.

The B-team hit bull's eye twice in the day and this time with the leading public sector oil and gas major.

"Subir Raha promised us that the company will set up a composite regional computer centre in Calcutta. They want around 60,000 sq ft space for the centre, which would be used as a data centre. He also wants us to take part in the World Petroleum Congress, to be held in New Delhi in January, to showcase the state's strengths in IT to other petroleum majors," added Mukherjee.

The ONGC chief also accepted the minister's demand and agreed to give students from premier institutes a chance to be trained in the centre, which the company plans to operationalise by next year.

In the evening, Mukherjee escorted a team from Nasscom that called on chief minister Buddhadeb Bhattacharjee at the Writers' Buildings.

The team included the apex body's president Kiran Karnik, its chairman Jerry Rao, Nandan Nilekani of Infosys, Roopen Roy of PricewaterhouseCoopers and Raj Dutta of Wipro Spectramind.

"They complimented the chief minister for the government's recent initiatives to attract industry in the state. The team also stressed on the need to develop a long-term strategy to create and maintain enabling infrastructure," said Gautama, who was present during the 45-minute meeting.

02 DEC 2004 THE TELEGRAPH

চাক্কা বন্‌ধের দায় এড়াচ্ছে সিটুও

বন্‌ধ পালনে অনড় থেকেও সতর্ক মমতা

স্টাফ রিপোর্টার: হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বন্‌ধের অধিকার ধরে রাখার চেষ্টায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অনেক সতর্ক। আদালতের নির্দেশের সরাসরি কোনও সমালোচনা না-করে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচারে নেমে মমতা বুধবার মানুষকে বলেছেন, "আপনারা বন্‌ধের সমর্থক হলে ৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার রাস্তায় নামবেন না।" এতে স্পষ্ট, আদালতের নির্দেশের রক্তচক্ষু এড়াতে সতর্ক মমতা এ বার কিছুতেই জোর করে বন্‌ধ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলার সুযোগ দিতে চান না।

অন্য দিকে, মমতার বন্‌ধের প্রতিক্রিয়ায় আদালত কী করে, তা দেখতে সি পি এম এখন সতর্ক ভাবে বন্‌ধ তাদের নৈতিক হাতিয়ার বলেই পাশ কাটাচ্ছে। এতটাই যে, এ দিন সিটুর পতাকা নিয়ে কর্মীরা কলকাতা ও রাজ্যের অন্যত্র আধ ঘণ্টার 'চাক্কা বন্‌ধ' করলেও সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, "সিটু কিছু করেনি, ওরা সিটু-সমর্থক হলেও এই কর্মসূচি রোড ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশনের।"

তবে আদালতের রায় যে সিটুকে খুশি করেনি, শ্যামলবাবুর পরের মন্তব্যে তা স্পষ্ট, "মানুষ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, করেছে। আদালত রায় দিক না তেলের দাম কমিয়ে দিতে!"

যিনি কথায় কথায় বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকেন, সেই পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীও এ দিন অনেক সতর্ক। আদালতের নাম না-করে তিনি নাগেরবাজারে এক জনসভায় বলেন, কারও নিজের গণ্ডি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। আধ ঘণ্টার চাক্কা বন্‌ধ সম্পর্কে মহাকরণে বসে সুভাষবাবুর মন্তব্য, চাক্কা জ্যাম হয়েছে, ভালই হয়েছে।

রাজ্য সরকার আগের দিনই বলেছিল, বন্‌ধ ঠেকানোর জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলবে তারা। এ দিন কিন্তু সরকারের তেমন তৎপর ছিল না। কলকাতায় বেলা ১২টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন মোড়ে সিটুর পতাকা নিয়ে কর্মীরা রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালেও পুলিশ তাঁদের সরিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করেনি। পথ অবরোধের জন্য কলকাতায় ৪৩ জন এবং গোটা রাজ্যে দেড় হাজারের বেশি আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ঠিকই, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও রাস্তা অবরোধমুক্ত করতে দেখা যায়নি তাদের।

হাইকোর্ট এই নিয়ে বুধবার কোনও মন্তব্য করেনি। কারণ, শুধু চাক্কা বন্‌ধ নয়, ৩ ডিসেম্বরের ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ ঠেকাতে সরকার কতটা কী করল, তা বিশদ ভাবে জানিয়ে আদালতে লিখিত রিপোর্ট দিতে হবে ৭ ডিসেম্বর। তখনই হাইকোর্ট এই নিয়ে বিবেচনা করবে। ইতিমধ্যেই সরকার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে, ৩ ডিসেম্বর, বন্‌ধের দিন ইচ্ছাকৃত ভাবে অফিসে না-এলে বেতন কাটা হবে। এর আগে ১৭ ও ২২ নভেম্বর দু'টি বন্‌ধের সময় সরকার এতটা কড়াকড়ি করেনি। তখন পর্যন্ত পুরনো সার্ভিস রুল অনুসারে ছুটির আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। হাইকোর্টের চাপে সরকারকে আগের নির্দেশ পাল্টে এ বার উপযুক্ত কারণ না-থাকলে কর্মীদের ছুটির আবেদন গ্রাহ্য হবে না বলে হুমকি দিতে হয়েছে।

বন্‌ধ ঠেকাতে হাইকোর্টের এই কড়া দাওয়াই সরকার কিছুটা গিললেও রাজনৈতিক দলগুলি এখনই তাতে সুর মেলাতে রাজি নয়। মমতা বন্‌ধের সমর্থনে এ দিন দু'টি জনসভা করেন, বড়বাজারে ও শ্যামবাজারে। লক্ষণীয়,

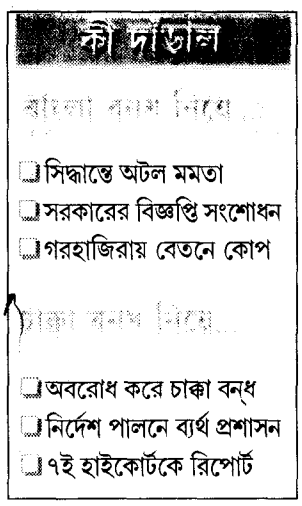

ইদানীং মমতার জনসভায় ভাটার টান থাকলেও বন্‌ধ নিয়ে আদালতের রায়ের পরে এ দিন দু'টি সভাতেই ভিড় উপচে পড়ে। আদালতের সঙ্গে সংঘাতে নেমে মমতা কী বলেন, সেই ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ ছিল দেখার মতো। সত্যনারায়ণ পার্কে মিটিং শুনতে আসা এক যুবক বললেন, "দিদি আদালতের রায় নিয়ে কী বলেন, সেটাই শুনতে এসেছি।"

মমতার কথা শুনে ওই শ্রোতারা মোটেই হতাশ নন। মমতা বলেছেন, "আদালতের বক্তব্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নয়। সে-সব আদালতেই হবে। আমি শুধু বলতে চাই, ভারতের সংবিধান মানুষকে প্রতিবাদ করার অধিকার দিয়েছে।" তিনি মনে করিয়ে দেন, আদালত যা-ই বলুক, বন্‌ধ হবে। তবে আদালতকে অমান্য করার দায় এড়াতে সতর্ক মমতার যুক্তি, তাঁর ডাকা বন্‌ধ হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। ৩৬৫ দিন ভাল থাকতে হলে একটা দিন বন্‌ধ সমর্থন করা যেতেই পারে। মনে রাখতে হবে, আগের দিনই বন্‌ধ নিয়ে মামলার শুনানির সময় বামফ্রন্ট সরকারের হয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় হাইকোর্টে বলেছিলেন, মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বন্‌ধ করেন (যেমন ইন্দিরা গাঁধী-হত্যার পরে হয়েছিল), তা হলে কোনও নির্দেশ দিয়েই তা ঠেকানো যায় না।

বন্‌ধ নিয়ে তৃণমূল ও বামফ্রন্ট এই ভাবে কিছুটা কাছাকাছি অবস্থান নিলেও পরস্পরের বিরোধিতায় পুরোপুরি সক্রিয়। তৃণমূলের বন্‌ধ ব্যর্থ করতে সি পি এম প্রচারে নেমে বলছে, এই বন্‌ধের বিরোধী হলে অবশ্যই রাস্তায় নামতে হবে, অফিস-কাছারি, দোকানপাট খোলা রাখতে হবে। তৃণমূলও রাস্তায় রাস্তায় ছোটবড় মিছিল করে বন্‌ধের প্রচার চালাচ্ছে।

সি পি এমের যুক্তি, যে-সব বন্‌ধ গণতন্ত্রের স্বার্থে (যেমন বামপন্থীদের ডাকা বন্‌ধ), সেগুলি অবশ্যই ন্যায্য। অন্য সব বন্‌ধ (যেমন তৃণমূলের ডাকা বন্‌ধ) সাধারণ মানুষ ও রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বন্‌ধ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তেমন উৎসাহিত না-হওয়ায় বামপন্থীরাও এখন কিছুটা কোণঠাসা। মঙ্গলবারেই দিল্লিতে এ আই সি সি-র মুখপাত্র গিরিজা ব্যাস জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস বন্‌ধকে হাতিয়ার করতে আগ্রহী নয়। এ দিন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি অবশ্য বলেছেন, তিনি বন্‌ধ-বিরোধী নন। তবে দেখতে হবে, বন্‌ধের সময় স্কুল-কলেজের পরীক্ষা বা রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান যেন না-থাকে।

মমতা জনসভায় বলেছেন, বন্‌ধ নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আদালতেই। বন্‌ধ বেআইনি বলে আগে রায় দিলেও সুপ্রিম কোর্ট তা সংশোধন করে কি না, তিনি সেটা দেখতে চান।

এই নিয়ে বামপন্থীদের রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন। তার ফয়সালা হওয়ার আগেই হাইকোর্ট এই নিয়ে নির্দেশ দিতে থাকায় বামপন্থীরা কিছুটা বিভ্রান্তও। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস প্রমুখ এখন বলছেন, তাঁরা সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানে বেশি আগ্রহী। সেই জন্য অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছতে চান তাঁরা। কিন্তু প্রথমে কেরল হাইকোর্ট, তার পরে সুপ্রিম কোর্ট গত তিন বছরে বন্‌ধ-বিরোধী রায় দিলেও বামপন্থীরা কিন্তু এই ব্যাপারে কংগ্রেস বা বি জে পি-কে পাশে পাননি। এ বার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরে ওই সব দল সি পি এম বা তৃণমূলের পাশে দাঁড়ায় কি না, সেটাই দেখার।

02 DEC 2004
ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN 01 DEC 2004

HC declares Trinamul bandh illegal

Our Legal Correspondent

KOLKATA, Nov. 30. — A Division Bench of the Calcutta High Court (coram: Pratap Kumar Roy and Jyotirmoy Bhattacharya, JJ) today declared the 3 December Bangla Bandh call of Trinamul Congress as illegal and unconstitutional. The court directed the party and its chairperson, Miss Mamata Banerjee, to withdraw the bandh call and to announce their withdrawal decision through the media by 2 December.

The Bench also directed the state and Centre to take stern measures to ensure that life throughout the state remained normal on that date. The governments should take every step to ensure that vehicles moved freely on the roads and the commuters were not disturbed in any way on 1 December in response to the half-an-hour *chakka* bandh call given by Citu.

None appeared for Trinamul or its chairperson during the hearing of the case. Appearing for the petitioners Mr Idris Ali and Mrs Sreemoyee Mitra submitted that as directed by the court, they had served notice to that party by all available means of communication. But the party had refused to receive any notice. They said Kerala High Court and the Supreme Court had declared bandhs illegal. A bandh causes huge economic loss to a state and one day's salary should be cut for government employees who stay away from their workplaces on that day. Counsel also prayed for an order for payment of compensation to those who suffered a loss on a bandh day.

Appearing for the state, the Advocate-General, Mr Balai Ray assured the court that the government would take all possible steps to keep all institutions open on the bandh day. The railways will cooperate with the state government.

The Bench observed that if the bandh call materialised, life in the state would come to a halt. It quoted a number of Supreme Court judgments stating how a bandh deprived the people of their right to work, right to education, right to medical relief and their freedom of movement.

No political party can defy constitutional provisions, the judges said. The word bandh smacked of violence and use of force and is even a psychological restriction on a Fundamental Right.

Everybody wanted development of the country. But at present, political parties, by calling bandhs are countering such development. The judiciary expects the political parties to consider how a bandh caused a huge loss and clogged the country's economic progress. Neither a political party nor any association should call a bandh.

The Supreme Court held that government employees have no right to strike. It held that lawyers have no right to strike. This court now holds that the 3 December bandh is illegal. Government employees being a part of the governing body have a special status.

Fundamental Rights should be protected by them. They cannot enjoy a holiday at home on a bandh day. A pay-cut, the judges said, for government employees' absence from office on the bandh day was not an unfamiliar action. If they first fail to report for duty, they may face a pay-cut.

On compensation, the Bench said those who would suffer losses might file specific cases claiming compensation on the next date of hearing of this case.

No stopping Mamata, Citu

KOLKATA, Nov. 30. — Notwithstanding today's High Court order, the Trinamul is going ahead with its 12-hour bandh on 3 December. Miss Mamata Banerjee has consulted party MLA and advocate Mr Arunava Ghosh on this matter. Sources said the party is awaiting a certified copy of the order. The question of bandh has been referred to the Supreme Court. Meanwhile, the Citu has decided to go ahead with tomorrow's half-hour *chakka* bandh despite the High Court order. — SNS

More reports on page 6

বন্‌ধ তুলে নিতে হুকুমনামা

ছুটি নয়, গরহাজিরায় কর্মীদের বেতনে কোপ

(রায়ের বয়ান)

সব দিক বিচার করে হাইকোর্ট নিম্নলিখিত নির্দেশনামা জারি করছে। ওই নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিব বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে সব সংবাদমাধ্যমকে জানাতে হবে। পাশাপাশি সব সরকারি সংস্থা, সরকার অধিকৃত সংস্থা ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট সংস্থাগুলিকেও হাইকোর্টের নির্দেশ সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে।

১) যানবাহন, ট্রেন যাতে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে, সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষ যাতে পছন্দমতো গন্তব্যে অবাধে চলাফেরা করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২) সব সরকারি অফিস, সরকার অধিকৃত সংস্থা, সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা এবং যে-সব সংস্থায় সরকারের অংশ রয়েছে, সেগুলি খোলা রাখতে হবে। বন্‌ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে (কর্তৃপক্ষ যদি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হন) অফিসে না-এলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ওই দিনের বেতন কাটা যাবে।

৩ ডিসেম্বর রাজ্যের সব মানুষ যাতে তাঁদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে এবং স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় থাকে, সেই জন্য রাজ্য সরকারকে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আদালতের নির্দেশ কী ভাবে কার্যকর করা হয়েছে, সেই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে হাইকোর্টের এই বেঞ্চের কাছে ৭ ডিসেম্বর বেলা ২টোয় রিপোর্ট দিতে হবে। বিবাদী পক্ষের প্রথম দু'জন (সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক)-কে হাইকোর্টের তরফে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের তরফে কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তাঁদের অনুপস্থিতিতে এই রায় দেওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই।

বন্‌ধ বেআইনি ও অসংবিধানিক, তাই বিবাদী পক্ষের প্রথম দু'জনকে বন্‌ধের ডাক প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বন্‌ধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ২ ডিসেম্বরের মধ্যে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাতে হবে। যে-হেতু বিবাদী পক্ষের প্রথম দু'জন আদালতে উপস্থিত নেই, তাই বন্‌ধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশটি তাঁদের জানানোর জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক দায় দায়িত্ব যে-হেতু রাজ্য সরকারের উপরে ন্যস্ত রয়েছে, তাই বিবাদী পক্ষের কাছে এই রায়ের প্রতিলিপি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও সরকারের উপরে বর্তায়। নিজেদের প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে রাজ্য সরকার তা পৌঁছে দেবে।

বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে বিবাদী পক্ষের প্রথম দু'জনের কাছে রায়ের প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই নির্দেশ রাজ্য সরকারকে সংবাদমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

পাঁচের পাতায়

- চাক্কা জ্যামও বন্‌ধ
- সুসম্পর্কে আগ্রহী চিন
- স্বীকারোক্তি অস্বীকার
- পরেশ বড়ুয়ার দাবি
- কেটি গর্ভবতী, তদন্ত
- বিজেপির পাশে বাম
- পশ্চিমবঙ্গকে ১৫ কোটি

আদালতের মোক্ষম ছয়

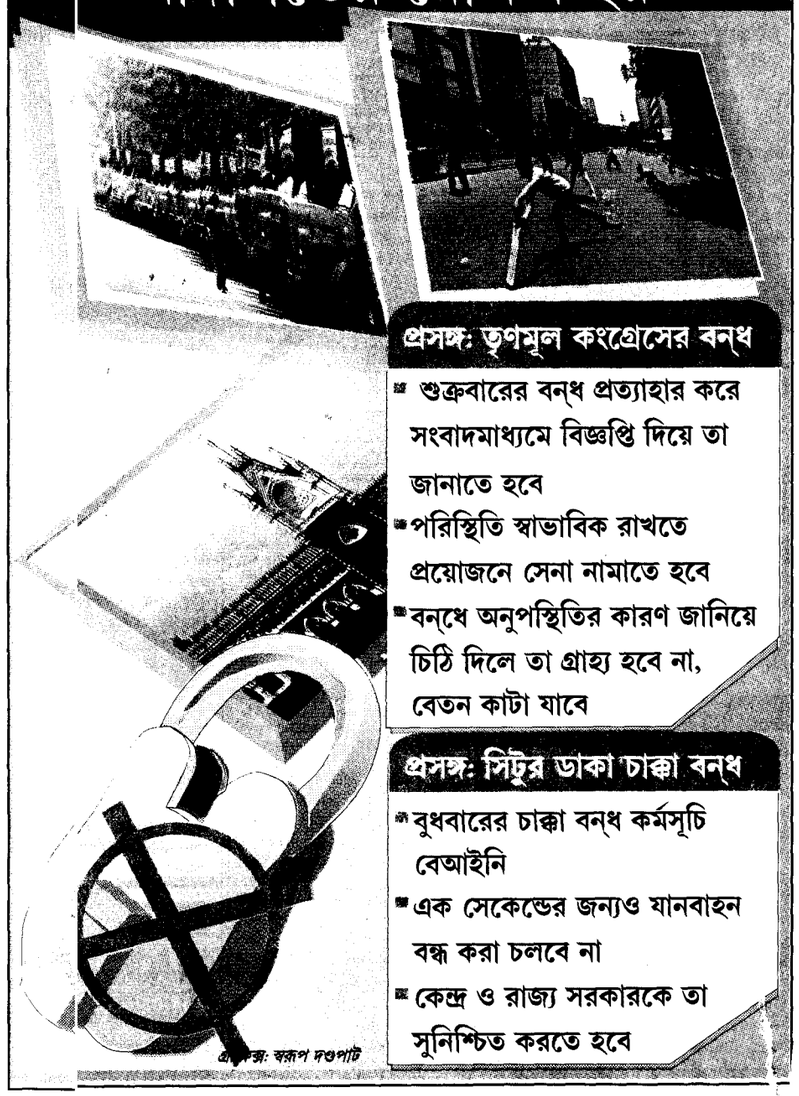

প্রসঙ্গ: তৃণমূল কংগ্রেসের বন্‌ধ

- শুক্রবারের বন্‌ধ প্রত্যাহার করে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা জানাতে হবে
- পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনে সেনা নামাতে হবে
- বন্‌ধে অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে চিঠি দিলে তা গ্রাহ্য হবে না, বেতন কাটা যাবে

প্রসঙ্গ: সিটুর ডাকা চাক্কা বন্‌ধ

- বুধবারের চাক্কা বন্‌ধ কর্মসূচি বেআইনি
- এক সেকেন্ডের জন্যও যানবাহন বন্ধ করা চলবে না
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে

বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে রাজনৈতিক দল

নিজস্ব সংবাদদাতা: শিল্প-বাণিজ্য মহল বারবার আবেদন-নিবেদন করেও যা করতে পারেনি, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হাজার চেষ্টায় যে-ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেননি, কলকাতা হাইকোর্ট মঙ্গলবার তা করে দেখাল।

তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের ডাকা ৩ ডিসেম্বরের ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ, তারা যে বন্‌ধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেই মর্মে কাল, বৃহস্পতিবার সব সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে তৃণমূলকে। একই ভাবে সিটুকে আধ ঘণ্টার চাক্কা বন্‌ধ প্রত্যাহার করতে হবে। রাজ্য সরকারকে নোটিস দিয়ে বলতে হবে, বন্‌ধে কর্মীরা কাজে না-এলে বেতন কাটা হবে। সুপ্রিম কোর্ট আগেই বন্‌ধ বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে। সেই রায়ের জের টেনেই হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতাপ রায় ও বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এ বার নির্দেশ দিল, রাজনৈতিক দলকে তাদের ডাকা বন্‌ধ প্রত্যাহার করতে হবে। বিচারপতি রায় এক ধাপ এগিয়ে বলেন, বন্‌ধ ঠেকাতে পুলিশে না-কুলোলে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে নামাতে হবে।

কিন্তু এ বারেও হাইকোর্টের রায় কতটা কার্যকর হবে, সন্দেহ আছে। কারণ, রাজ্য আদালতের নির্দেশ মেনে নোটিস জারি করছে বলে জানালেও আদালতে তাঁদের আপত্তি স্পষ্ট করে দেন অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায়। তিনি বলেন, মানুষজন যদি বাড়ি থেকে না-বেরোন, তা হলে সরকারের কিছু করার নেই। ইন্দিরা গাঁধীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বন্‌ধের সমর্থনে মঙ্গলবার নাগেরবাজারে সভায়। — অশোক মজুমদার

অন্য দিকে, রাজনৈতিক দলগুলি আদালতের এই রায়কে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে বিরোধিতায় নামতে সচেষ্ট। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সিটু নেতা কালী ঘোষ জানিয়েছেন, বন্‌ধ ডাকার অধিকার তাঁরা ছাড়তে রাজি নন। সে-জন্য হাইকোর্টের রায় অগ্রাহ্য করতে তাঁরা প্রস্তুত। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মনে করেন, নিজেদের এই 'অধিকার' রক্ষা করতে সব রাজনৈতিক দলের একজোট হওয়া দরকার। কিন্তু কংগ্রেস বন্‌ধের প্রশ্নে আদালতের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে ইচ্ছুক নয়। দিল্লিতে এ আই সি সি-র মুখপাত্র গিরিজা ব্যাস জানান, কংগ্রেস বন্‌ধকে আন্দোলনের হাতিয়ার বলে মনে করে না। অন্য দিকে, বি জে পি এখনই এই নিয়ে মুখ খুলতে আগ্রহী নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সি পি এম এবং

এর পর ছয়ের পাতায়

0 1 DEC 2004

বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে

প্রথম পাতার পর

প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বন্‌ধকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী, তাই এখনই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না যে, বন্‌ধ বন্ধ হবে।

তবে আদালত যে রাজনৈতিক দলগুলিকে বন্‌ধের পথ থেকে সরিয়ে আনতে দৃঢ়বদ্ধ, তা এখন স্পষ্ট। দলগুলি আদালতের কাছে প্রথম আঘাত পায় ২০০১ সালে, কেরলে। কেরল হাইকোর্ট সর্বপ্রথম বন্‌ধ বেআইনি বলে রায় দেওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে দলগুলি সুপ্রিম কোর্টে যায়। কিন্তু সেখানে রায় বহাল থাকে। তার পরে বামপন্থীরা এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট করার কথা বললেও কার্যত এগোতে পারেননি।

তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক বন্‌ধ হয়ে চলেছে। এত দিন বন্‌ধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রার্থনা জানালেও কেউ (সরকার বা দল) তাঁদের কথা শোনে না বলে আক্ষেপ করেই বিচারপতিরা হাল ছেড়ে দিতেন। কিন্তু নভেম্বরে পরপর দু'টি বন্‌ধের ডাক দেওয়ার পরেই (১৭ তারিখে এস ইউ সি এবং ২২ তারিখে সি পি আই এম এল) হাইকোর্ট সক্রিয় হয়। আদালত প্রথমে রাজ্য সরকারকে বন্‌ধের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলে। এ বার আরও এক ধাপ এগিয়ে আদালত সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলিকেও বন্‌ধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিল।

বুধবার রাজ্য সরকারের অগ্নিপরীক্ষা। এ দিন আদালতে বুধবারের চাক্কা বন্‌ধের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় বলেন, এটা মেহনতি মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। এর সঙ্গে বন্‌ধকে এক করে দেখার কোনও যুক্তিই নেই। ডিভিশন বেঞ্চ সেই যুক্তিকে আমল না-দিয়ে বলে, 'এক সেকেন্ডের জন্য মানুষের অসুবিধা হলেও সেটা বন্‌ধেরই সামিল। কোনও মতেই তা বরদাস্ত করা যায় না।' বুধবার যাতে সব ধরনের যানবাহন সচল থাকে, কেন্দ্র ও রাজ্যকে তা সুনিশ্চিত করতে বলেছে কোর্ট। অন্য দিকে, একটি প্রশ্নের জবাবে পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, "কেউ যদি গাড়ি না-চালায়, তা হলে আমি কী করব? আমি কি জোর করে গাড়ি চালাব!"

বন্‌ধ নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী ইদ্রিশ আলি। এ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আইনজীবী জানিয়েছেন, সরকার হাইকোর্টের রায় মেনে চলবে। তবে এক জায়গায় অবরোধ হলেই সব ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে যায়। সেই কারণে ট্রেন চলাচল ঠিক রাখতে প্রচুর পুলিশের দরকার। বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, প্রয়োজন হলে সেনা নামানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যত দূর প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, রাজ্য সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলবে। এখন ন'কোটি মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হলে এক কোটি পুলিশ প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের তা নেই।

এর পরেই আইনজীবী শ্রীময়ী মিত্র বন্‌ধে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরা হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন। ৭ ডিসেম্বর আদালত ক্ষতিপূরণ নিয়ে নির্দেশ দেবে। বিচারপতিরা বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলি কালিদাস। না-হলে যে-রাজ্যে তারা বাস করে, সেই রাজ্যের ক্ষতি করে! শুধু ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বন্‌ধ ডাকা হয়। সরকারি কর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়ে বিচারপতিরা বলেছেন, বন্‌ধের দিন ইচ্ছা করে বাড়িতে থেকে ছুটি উপভোগ করবেন, তা হবে না। গরহাজির হলে বেতন কাটা যাবে। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বেতন কাটা বন্ধ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, তাঁরা সরকারের অংশ। সরকার বন্‌ধ বেআইনি ঘোষণা করলে সব কিছু চালু রাখার দায়িত্ব তাঁদের। বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, নাগরিকদের সংবিধানের দেওয়া অধিকার জোর করে কেড়ে নেওয়ার নাম বন্‌ধ। এই অবস্থায় বিচারালয় কোনও রায় না-দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

বন্‌ধ নিয়ে অন্য একটি মামলায় আদালত জানতে চায়, সিটুর ডাকা 'চাক্কা বন্‌ধ' সম্পর্কে সরকারের মত কী। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, আধ ঘণ্টার চাক্কা বন্‌ধ আর ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধকে কখনওই এক করে দেখা উচিত নয়। চাক্কা বন্‌ধে আধ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে ফ্লাইওভারে সেই সময় যে-গাড়ি উঠবে, তা ঝুলে থাকবে? যে-সব যাত্রী বাসে থাকবেন, তাঁরা আধ ঘণ্টা ওই বাসে আটকে থাকবেন? এটা হতে পারে না! এ-সব হয় না! কোনও গাড়ি আটকানো চলবে না। আসলে চাক্কা বন্‌ধ বললেও ঘুরিয়ে বন্‌ধই করা হচ্ছে। তিনি বলাইবাবুকে বলেন, সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত দিতে পারে না। বন্‌ধের সময় এক মত আর চাক্কা বন্‌ধে অন্য মত, তা হবে না। বিচারপতি রায় প্রশ্ন তোলেন, বন্‌ধ না-করে অনশন আন্দোলন হয় না কেন?

01 DEC 2004
ANADABAZAR PATRIKA

রাজ্য ছাড়ছেন চটকল মালিকেরা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পাটশিল্পে শ্রম-অসন্তোষ এবং উৎপাদনহীনতাকেই প্রধান কারণ দর্শিয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করছেন এখানকার চটকল মালিকেরা।

তাঁদের এই অভিযোগ অবশ্য মানতে রাজি নন শ্রমমন্ত্রী, শ্রম মন্ত্রক এবং সিটু নেতৃত্ব। তাঁদের মতে চটকল মালিকদের এই অভিযোগ যুক্তিহীন। তা কোনও ভাবেই মানা যায় না। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন বলেন, "আমি কোনও ভাবেই মানতে রাজি নই যে, এখানে শিল্প পরিবেশ নেই। তা ছাড়া উৎপাদনও তো কমেনি। এই রাজ্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।"

সিটু নেতা গোবিন্দ গুহ বলেন, "জাতীয় উৎপাদনশীলতা কাউন্সিলকে দিয়ে সমীক্ষা করালেই জানা যাবে মালিকদের অভিযোগ কতটা সত্য। পশ্চিমবঙ্গে চটকল শ্রমিকরা যে পরিস্থিতির মধ্যে উৎপাদনের যথার্থ মাত্রা বজায় রাখেন তা প্রশংসনীয়। যে কোনও শিল্পপতি যেখানে খুশি যেতে পারেন, কিন্তু কাঁচা পাট তো এখান থেকেই নিতে হবে।" মালিকদের শীর্ষ সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (ইজমা)-র ভাইস-চেয়ারম্যান জগদীশ সারদার অভিযোগ, "চটকলগুলিতে ভাল পরিবেশ নেই। উৎপাদনও আশানুরূপ নয়। তাই অন্য রাজ্যে লগ্নি করা হচ্ছে।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন রাজ্যে লগ্নি টানার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে ঠিক তখনই এই রাজ্য ছেড়ে দেশের অন্যত্র বড় ধরনের লগ্নি করছেন পশ্চিমবঙ্গের চটকল মালিকরা। গত ১ বছরে রাজ্যের পাঁচটি চটকল গোষ্ঠী অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও নেপালে ২৬টি নতুন চটকল স্থাপন করেছেন। তার মধ্যে অন্ধ্রে ২২টি, বিহারে ২টি, উত্তরপ্রদেশে ১টি এবং নেপালে ১টি করে নতুন চটকল স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য পাট শিল্প গোষ্ঠী বাজোরিয়া, সারদা, কাঙ্কারিয়া, পোদ্দার ও জালানরা আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা লগ্নি করেছেন। লোহিয়া ও জৈনদের মতো শিল্পগোষ্ঠীও বাইরে লগ্নি করবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মূলত ৪টি কারণে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র লগ্নি করছেন এখানকার চটকল মালিকরা: • বেতনের উচ্চহার। • আচমকা এবং ঝটিকা চটকল-ধর্মঘট। • কম উৎপাদন এবং উৎপাদনের হার। • শিল্প পরিবেশ লগ্নির পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। পরিসংখ্যান বলছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মাথা পিছু দৈনিক বেতনের হার ২৪৪ টাকা, অন্ধ্রে তা মাত্র ৫০ টাকা এবং বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে তা ৭০ টাকা। নেপালে মাথা পিছু শ্রমিকদের দৈনিক বেতনের হার ৩৫ টাকা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ১ টন চটজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে আনুমানিক ৬০-৬৫ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অন্য রাজ্যে ৩০-৩৫ জন শ্রমিক দিয়েই ওই কাজ হয়।

29 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

বিরোধীদের কথায় সালিশি বিল আদৌ বদলাতে রাজি নয় রাজ্য

দেবব্রত ঠাকুর

বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে প্রস্তাবিত সালিশি বিলে একটি শব্দও পরিবর্তন করতে রাজি নয় রাজ্য সরকার। বিধানসভার সংশ্লিষ্ট বিষয় কমিটির বৈঠকে সরকার তাদের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর পাশাপাশি বিরোধীদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কোনও সংশোধনী দেওয়ার থাকলে তাঁরা তা দিতে পারেন। বিধানসভায় তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর খুব অল্প সময়ের জন্য শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। সরকার এই অধিবেশনেই বিলটি অনুমোদন করাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আইন-বিচারমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী জানিয়েছেন, বিলটি সারা দেশের বেশির ভাগ মঞ্চেই সমাদৃত হয়েছে। সুতরাং পিছিয়ে আসার কোনও ইচ্ছাই নেই সরকারের।

গত জুনে বাজেট অধিবেশনে সালিশি বিলটি বিধানসভায় পেশ করার পরে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ সামলাতে স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম বিলটি নিয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় কমিটিকে দায়িত্ব দেন।

প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক জ্ঞানসিংহ সোহনপালের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিতে শাসক বামফ্রন্টই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত সাড়ে তিন মাসে একাধিক বৈঠক করেও কমিটি কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। বিধানসভা সূত্রের খবর, শাসক বামফ্রন্ট বিলটি অপরিবর্তিত রেখেই অনুমোদন করাতে চায়, অন্য দিকে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস চায়, বিলটি খারিজ করা হোক।

কংগ্রেস প্রথমে সর্বতোভাবে বিলটির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেও এখন দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই ব্যাপারে নরম মনোভাব নেওয়ায় এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত চুপ করে গিয়েছেন। সম্প্রতি মুম্বইয়ে বিকল্প বিরোধ মীমাংসা পদ্ধতি সংক্রান্ত এক আলোচনাসভায় কেন্দ্রীয় আইন-বিচারমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ প্রকাশ্যেই এই ধরনের বিলকে 'মডেল' এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে বিকল্প আইনি পদ্ধতির ক্ষেত্রে পথিকৃৎ আখ্যা দেওয়ায় রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই পরিস্থিতিতে বিষয় কমিটির মতামতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বহাল থাকাই স্বাভাবিক। আগামী সপ্তাহে কমিটি রিপোর্ট চূড়ান্ত করবে।

প্রস্তাবিত সালিশি বিলের তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য বার কাউন্সিলও বিষয় কমিটির কাছে তাদের মতামত জমা দিয়েছে। বিলটি খারিজ করার দাবি জানিয়েছে তারাও। কারণ, কাউন্সিলের আশঙ্কা, এই বিল আইনে পরিণত হলে সরাসরি উকিলদের হাতে মামলা আসা কমে যাবে। বিলটিকে ঘিরে গত কয়েক মাসে রাজ্যের সব আদালতে এক দিনের কর্মবিরতি, তৃণমূলের ডাকা এক দিনের বাংলা বন্‌ধও পালিত হয়েছে। বিলটি যে-দিন পেশ করা হয়, সে-দিন বিধানসভা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।

ব্লক স্তরে সরাসরি পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণে প্রাক্-আদালত সালিশি বোর্ড তৈরি করে আদালতের বাইরে বিবাদবিতর্ক, মতভেদের মীমাংসার বিষয়টিকে আইনি বৈধতা দেওয়ার প্রয়াস আছে ওই বিলে। প্রাক্-আদালত সালিশির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যত না আপত্তি, তার চেয়েও বিরোধীদের বড় অভিযোগ বা আপত্তি হল, এই বিলের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় 'রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ' ঘটানোর চেষ্টা চলছে। বামফ্রন্টের ২৭ বছরের জমানায় অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ ছিল না সরকারের। এই বিলটি অনুমোদিত হলে পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় বিচার ব্যবস্থার উপরে পরোক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

27 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

মমতা-সহ বিরোধীদের মুখে কুলুপ

সঞ্জয় সিংহ

প্রত্যাশিত উল্লাস দেখা গেল না তাঁদের মধ্যে। বরং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী থেকে নেতারা মুখই খুললেন না।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তারক সিংহ 'লড়াই' করলেও শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর পরে মমতা নিজে তো মুখ খুললেনই না, এমনকী দলের পক্ষে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। রায়ের প্রতিলিপি না-দেখে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন পঙ্কজবাবু।

এ দিন মহাকরণে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন পুরসভার মেয়র ও তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। আলাদা করে এই ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার নেই আমার।" তবে তারক সিংহের 'লড়াকু' ভূমিকার প্রশংসা করেন মেয়র।

তৃণমূলের জোটসঙ্গী বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারেরই সমালোচনা করেন। এ দিন দিল্লি থেকে তিনি বলেন, "আমি খবরটা শুনেছি। তবে আদালতে পুরো বয়ান না-দেখে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলতে পারব না। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট যে-ভাবে সল্টলেকে জমি বণ্টনের সমালোচনা করেছে, তাতে অন্য কোনও সভ্য সরকার হলে লজ্জা পেত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের ও-সবের বালাই নেই। কারণ, বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গিয়েছে এই সরকার কোর্টের রায়কে গুরুত্ব দেয় না। এই রায়ের পরে সি পি এমের সরকার সাবধান হবে বলে মনে হয় না।"

বিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেসও রায় নিয়ে দায়সারা ভাবে মন্তব্য করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "রায়ের প্রতিলিপি না-দেখে বিশদ ভাবে কিছু বলছি না। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় যা শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে, জ্যোতি বসুর জমানায় জমি সংক্রান্ত যে-সব দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তার সত্যতা এত দিন বাদে প্রমাণিত হল।"

তুলনায় এস ইউ সি আই এবং সি পি আই (এম এল) লিবারেশন অনেক কড়া সমালোচনা করেছে। এস ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ তো স্পষ্ট দাবি তুলেছেন, "এক জন কর্মরত বিচারপতির সঙ্গে কেন এই ধরনের বেআইনি লেনদেন করা হল, তার তদন্ত হওয়া দরকার।"

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক কার্তিক পালও অভিযোগ করেছেন, "কর্মরত অবস্থায় বিচারপতি এবং সরকার-প্রশাসনের মধ্যে যে-স্বাভাবিক দূরত্ব থাকার কথা, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার জন্য যা অত্যাবশ্যক, এই ঘটনায় তা লঙ্ঘিত হয়েছে।" কার্তিকবাবুও হাইকোর্টের এক জন কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে এর তদন্ত করানোর দাবি জানিয়েছেন।

বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণের এত বড় সুযোগ পেয়েও বিরোধীদের সুর এত নরম কেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। সল্টলেক থেকে রাজারহাট উপনগরী, বিভিন্ন জায়গায় সরকারি বদান্যতার সুযোগ বিরোধী রাজনৈতিক মহলের ভাগ্যেও কিছু কিছু জুটেছে, তাই এই নিয়ে চট করে কেউ আগ বাড়িয়ে মুখ খুলতে অনাগ্রহী।

অন্য দিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের সূত্রে বলা হচ্ছে, সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন নিয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা 'নিজেদের লোক' বলেই মনে করেন।

এমনকী তাঁদের দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা' আইনি কলাম লেখার ভার গত ১৩ অক্টোবর জনসমক্ষেই ভগবতীবাবুর হাতে সঁপেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরেই বিতর্ক হয়েছিল। সেই বিতর্ক মমতা তো থামিয়ে দিয়েছিলনই, এমনকী তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, "উনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। উনিই আমাদের পত্রিকায় মানুষের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লিখবেন।"

এই অবস্থায় ভগবতীবাবুর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কেউই মুখ খুলছেন না।

অনিবার্য কারণে আজ 'দাদাগিরি' প্রকাশিত হল না।

20 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

For Premji, Buddha is the best

KOLKATA, Nov. 19. — Kudos for a Marxist from the richest Indian. This is a certificate Mr Buddhadeb Bhattacharjee will perhaps cherish and preserve.

Mr Azim Premji, chairman, Wipro Corporation, today certified Mr Bhattacharjee as the best chief minister in the country. "Mr Bhattacharjee is doing an outstanding job and he, without any doubt, is the best serving chief minister in the country today," Mr Premji remarked at an interactive session organised by the CII at a city hotel this evening.

Mr Bhattacharjee was in the same league as Mr Chandrababu Naidu, former Andhra Pradesh chief minister, in terms of implementing reforms, Mr Premji said. "But the West Bengal chief minister is working under severe constraints."

Dismissing apprehension among the state's business fraternity, Mr Premji said West Bengal has a political direction, which is important for the industry. "As industrialists, you may not agree with their ideology, but you need to look at the political stability in the state. In recent times, the state government has been realistic. They have understood that the debate between socialism and capitalism does not create jobs. It is the industry that creates jobs."

On the question of the future of information technology in the state, he said the confidence among the IT professionals and industrialists need to be restored.

— SNS

More reports on Kolkata Plus I

20 NOV 2004 THE STATESMAN

SC cancels Kolkata judge land allotment

Basu Allocated Plot To Justice Banerjee

Our Political Bureau
NEW DELHI 19 NOVEMBER

THE Supreme Court on Friday cancelled allotment of a plot of land to a retired Calcutta High Court judge, made by former West Bengal chief minister Jyoti Basu, saying an "unholy nexus" existed between the judge and the government.

The judgment has come as an embarrassment for the Left Front, an important ally of the UPA government at the Centre, which has always advocated probity in the government functioning.

BASU: IN THE RED

A Bench comprising Justice S.N. Variava and Justice H.K. Sema passed the order against Justice B.P. Banerjee, who was allotted a piece of land in the posh Salt Lake city under the chief minister's discretionary quota in 1987. The writ petition was filed by Dipak Kumar Ghosh, questioning Mr Basu's allotting land from the discretionary quota to a number of retired and serving judges of the Supreme Court and the High Court.

The Bench rejected Justice Banerjee's plea that he should not be singled out. "He has misused his divine judicial duty as liveries to accomplish his personal ends. He has betrayed the trust reposed on him by the people. To say the least, this is bad," the court observed.

Citing instances indicating Justice Banerjee did not discharge his judicial duty in all fairness, the apex court pointed out that he had stayed allotment of plots under the CM's discretionary quota, while hearing a PIL on the issue in the Calcutta High Court, after he failed to secure one for himself.

Justice Banerjee vacated his stay order a few days later, when "four kathas" of land was allotted to him, the Bench said. "In the backdrop of the facts and circumstances, we are of the view that the conduct of the learned judge is beyond excusable limits," Justice Sema, writing for the Bench, said. The SC said the government could evaluate the price of bungalow constructed on the plot and give him the money before getting it vacated. In that case, one year should be given to him for moving out, the Bench added.

20 NOV 2004 The Economic Times

বন্ধ করুন বন্‌ধ, সাফ বললেন প্রেমজি

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বৃদ্ধির পথে এখন প্রধান অন্তরায় বন্‌ধ। উইপ্রোর 'কলকাতা ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসে রাজ্য সরকারকে সংস্থার চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন, বন্‌ধ বন্ধ না-হলে এই রাজ্য থেকে কলসেন্টারের মতো তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবসা চালানো মুশকিল হয়ে উঠবে। তিনি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসে এই সমস্যার সমাধান করার পরামর্শ দেন সরকারকে।

উল্লেখ্য, আগামী সোমবার নকশালপন্থীরা এবং ৩ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস আবার বন্‌ধ ডেকেছে পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ৩ ডিসেম্বর ইনফোকমের আলোচনাসভায় যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন বিশ্বের বেশ কিছু বৃহৎ সংস্থার শীর্ষ কর্তারা।

তবে শুক্রবার সন্ধ্যায় বণিকসভা কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের একটি অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উইপ্রোর চেয়ারম্যান প্রেমজি কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে উইপ্রোর শাখা সংস্থা উইপ্রো স্পেকট্রামাইন্ড সংস্থার চেয়ারম্যান রামন রাও সাংবাদিকদের বলেন, "বন্‌ধ রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠেছে।" তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের কাছে বন্‌ধ প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাও জানিয়েছেন, বিশ্ব বাজারে যাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবসা, তাঁরা রাজ্যের বন্‌ধ সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, বন্‌ধের কারণে ব্যবসা হারানোর আশঙ্কা যে কতটা তীব্র, এ দিন উইপ্রোর পক্ষ থেকে সরকারকে তা পরিষ্কার করেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁদের ক্ষোভ রয়েছে পরিকাঠামো প্রসঙ্গেও। বিশেষ করে রাস্তার অবস্থা নিয়ে। প্রেমজি এ দিন সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বিমানবন্দর থেকে সল্টলেকে আসার রাস্তার প্রসঙ্গ তোলেন। প্রেমজির বক্তব্য, এই রাস্তা এমন হওয়া উচিত, যাতে পনেরো মিনিটে সল্টলেকে পৌঁছনো যায়।

শুক্রবার উইপ্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজিম প্রেমজি। — নিজস্ব চিত্র

বন্‌ধ নিয়ে সকালে রাজ্য সরকারের কাছে প্রেমজি যে-অভিযোগ করেছেন, তা মেনে নিয়েই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির বাজারে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে বন্‌ধ নিঃসন্দেহে বড় সমস্যা। তবে সব রাজ্যেই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কিছু দিক থাকে। তার মধ্যে বন্‌ধের মতো একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়েও পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে।

বন্‌ধ আর রাস্তা ছাড়া রাজ্য নিয়ে তাঁদের যে আর কোনও সমস্যা নেই, প্রেমজি এ দিন তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে আর কোনও রাজ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো শিল্পবন্ধু মুখ্যমন্ত্রী নেই। কলকাতায় বিনিয়োগ করার পিছনে বুদ্ধবাবুই যে অন্যতম টান, রাজ্যের শিল্প-মহলের সামনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে তা জানিয়ে দেন তিনি।

সি আই আইয়ের অনুষ্ঠানে প্রেমজি বলেন, বুদ্ধবাবুর আত্মবিশ্বাস, লক্ষ্য, সরকারের স্থায়িত্ব এবং বামফ্রন্টের শিল্প সম্পর্কে পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তিনি আরও বলেন, চন্দ্রবাবু নায়ডুর সঙ্গে শিল্প নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পার্থক্য করা মুশকিল।

এ দিন উইপ্রোর ওই সেন্টারের উদ্বোধন করেন বুদ্ধবাবু। সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রী যে এই প্রথম কোনও সফটঅয়্যার সংস্থার অনুষ্ঠানে হাজির হলেন, তা নয়। কিন্তু আর-পাঁচটা সংস্থার থেকে এ দিনের অনুষ্ঠানটি ব্যতিক্রম ছিল বুদ্ধবাবুর কাছে। কারণ, সংস্থার নাম উইপ্রো। সংস্থার মালিকের নাম আজিম প্রেমজি। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি টেনে আনার ক্ষেত্রে যে-নাম বা ব্র্যান্ড বুদ্ধবাবু নিজে বারবার

এর পর চারের পাতায়

বন্ধ করুন বন্‌ধ, বললেন প্রেমজি

প্রথম পাতার পর

সব সভায় গিয়ে উচ্চারণ করেন। আবার যাঁকে তিনি রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিশেষ পরামর্শদাতার আসনেও বসিয়েছেন। যাঁর প্রতিটি পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার ক্ষেত্রে রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দফতরও কোনও দ্বিধা করে না।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প নিয়ে বুদ্ধবাবুর স্বপ্ন-উচ্চাশা এক লহমায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল সেই দিন, যে-দিন প্রেমজি নিজে মহাকরণে এসে তাঁর কাছে ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ার জন্য জমি চেয়েছিলেন। সে-দিনটা আজও বুদ্ধবাবুর স্মৃতিতে এত টাটকা যে, এ দিন নিজে কথা বলতে গিয়ে সরকারি ভাষায় লেখা গতানুগতিক ধারায় তিনি বিশেষ হাঁটেননি। বরং নানা কথায় মুখ্যমন্ত্রী এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, উইপ্রো আসায় কলকাতা কৃতার্থ। রাজ্য সরকার যে-কোনও প্রয়োজনে তাদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে।

সল্টলেকে ১৬ একর জমিতে ২০০ কোটি টাকা লগ্নিতে উইপ্রো যে-ভবন তৈরি করেছে, তা কলকাতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অনেকটা সাহায্য করবে বলে শিল্পমহল আগেই জানিয়েছে। দু'টি বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রকল্পের কাফেটেরিয়া ও জিম প্রায় তৈরি। ওই জমিতেই নতুন আরও দু'টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। উইপ্রো রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রাজারহাটে আরও ৪০ একর জমি চেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের দ্বিতীয় সেন্টার স্থাপন করার জন্য।

20 NOV 2004

ANADABAZAR PATRIKA

বুদ্ধ: আরও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র গড়লেই জমি দেব উইপ্রো-কে

আজকালের প্রতিবেদন: রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে উইপ্রোকে আরও একটি সফ্‌টওয়্যার কেন্দ্র গড়ে তোলার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন এ জন্য উইপ্রোকে জমিও দেবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার সকালে সল্টলেকে উইপ্রো লিমিটেডের অষ্টম সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। 'কলকাতা ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' নামে ওই নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চ্যাটার্জি, উইপ্রোর চেয়ারম্যান আজিম এইচ প্রেমজি, রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী মানব মুখার্জি, মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত, সল্টলেক পুরসভার মেয়র দিলীপ গুপ্ত প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এই মুহূর্তে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতায় এখনও পর্যন্ত ২০০টি সংস্থা সফ্‌টওয়্যার শিল্পক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। আরও বহু সংস্থা বিনিয়োগে আগ্রহী। আই বি এম, সত্যম, রিলায়েন্স আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বিদ্যুৎ-সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর পাশাপাশি এই রাজ্যে মেধারও অভাব নেই। তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত অন্তত ২০ হাজার মানুষ পেশাদারি দক্ষতায় কাজ করছেন। উইপ্রো সংস্থার চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজিকেও অভিনন্দন জানান তিনি। বুদ্ধদেব বলেন, সল্টলেকে আর জায়গা নেই। তাই রাজারহাটে 'তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক' গড়ে তোলা হচ্ছে। আবাসনও হবে। এ ছাড়া বাইপাসের ধারে 'সানরাইজ সিটি' গড়ে তোলা হচ্ছে। সফ্‌টওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। জানালেন, আই এম আই তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। উইপ্রোর নতুন এই সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্রেও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। আজিম প্রেমজি শুরুতেই তাই বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিশ্বের নজর এখন কলকাতার দিকে। তার কারণ মেধা, দক্ষতা ও সরকারের সহযোগিতা এখানে রয়েছে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানেরও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চ্যাটার্জিও উইপ্রোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

এদিকে, আই টি সি সোনার বাংলা হোটেলে এদিন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সি আই আই) এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। সেখানে উইপ্রোর চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী বলে মন্তব্য করেন। সি আই আইয়ের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গে সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনে উইপ্রোর আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করেন। জবাবে প্রেমজি বলেন, 'আপনারা দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছেন। অসাধারণ কাজ করছেন তিনি। এখানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসারে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা তাই আসছেন। এর পুরো কৃতিত্বই ওঁর প্রাপ্য।'

20 NOV 2004 AAJKAL

Bandh politics

Marxists to reap bitter harvest one day

Buddhadeb Bhattacharjee's government should be commended for the extraordinary promptness with which it implemented the Calcutta High Court's order of issuing an official notification declaring the SUCI-called Bangla bandh illegal and warning government and semi-government employees that a day's pay would be cut from those who stay away from their work on the bandh day. Also at the official level everyone from chief minister and chief secretary downwards made strenuous efforts to keep life normal, ensuring that public transport operated normally. It would seem that a similar posture will apply for the two opposition-sponsored bandhs next Monday and on 3 December. Politically the Marxists are opposing the three bandhs to protest the spiralling prices of petroleum products. CPI-M leaders including Anil Biswas has labelled all the three bandhs a "criminal offence" and has gone to the ridiculous length of saying that bandhs called only by his party are "just and legitimate" as they are "always pro-people and pro-West Bengal". whereas those by the Opposition are "invariably anti-people and against the interest of the state". His observation means that his party claims the sole right to call bandhs and irrespective of court order. The CITU on 24 February had called a Bangla bandh defying the apex court's ban on strikes by government employees. Marxist leaders had then attacked the court's order and had said that the only way the right to strike could be upheld was by making 24 February bandh a "grand success". The current stand on opposition-sponsored bandhs amounts to deceit and doublespeak.

The Opposition is right in asking Buddhadeb whether his government would issue a similar pay cut notice when CITU and AITUC jointly sponsor bandhs in future. Because the state government has never deducted salaries or penalised those who helped make these bandhs a success. Even those who attacked willing employees with police help were left untouched. In fact, its partisanship and vindictiveness surfaced every time the Opposition called a bandh. There are instances of leave deduction and even physical assault and harassment by the Coordination Committee in the case of those who failed to turn up. The sole purpose of all these techniques is to make everyone fall in line so that Alimuddin Street's ultimate objective of enforcing one-party rule in the state is achieved. Unfortunately, Marxists do not realise that like Indira Gandhi, they will reap a bitter harvest of what they are sowing today. Sadly, Alimuddin Street refuses to learn from history.

19 NOV 2004 THE STATESMAN

Bandh bench to hear protest cries

OUR LEGAL REPORTER

Calcutta, Nov. 18: With two bandhs round the corner and petitions piling up, Calcutta High Court today created a separate "jurisdiction" to hear bandh-related cases. In other words, a bench dedicated to hearing such cases.

The decision has come four days before the November 22 bandh called by the CPI-ML (Liberation). The Trinamul Congress has called a bandh on December 3.

High court sources said the move was necessary as more than 50 petitions against bandhs and strikes have been filed in the court and they have "assumed critical importance" in the state.

Acting Chief Justice A.N. Roy today empowered the division bench of Justices Pratap Kumar Roy and Jyotirmoy Bhattacharya, which is hearing the petition filed against yesterday's bandh called by the SUCI, to function as the "special bandh bench". The new jurisdiction will be mentioned tomorrow in the daily cause list, which states the cases to be taken up for hearing on a day.

"Setting up of a separate bench to deal with bandh-related issues is very significant," said Justice Bhagabati Prasad Banerjee, a former judge of the high court. "Since bandhs have become a matter of such concern in the state today, the move is aimed at addressing the issue without any delay so that it gets the importance that it deserves."

Advocate Supradip Roy, the first to file a case against a bandh called by a political party in 1997, hailed the decision as "very significant" as it would put all bandh-related cases on the "fast track" and "streamline the process".

"Earlier, bandh-related cases used to be sent to different benches and various judges had differing opinions," Roy said. "Now, a bench dedicated to dealing with bandhs will ensure consistency in the judgments."

Jurists said bandh-related cases "would assume a different perspective" after the high court yesterday threatened to recommend cancellation of the SUCI's registration. The special bench, they added, would "play a pivotal role in shaping the conduct of political parties in future".

Justices Roy and Bhattacharya have already set a precedent by directing the state government to deduct salaries of all employees who did not report for work yesterday.

Earlier, after Roy's petition in 1997, Justice Shyamal Sen had declared a bandh called by Trinamul illegal. He said no political party had the right to ask people not to join work on a particular day. The judge later modified his ruling to say that no political party had the right to obstruct vehicles from plying and stop people who were willing to go to work.

Court officials said the first hearing of the special bench will be on November 22, the day of the CPI-ML bandh.

While the court has cracked the whip, the CPM-dominated Coordination Committee of Government Employees and Associations slipped in a cheeky comment. The committee said while the court imposed a penalty on government employees staying away from work, it has done nothing about its own staff, most of whom were absent yesterday.

TRIAL TRAIL

- **September 1985:** Calcutta High Court rules political parties can call bandhs but the government will have to ensure normal life
- **March 1997:** The Supreme Court upholds a Kerala High Court judgment that says bandhs cannot be imposed by force
- **June 1997:** Calcutta High Court rules bandhs are illegal and no political party has the right to prevent people from working
- Trinamul Congress pleads for modification. The court modifies order, saying a bandh can be observed but peacefully and with no use of force
- **May 2003:** Calcutta High Court says the judiciary has no machinery to enforce the law of the land (regarding bandhs)
- **June 2003:** A division bench also expresses helplessness
- **November 2004:** The high court asks state government to declare the SUCI bandh illegal, deduct salary of absent employees and ensure normal life
- The court sets up a separate bench to hear bandh-related cases

QUOTE

Do not give me over to the police, I have trust in your pen

JAYENDRA SARASWATI
to the magistrate

19 NOV 2004

THE TELEGRAPH

Twin strikes on bandh

SALARY CUT THREAT AT WORK

The personnel and administrative reforms department buzzing with activity at Writers' Buildings on Wednesday. The government said Writers' registered 90 per cent attendance on bandh day. Picture by Pradip Sanyal

OUR LEGAL REPORTER

Calcutta, Nov. 17: Two arms of the state combined today to deal a double blow to the practice of observing bandhs.

The judiciary moved towards punishing a political party for calling a bandh by threatening to recommend derecognition. The CPM-led government in Bengal proved that bandhs cannot succeed if the full might of the administration is arrayed against it in the absence of a groundswell of popular support.

In observations in the context of the bandh called today by the Socialist Unity Centre of India (SUCI), Calcutta High Court spoke of the possibility of recommending its disqualification as a political party.

"The apex court has declared bandhs unconstitutional. Let the SUCI come to us and declare its intention not to abide by the Supreme Court order. Let them say they will hold bandhs again. We will not hesitate to direct the authorities concerned to derecognise the party by cancelling its registration," the division bench of Justice Pratap Kumar Roy and Justice Jyotirmoy Bhattacharya said.

Although this is the first time such a threat has been voiced, in two cases earlier, the Supreme Court has said if political parties or organisations call bandhs, they can be penalised.

The penalty Calcutta High Court referred to can be imposed only by the Election Commission. The commission said it could comment only after it received an order from the high court.

Parties have to submit affidavits while they seek registration committing themselves to observing court orders. The high court sees calling of bandhs as violation of a Supreme Court order and the offender liable to be punished with disqualification. That order did not ban bandhs, but prohibited those that are forced on the people. But it also said force is implied in the words bandh and hartal.

WHAT WAS NEW

- 90% turnout at Writers'
- Police hire transport for IT employees
- Several buses and trams ply
- Metro runs as usual
- University exams on schedule, a few schools function too
- All cinemas and big hotels stay open
- Malls do brisk business

The SUCI, which was absent from court today to the anger of the judges, was asked to submit its views on Friday when the petition against the bandh by the All India Minority Forum will be heard again.

"It is a serious matter and we will not like to comment without getting a copy of the court order," SUCI secretary Provas Ghosh said. He, however, added that his party would call a bandh again "if the people of Bengal really want it".

Both Mamata Banerjee's Trinamul Congress and the CPI(ML), which have called bandhs on December 3 and November 22, said they would go ahead with their decision.

"Bandhs only serve the purpose of political leaders.... The rich and middle class people enjoy bandhs as holidays. But the downtrodden, basically daily wage earners, have to starve on bandh days," the judges said.

It was not quite clear if the "downtrodden" did earn their bread today, but Writers' Buildings, the administration's headquarters, was close to full. The officially declared attendance of 90 per cent was testimony to the effectiveness of the threat of punishment.

The high court had ordered the government to cut the salary of absent employees. Chief secretary Asok Gupta said pay would be cut if the high court did not allow casual leave.

For the first time in recent memory, the administration made a serious effort — with public transport and security — to ensure that people who wanted to go to work could do so.

A stunning example was the provision of 30 auto-rickshaws hired by police for employees of infotech companies based in Salt Lake where attendance was close to normal.

"It's a watershed bandh. Attendance has been very good in offices and there was a lot of transport on the roads. If the state government claims that its arrangements ensured that the bandh had no effect, it only goes to show that it can do so every time if it wants to," said Amitabh Khosla, the regional director of the Confederation of Indian Industry.

■ See Metro

এ ভাবে বন্‌ধ হলে দলের স্বীকৃতি বাতিলের রায় দিতে পারে কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজনৈতিক দলগুলি যদি এই ভাবে রাজ্যের স্বার্থ এবং জনজীবন বিপন্ন করে বন্‌ধ ডাকে, তা হলে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করার মতো কঠোর রায় তাদের দিতে হতে পারে বলে বুধবার মন্তব্য করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বাংলা বন্‌ধ সংক্রান্ত জনস্বার্থের মামলাটির শুনানির সময় বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার সময় দলকে শপথ গ্রহণ করে বলতে হয়, তারা দেশের আইন মেনে চলবে। কিন্তু বিভিন্ন দল যদি আইন না-মানে, তা হলে কেন তা তারা মানছে না, সেটা জানাতে হবে। কেননা দিনের পর দিন এ ভাবে বন্‌ধ চলতে পারে না।

এ দিকে, কোন কোন কর্মী এ দিন কাজে আসেননি, তাঁদের চিহ্নিত করে গরহাজিরার কারণ জানতে চাইবে রাজ্য সরকার। বেতন কাটার ব্যাপারে সরকার তাদের ব্যাখ্যা আগামী ২২ নভেম্বর হাইকোর্টে জমা দেবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত। সরকার এ ব্যাপারে আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে। মুখ্যসচিবের কথায়, ব্যাখ্যা শোনার পরে হাইকোর্ট যা বলবে, সরকার সেই নির্দেশই মানবে। যদি তারা বলে যে, ছুটি নেওয়া যাবে না, তা হলে বেতন কাটা হবে।

মহাকরণে এ দিন ৯০% কর্মী হাজির থাকলেও যারা বন্‌ধে কর্মীদের হাজির করাতে বেতন কাটার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছে, সেই হাইকোর্টেই গরহাজিরা ছিল লক্ষণীয়। দু'পক্ষের আইনজীবী থাকলেও অন্য কর্মীদের অনুপস্থিতিতে কয়েকটি মামলার শুনানিই হয়নি। কেন হাইকোর্টের কর্মীরাই গরহাজির, সেই ব্যাপারে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবীদের।

হাইকোর্ট এ দিন রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজের যে-হুঁশিয়ারি দিয়েছে, তা নিয়ে দলগুলির তেমন কোনও হেলদোল নেই। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "হাইকোর্ট কী বলেছে, সেই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। এই নিয়ে তিন বছর ধরে আইনি লড়াই চলছে। তা ছাড়া এটা তো কোনও রায় নয়। সাংবিধানিক বেঞ্চ আগে হোক, তারা ঠিক করুক, আদালত কী করবে। তার পরে যা বলার বলব। হাইকোর্টের এই রকম বিক্ষিপ্ত 'অবজারভেশন' নিয়ে মন্তব্য করব না।" এস ইউ সি-র প্রভাস ঘোষ বলেন, "হাইকোর্টের কোনও আদেশ আমরা পাইনি। তা ছাড়া আমাদের তো স্বীকৃতি দিচ্ছে জনগণ।" ৩ ডিসেম্বর বন্‌ধ ডেকেছে তৃণমূল। দলের পক্ষে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিচারপতি কী বলেছেন, তা না-জেনে মন্তব্য করব না।"

হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি অজয়নাথ রায় ও বিচারপতি অরুণ মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এ দিন বন্‌ধ সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি শুরু হয়। তারা মামলাটি বিচারপতি প্রতাপ রায় ও বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় বলেন, রাজ্য সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করেছে। বন্‌ধের দিন জনজীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ কী ভাবে পালন করেছে, তা জানিয়ে মুখ্যসচিব একটি হলফনামা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেটি ভুল করে অ্যাডভোকেট জেনারেলের নামে করা হয়েছে। ২২ নভেম্বর ফের মামলাটির শুনানি হবে। সে-দিনই হলফনামা জমা পড়বে।

আবেদনকারী অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের পক্ষে ইদ্রিশ আলি বলেন, জনগণ যে বন্‌ধের বিরুদ্ধে, তা বোঝা গিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ বন্‌ধ নিয়ে হাইকোর্টের রায় সমর্থন করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি বন্‌ধ ডাকা থেকে বিরত হচ্ছে না। এর পরে হয়তো দেখা যাবে, পাড়ার ক্লাব ডাকলেও বন্‌ধ হচ্ছে। বন্‌ধ বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি বন্‌ধ করেই যাচ্ছে। ১৭ দিনের মধ্যে এ রাজ্যে তিনটি বন্‌ধের ডাক দিয়েছে তিনটি দল।

বিচারপতি প্রতাপ রায় মন্তব্য করেন, কোনও এক সপ্তাহে সোমবার সি পি এম, মঙ্গলবার কংগ্রেস, বুধবার বি জে পি, বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস বন্‌ধ ডাকুক! রাজ্যটাই একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এ জিনিস চলতে পারে না। যথেষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায় মানবে না, অথচ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না— এটা হতে পারে না। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, তারা সুপ্রিম

এর পর ছয়ের পাতায়

বন্‌ধওয়ালাদের পেটাবে জনগণ, বললেন সুভাষ

স্টাফ রিপোর্টার: বন্‌ধে তিতিবিরক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এক দিন 'বন্‌ধওয়ালাদের' পেটাবে বলে মন্তব্য করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, মানুষের এই ক্রোধ থেকে রেহাই পাবে না তাঁর দল সি পি এম-ও। কারণ, কর্মনাশা, উদ্দেশ্যহীন বন্‌ধের উপরে মানুষের আর কোনও আস্থা নেই। তাঁর কথায়, "এটা আমার ব্যক্তিগত মত। তবু বলছি, নানা কারণে এই রাজ্যে বন্‌ধের আর কোনও যৌক্তিকতা নেই।"

এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "আমরা বারবার বলেছি, বন্‌ধ সর্বোচ্চ হাতিয়ার। এ রাজ্যে বারবার ব্যবহার করে বিরোধীরা সেটা ভোঁতা করে দিচ্ছেন। এ ভাবে ইচ্ছামতো অন্যায্য বন্‌ধ ডাকা হাস্যকর পদক্ষেপ।" সি পি এমের বন্‌ধেও এ কথা প্রযোজ্য কি না, সেই বিষয়ে অনিলবাবু অবশ্য কিছু বলেননি। তাঁর মতে, "বুধবার এস ইউ সি-র ডাকা বন্‌ধে মানুষ সাড়া দেয়নি। প্রত্যাখ্যান করেছে। সকলেই অফিসে গিয়েছেন। এর থেকে ওরা শিক্ষা নেবে।"

অন্য দিকে, বন্‌ধ সর্বাত্মক বলে দাবি করে এস ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেছেন, "সরকার, সি পি এম, তৃণমূল, বি জে পি— সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করে বন্‌ধ সফল হয়েছে।" তাঁর মতে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মাইনে কাটার শাসানি উপেক্ষা করে কাজে যোগ

এর পর ছয়ের পাতায়

স্বীকৃতি বাতিলের রায় দিতে পারে কোর্ট

প্রথম পাতার পর

কোর্টের রায় মানবে কি না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিবর্তন হলে অন্য কথা। কিন্তু এখনও বন্‌ধ বেআইনি। কাজেই রায় না-মানলে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে।

মুখ্যসচিব বলেন, মহাকরণে ৯০% কর্মী কাজে এসেছেন। যে-১০% কর্মী আসেননি, তাঁদের বেতন কাটা হবে কি? মুখ্যসচিব বলেন, "কারা আসেননি, আগে চিহ্নিত করি। দেখি, তাঁরা কী বলেন। হাইকোর্ট বেতন কাটতে বলেছে। ওয়েস্টবেঙ্গল সার্ভিস রুলসে ছুটি দেওয়া, বেতন কাটা, দুইয়েরই সংস্থান আছে। দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, সেই ব্যাপারে আমরা আইনজীবীদের পরামর্শ নেব। ২২ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি হবে। সে-দিন আমাদের বক্তব্য জানাব। তখন জানতে পারব, হাইকোর্ট কী বলে। হাইকোর্ট যদি বলে ছুটি দেওয়া যাবে না, তখন বেতন কাটতেই হবে।"

18 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

Policemen grapple with bandh supporters who had put up a road blockade in central Kolkata on Wednesday. ASHOK NATH DEY/HT

95% at Writers', 5% at High Court

HT Correspondents
Kolkata, November 17

WEDNESDAY'S BANDH was unlike any other bandh — full of irony and paradox, signifying many things. Writers' Buildings logged a record turnout of about 95 per cent, though prompted not so much by any newfound respect for work culture as by the High Court order directing a salary cut for absentee employees.

But the High Court itself, the enforcer of discipline, resembled a haunted house with less than five per cent of its 1,700-odd employees caring to report for work. That way, the two great red buildings were a study in contrast.

By 10.15 am, early by most government-office standards, Writers' was teeming with about 6,000 clerks and officers who had arrived by private buses and taxis despite no firm assurance of transport. There was a mad scramble to sign the attendance register. "Fear of a pay-cut was the key," a home department clerk confessed.

At the High Court, S. Nath was the only recording officer around. With all 39 of Nath's section colleagues "observing Bangla bandh", S. Kanungo, secretary to acting Chief Justice A.N. Ray, had to record the judge's order when he directed a petition against the bandh to be heard by a two-judge Bench.

Most departments remained shut and no petition could be filed as the filing section was locked. When an advocate pointed this out to Justices P.K. Roy and J. Bhattacharya, they advised him to lodge a complaint with the registrar-general. "Action will be taken," Justice Roy said. "Even the lawyers who have cars have not come," he fumed.

At Writers', even habitual absentees and those on leave turned up to swell the crowd. Soumen Maitra of the public works department was candid: "Had it not been for the threatened pay cut, nobody would have cared. The other reason is there was enough transport."

After lunch, the crowd began to thin out. Attendance recorded, the clerks, officers and their attendants began to troop out. By 3.30, most departments were empty, and all was quiet on the Writers' front.

See also Kolkata Live

ON 'N' OFF

Office attendance Writers' & pvt sector 95%; banks 80-90%; High Court & other courts almost nil

Transport Taxis, private buses and minibuses mostly off the roads; autos plied almost normally; train & Metro services normal

Schools mostly closed; colleges & universities open

Shops mostly closed; but most restaurants open

Markets & cinemas Some stay open

18 NOV 2004 THE HINDUSTAN TIMES

Court sets up bandh with a difference

HT Correspondent
Kolkata, November 16

THIS IS what a High Court order can do — a bandh by SUCI, which has just one MLA, has the administration on its toes.

For the first time, the police have — at least on paper — promised to escort people to office. "Just dial 100," DGP Shyamal Dutta said, "if you are held up by bandh supporters. The police will soon be at your side to bring you to office." Dutta admitted that it would help if the police have to escort not individuals but groups from a particular locality.

And, again for the first time, the state has threatened to deduct a day's salary (in keeping with the court order) if any employee skips office tomorrow. Strictly on paper, of course (for the employees are free to apply for casual leave), but it's still a huge change from the days when the government, used to a diet of five to eight bandhs a year, would more or less look on benignly as parties shut down Kolkata.

Sure, the police would round up a few dozen bandh supporters even then; but this time they have warned of a massive crackdown if activists attempt to disrupt normality. "Tomorrow, we'll get real tough," an officer said.

After all, the state government has to report to the High Court tomorrow on the steps it had taken to foil the bandh and ensure normality.

One of these steps is a heavy deployment of police. There will be 6,500 on the city's streets, led by senior officers and backed up by a reserve bench of 700, the DGP told reporters. There will be a posse of top officials monitoring traffic on the VIP Road and around Salt Lake's IT hub.

The chief secretary and DGP met the railway bosses today and decided that senior railway officials will be posted at the various police control rooms so that they can keep tabs on the situation.

Asked if similar "special arrangements" will be made during every bandh from now on, the DGP played it safe: "The arrangements for future bandhs will be discussed in the future."

Then, perhaps slightly embarrassed, he said there was nothing "special" about the arrangements. Yet, if half of what's been promised is carried out, this will be a bandh with a difference.

■ See also Kolkata Live

2004 THE HINDUSTAN TIMES

Buddha team bites bandh-buster bullet

OUR BUREAU

Calcutta, Nov. 16: Prodded by the judiciary, the Buddhadeb Bhattacharjee government has marshalled its executive might to ensure that tomorrow is a "normal working day".

For the first time in 27 years, the Left Front regime added punch to its familiar bandh-eve claims to maintain normality by promising that police officers will be stationed on roads to help commuters in distress and escort them to workplaces and back.

"There will be senior officers placed along the main roads. If anyone finds it difficult to reach office or return home or gets stuck in a trouble spot, all he will have to do is to manage to call us. He will be our responsibility," director-general of police Shyamal Dutta said.

The police pledge comes in the wake of a Calcutta High Court ruling that salaries of employees who absent themselves without intimation or sanctioned leave on a bandh day should be deducted. The government has formally informed its employees it will abide by the order.

Tomorrow's 24-hour Socialist Unity Centre of India bandh is the first in a series of three in less than three weeks that has been called to protest the recent hike in oil prices.

DGP Dutta said police officers would be posted at key points in the city (see chart) both to help people and to ensure arterial roads are kept free of obstruction.

The railway has been asked to keep tower wagons on hand to clear tracks if required. "Long-distance trains will leave stations and reach destinations on time. If any train is stuck, it will be escorted to stations," Dutta said.

State chief secretary Asok Gupta said all efforts had been made to prevent disruption. "We have taken all the necessary steps to ensure that tomorrow is a normal day and everyone can pursue his normal vocation," he told **The Telegraph**.

In its effort to take Bengal's infamous bandh politics head on, the state has also put district administrations on alert, ordered unprecedented police deployment in and around Calcutta and taken special measures to keep the showcase SaltLec IT hub running.

Transport minister Subhas Chakraborty said abundant public buses, trams, taxis and autorickshaws would ply. But private buses and mini buses may stay off roads due to differences with insurance companies that have refused to make good bandh-induced losses.

The Left-backed Co-ordination Committee of Government Employees and Associations appealed to members to boycott the bandh. "We are hoping attendance will be good tomorrow," general secretary Smarajit Roychowdhury said.

HOW TO CALL FOR HELP

Dial 100 if you are stuck. Police say they will escort you to your workplace. Or call Lalbazar control rooms: 2214-5000 and 2214-3230

The government says all routes to the Salt Lake infotech hub will be kept open. Police escort will be at hand to reach the IT destinations from Ballygunge Phari, EM Bypass (near Science City) and Beliaghata More

The police have been instructed to immediately arrest those who set up roadblocks. Additional police force of 6,500 and reserve force of 700 to be deployed in state

What's on and off: See Metro

17 NOV 2004 THE TELEGRAPH

14 NOV 200

ফ্রন্টের বন্‌ধ ন্যায্য, বিরোধীদের নয়, নয়া ব্যাখ্যা অনিলের

স্টাফ রিপোর্টার: বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ডাকা বন্‌ধ অন্যায্য, অপরাধমূলক কাজ। আর বামফ্রন্টের ডাকা বন্‌ধ ন্যায্য অধিকারের লড়াই। বন্‌ধ সম্পর্কে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এই 'নতুন ব্যাখ্যা' দিয়েছেন।

জ্বালানি তেল আর রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি, সি পি আই এম এল (লিবারেশন)-এর ডাকা বন্‌ধ অন্যায্য বলে মনে করেন অনিলবাবু। এস ইউ সির রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষের পাল্টা প্রশ্ন, "প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজির দাবিতে ডাকা বন্‌ধ কি অন্যায্য ছিল?"

এস ইউ সি এবং লিবারেশন-এর ডাকা বন্‌ধের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে একে 'ঘোরতর অপরাধমূলক কাজ' বলে বর্ণনা করেছেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। সেই সঙ্গেই বন্‌ধের দিন অফিসে হাজিরার ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে, তাকেও সমর্থন করেছেন অনিলবাবু। তিনি বলেন, "বন্‌ধের দাবি ন্যায্য না অন্যায্য তা দেখতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি নিশ্চয় অন্যায্য। কিন্তু এই অন্যায্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মানুষকে কিছু বোঝালাম না, আর বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করতে বন্‌ধ ডাকলাম তা ঘোরতর অপরাধ। এই অপরাধমূলক কাজ বা আন্দোলন কারও অধিকার হতে পারে না।" তাঁর প্রশ্ন, অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আন্দোলন করেন, তাঁরা কেন তাঁদের বিরুদ্ধে বন্‌ধ ডাকবেন?

এস ইউ সি এবং নকশালপন্থী লিবারেশনদের পাল্টা প্রশ্ন, অনিলবাবু বন্‌ধের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কে? ন্যায্য বা অন্যায্য ঠিক করারই বা তিনি কে? প্রভাসবাবু বলেন, "বামফ্রন্টকে হেয় করতে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে না। যে ভাবে তাঁরা বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করছেন, যে ভাবে অপরাধীরা তাঁদের হয়ে কাজ করেন, তাতে বামপন্থী হিসাবে মানুষের কাছে অনেক দিন আগেই তাঁরা হেয় হয়েছেন।" প্রভাসবাবুর বক্তব্য, "আমরা অপরাধী কি না ১৭ নভেম্বর জনগণ বিচার করবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ওদের ডাকা বন্‌ধে সরকারি কর্মীদের অফিসে যাওয়ার ব্যাপারেও কি নির্দেশ জারি হবে? কিংবা অফিস না গেলে মাইনে কাটার নির্দেশ দেওয়া হবে?" দুই বাম দলেরই বক্তব্য, তাঁদের দাবিকে সি পি এমের কর্মী-সমর্থকেরা সমর্থন করছেন বলেই বন্‌ধ ডাকাকে অনিলবাবু 'অপরাধমূলক কাজ' বলছেন। আর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশ ছাড়া সি পি এমের সঙ্গে তাঁরা কখনও যাননি।

অনিলবাবু বলেন, ১৭ ও ২২ নভেম্বর বন্‌ধের দিন মানুষ যাতে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে যায়, তার জন্য সি পি এমের তিন কোটি কর্মী-সমর্থক সোমবার ও মঙ্গলবার রাজ্যের সর্বত্র প্রচার অভিযান চালাবে। সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বোঝান হবে, হাট-বাজার, দোকান-পাট সব যেন খোলা থাকে। অনিলবাবুর আবেদন, "বন্‌ধের দিন কাজে যোগ দিতে আপনারা নির্ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন।" তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্ট সরকার, বামপন্থী আন্দোলন এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্র-বিরোধী যে আন্দোলনের ডাক সি পি এম দিয়েছে তাকে হেয় করতেই এস ইউ সি এবং নকশালরা বন্‌ধ ডেকেছে। ৩ ডিসেম্বর তৃণমূলের ডাকা বনধের বিরুদ্ধেও তাঁর একই অভিযোগ।

বিশ্বের বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত পড়া সত্ত্বেও বামেদের দাবি মেনে এখনও কেন্দ্রীয় সরকার তেলের দাম না কমানোয় সি পি এম নিশ্চিত ভাবেই রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে। গ্যাস ও তেলের দাম কমানোর ব্যাপারে ইউ পি এ জোট ও বামেদের যে বৈঠক দিল্লিতে হওয়ার হওয়ার কথা ছিল তা এখনও হয়নি। অন্য দিকে, তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে রাজ্যে পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে বাস ও ট্যাক্সি মালিকরা ইতিমধ্যেই ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন। তার ফলে সি পি এম যে বেশ বেকায়দায় পড়েছে অনিলবাবুর কথাতেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "এই ইউ পি এ সরকার কতটা করতে পারে, কতটা পারে না, সভা করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা মানুষকে বোঝাতে হবে। বামপন্থীদের সঙ্গে এই সরকারের সমন্বয়ের কথা হলেও তারা যে এক তরফা ভাবে দাম বাড়িয়েছে, তা মানুষকে বোঝাতে হবে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও বোঝাতে হবে। আমাদের বিকল্প কথাও মানুষকে জানাতে হবে।"

দুই ছোট বামদলের ডাকা বন্‌ধ নিয়ে এত প্রচার করার কী আছে? জবাবে অনিলবাবু বলেন, "কে ছোট, কে বড় তা বড় কথা নয়। বিষয়টির রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। তাই প্রচার আন্দোলন করতে হবে।" তিনি বলেন, বন্‌ধ মানেই ঘরে বসে থাকার পরিবেশ। এতেই মনে হয়, যেন বন্‌ধ সফল। তা যাতে না হয়, তা সব বামকর্মীকে দেখতে হবে।

THE STATESMAN

Caught between two compulsions

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Nov. 13. — Caught between two compulsions — supporting the government at the Centre and maintaining its propeople image in the state — the CPI-M has decided to use propaganda to stop SUCI, CPI-ML (Liberation) and Trinamul Congress from getting any political mileage out of the bandhs they have called against hike in the prices of petrol, diesel and LPG.

The CPI-M and its Left Front partners will deploy cadres and workers of all frontal organisations to "convince people" to defy the bandhs and at the same time understand the "characteristics" of the secular coalition government in Delhi.

"The UPA government did the wrong thing by hiking the prices. But calling bandhs on the issue is also wrong. This is a conspiracy to sabotage the Left movement in the state, the Left ideology and the Left Front government," CPI-M state secretary Mr Anil Biswas said today, even as he ruled out any confrontation on the streets between bandh supporters and those who oppose it.

Asked what made the state's largest political party to get so concerned over a bandh called by such small outfits as the SUCI and the CPI-ML (Liberation), Mr Biswas said: "Its is not a question of who is small and who is big. We have to tell the people what the UPA can deliver and what it cannot. On one one hand we have to tell the people that hiking the price was autocratic, while on the other we have to justify why we need to support the UPA. All Left minded people in West Bengal should oppose the bandhs".

The mass campaign, to be carried out by Left Front workers in "every neighbourhood, school, office and market", will start on 15 November and continue till the last bandh called by the Trinamul. "But our cadres will not be on the streets during the bandhs," Mr Biswas said.

Interestingly, Mr Biswas was silent on the Calcutta High Court's asking the government to deduct the salary of those employees who won't come to office on 17 November.

"The government will look into that," he said.

HC order puts Trinamul in a fix

The Trinamul Congress is in a fix over the Calcutta High Court direction to the state government to declare the *bandh* called by the Suci on 17 November as illegal.

The Trinamul is going ahead with its preparations for the *bandh* it has called on 3 December to protest against the hike in the prices of petroleum products, including cooking gas.

The SUCI's bandh is also on the same issue.

The Trinamul general secretary, Mr Mukul Roy, today echoed his party chief, Miss Mamata Banerjee's stand that the Trinamul is not in a position to comment on the situation arising out of the court's direction "without going into the details of the order".

In effect, the Trinamul is trying to dodge the issue and buy time to see how the state government goes about implementing the court's direction.

The state chief secretary has already issued a circular to different state departments asking them to ensure that absenteeism on the day of the bandh goes punished through deduction of a day's salary as ordered by the court.

The Trinamul's dilemma stems from the fact that it has time and again taken the high moral ground that it is opposed to the bandh culture for the simple reason that it "impedes development".

Moreover, the main target of its opposition to bandhs is the CPI-M, which paralyses the state whenever it calls a bandh. This, according to the Trinamul, is possible because these bandhs are "state-sponsored".

But, this time around the Trinamul is desperate to go ahead with its bandh call, since the emotive issue of "a price war taken to the kitchen" gives it the much needed excuse to reorganise its forces in total disarray following its rout in the Lok Sabha polls.

This explains Miss Banerjee's tactic to skirt the questions raised by the court direction with evasive answers.

14 NOV 2004

দশ দিন টানাপোড়েনের শেষে মুক্ত দুই ফুটবলার

স্বাধীন ভাবে ঘুরতে বাধা নেই ষষ্ঠী, দীপঙ্করের

নিজস্ব সংবাদদাতা: উৎকণ্ঠিত কয়েকটি মুখ হাইকোর্টের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছিল মঙ্গলবার সকাল থেকেই। এজলাসে বার বার ঢুকছিল। এক সময় মোবাইল ফোনে নম্বর ডায়াল করতে করতে এজলাস থেকে বেরিয়ে এলেন ওঁরা। হাসি হাসি মুখ। ব্যাপারটা কী? অবশেষে জামিন পেলেন ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে এবং দীপঙ্কর রায়।

হাইকোর্ট থেকে মুহূর্তে মোবাইলে খবর পৌঁছে গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলের দোরগোড়ায়। খবর গেল দিল্লিতে, গোটা দল যেখানে উৎকণ্ঠা নিয়ে ডুরান্ড ফাইনালের অপেক্ষায়।

রবিবার ব্যারাকপুরের আদালত ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলারের জামিন নাকচ করে দিয়েছিল। দু'জনকে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। তবুও কেন জামিন হল না, সেই প্রশ্ন তুলে সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন করা হয়েছিল দুই ফুটবলারের পক্ষে। মঙ্গলবার ওই বেঞ্চ রায় দিতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেয়নি। দু'জনকে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেয় হাইকোর্ট। শর্ত হিসাবে শুধু বলা হয়েছে, তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে সপ্তাহে এক দিন দেখা করতে হবে। কলকাতা বা রাজ্য ছাড়ার ব্যাপারে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। অর্থাৎ, দুই ফুটবলার স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবেন।

গত ২৮ অক্টোবর গভীর রাতে ষষ্ঠী দুলের হরিপালের বাড়ি থেকে পুলিশ হাত-কাটা দিলীপকে গ্রেফতার করেছিল। পরদিনই ষষ্ঠী ও দীপঙ্কর কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে যান। ১ নভেম্বর তাঁরা ফিরে আসেন কলকাতায়। ওই দিন সারা রাত উত্তর বিধাননগর থানায় আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরদিন সকালেই গ্রেফতার করা হয় দু'জনকে। ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে তাঁদের পাঁচ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাঁচ দিন পরে রবিবার ব্যারাকপুর আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেন ষষ্ঠী ও দীপঙ্কর। সেই আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় আদালত থেকেই তাঁদের পাঠানো হয়েছিল দমদম সেন্ট্রাল জেলে। এক মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়েছিল দুই ফুটবলারকে। পরের মঙ্গলবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের গাড়িতে ক্লাব তাঁবুতে ফিরলেন দু'জনে।

দুই ফুটবলারকে ছাড়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ তৈরি হওয়ায়

এর পর ছয়ের পাতায়

ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে ফুলের মালায় স্বাগত সমর্থকদের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। — উৎপল সরকার

জেল থেকে বেরিয়েই টেলিফোন ভাইচুংকে, আমরা ভাল আছি

স্টাফ রিপোর্টার: কালীপুজো, ভাইফোঁটা আর মাথায় নেই। জেল থেকে বেরিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাঁবু হয়ে যখন বাড়ি যাচ্ছেন ষষ্ঠী দুলে-দীপঙ্কর রায়, তখন রাস্তা দিয়ে প্রচুর কালী প্রতিমা যাচ্ছে মণ্ডপে। সে দিকে আর মন নেই। গাড়ির কাঁচ তোলা।

মারাত্মক ক্লান্তির মধ্যে এখন তাঁরা একটা কথাই বেশি করে বলছেন। অনুশীলনে নামার। রাত আটটা নাগাদ ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে দীপঙ্কর যখন মৃদু গলায় বললেন, "দু'একদিনের মধ্যে অনুশীলনে নামতে চাই", তখন পাশে দাঁড়ানো সমর্থকদের মুখে চিৎকার। "ষষ্ঠী, দীপঙ্কর আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি"। রাজনৈতিক স্লোগানের মতোই। কিন্তু অনেক আন্তরিক।

ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর সামনে লাল হলুদ পতাকাটা উঁচু করে ধরেছিল কিছু সমর্থক। এক জনের হাতে দু'টো মালা। রাত সাড়ে সাতটা। অপেক্ষারত কয়েক জন সমর্থকের হাতে মালা। গেটে পোস্টারও একটা পড়েছে 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী'র কাছে আবেদন হিসাবে। 'চক্রান্তকারীদের শাস্তি চাই।' ওই লাল হলুদ পতাকার নীচে দিয়ে নাটকীয় ভাবে দুই ফুটবলারের প্রবেশ। চেহারাটা পাল্টে দিয়েছে এক গাল দাড়ি। এমন চিৎকার চার দিকে, দল বদলে নতুন তারকা ক্লাবে সই করলেই হয়। ফারাক একটাই। ভিড়ে ষষ্ঠীর দাদা, দীপঙ্করের বাবা জড়োসড়ো।

ষষ্ঠী প্রচণ্ড চুপচাপ। দীপঙ্কর একটু বেশি হাসিখুশি। ছটফটে। ক্লাব তাঁবুর লাউঞ্জে তাঁদের জন্য রাখা ছিল দু'টো চেয়ার। ওঁরা এসে বসতেই কর্তাদের পক্ষ থেকে ধরিয়ে দেওয়া হল ছাপানো এক বিবৃতি। "আমরা ফুটবলার, দুর্ভাগ্যবশত অবাঞ্ছিত ঘটনায় পুলিশি অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়ে জামিনে মুক্ত হলাম। শুনেছিলাম, ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়ের পাশে থাকে। জীবনের চরম দুঃসময়ে উপলব্ধি করলাম এর সত্যতা।" অন্য কোনও প্রশ্ন হলেই বলছিলেন, "এ নিয়ে কিছু বলার নেই"। মিনিট চারেক ছিলেন সেখানে। ওঠার আগে দীপঙ্কর বলেন, "ফুটবল খেলেই আমরা জবাব দিতে চাই"। আবার চার দিকে হাততালি। কর্তারা এ বার তাঁদের তুলে দিলেন 'অনেক হয়েছে' ভঙ্গিতে।

সামান্য আগে, দমদম সেন্ট্রাল জেলের গেটে শিউলি আর সেগুন গাছের প্রায়ান্ধকারে সমর্থকদের ভিড়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। হাতে দুটো মালা। শালপাতায় মোড়া দুটো দরবেশ। এক জেলকর্মী তখন সেই ভিড়ে শোনাচ্ছেন, আজ জেলে কী খাবার ছিল দুই ফুটবলারের। দেড়শো গ্রাম ডাল, দুশো গ্রাম ভাত এবং সবজি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাখিরা সব ফিরে আসছে জেলখানার আশপাশের গাছে। অথচ দুই ফুটবলারের বাড়ি ফেরার অনুমতি আসছে না। অধৈর্য হয়ে উঠছে সবাই। বিশেষ একটা সময় পেরিয়ে গেলে আর এ দিন ওঁরা ছাড়া পাবেন না। এই সময়ই, ব্যারাকপুর আদালত থেকে বিরাটির একটা অ্যাম্বুল্যান্সে করে, ইস্টবেঙ্গল কর্তা ও আইনজীবীদের প্রবেশ। সঙ্গে কাগজপত্র। দীপঙ্কর, ষষ্ঠীরা ভিতরে তখন জেলের সুপার ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

এর বহুক্ষণ বাদে ফুলের মালা পরিয়ে দুই ফুটবলারকে নিয়ে কর্তারা যখন গাড়িতে তুলছেন, সেই মালা ও দরবেশ হাতে ছুটে গেলেন সেই বয়স্ক ব্যক্তি। ভিড়। ধাক্কাধাক্কি। ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ। পরানো হল মালা। গাড়ির জানলার কাচ তুলে এক অচেনা তরুণকে ষষ্ঠীদের বলতে শোনা গেল, "আমি মোহনবাগান সমর্থক। কিন্তু তোমাদের পাশে দাঁড়াতে এখানে এসেছি। তোমরা যেন আর এ রকম ঝামেলায় না পড়।"

টাটা সুমোতে ইস্টবেঙ্গল মাঠের দিকে যেতে যেতে ঠিক কী কী মনে হচ্ছিল ষষ্ঠীদের? বারবার ফোন আসছে প্রচুর লোকের। নানা উপদেশের মধ্যে প্রধান একটাই—"এখন যেন পুলিশের নামে একটা কথাও বলা না হয়।" যে মাঠে তাঁদের নামে জয়ধ্বনি উঠেছে

এর পর ছয়ের পাতায়

জেল থেকে বেরিয়ে টেলিফোন ভাইচুংকে

প্রথম পাতার পর

বারবার, সেই যুবভারতীর পাশেই বাইপাসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল দু'জনের গাড়ি। ওখান থেকেই ফোনে ভাইচুংকে ধরলেন ষষ্ঠী। ছাড়া পেয়ে বাড়ি যাওয়ার খবরটা দিতে। তার পরে ফোনটা দিলেন দীপঙ্করকে। "ভাইচুং ভাই, আমরা ভাল আছি।" বলার পরে দীপঙ্কর খোঁজ নিলেন, "কোচ কি দিল্লি চলে গিয়েছেন?" সামান্য বাদে যে ছাপানো বিবৃতি ওঁরা তুলে দিলেন, তাতে 'খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ানোর জন্য' দু'জনকে আলাদা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁরা। সুভাষ ভৌমিক ও ভাইচুং ভুটিয়া।

যুবভারতীর সামনের রাস্তায় বহু গাড়ি চলে যাচ্ছে। তাঁরা কেউ দেখতেও পেলেন না, গত কয়েকদিন কলকাতার সবচেয়ে দুই আলোচিত চরিত্র সেখানে অন্ধকারে বলে। দুই ক্লাবকর্তা আশিস সরকার, কল্লোল বসুর পাশে বসে ষ বলছিলেন, "আজ রাতেই বাড়ি যা মা খুব কান্নাকাটি করছেন।" কবে প্র্যাকটিসে নামবেন? দীপঙ্কর বললেন, "ক্লাব যে দিন বলবে।" ফেডারেশন কাপে খেলবেন? দীপঙ্কর: "আমি ক্লাবকে আগেই বলেছিলাম, বোনের বিয়ের জন্য খেলা হবে না। এখন দেখি কী করা যায়।" জেলে কাগজ পেতেন? এ বারও ষষ্ঠীর বদলে দীপঙ্করই জবাব দেন, "হ্যাঁ, পেতাম।" ওখানেই কে একজন বললেন, তাঁদের সঙ্গী সঞ্জীব ও রাজীবকে জেল হাজতে রাখতে বলেছে আদালত। শুনে দু'জনেই চুপ। জীবনের শেষ নয় দিনের এক্‌টা কথাও আজ নয়। আর নয়।

জেল, থানা, আদালত, লক আপ—এই দুঃসহ ছবিগুলো ষষ্ঠী-দীপঙ্করেরা খুব তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে চান তাঁদের জীবন থেকে।

ঘুরতে বাধা নেই ষষ্ঠীর

প্রথম পাতার পর

পুলিশ চাইছিল ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার জামিন পেয়ে যান। এদিন হাইকোর্টে মামলার তদন্তকারী অফিসারের বয়ানে তা পরিষ্কার হয়েছে। তদন্তকারী অফিসার এদিন ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতিকে বলেন, ষষ্ঠী দুলে ও দীপঙ্কর রায়কে জেরা করার দরকার থাকলেও তাঁদের আর আটক রাখার দরকার নেই। তদন্তকারী অফিসারের এই কথা শোনার পর বিচারপতি নুরে আলম চৌধুরী ও বিচারপতি অলক বসু ডিভিশন বেঞ্চ দুই খেলোয়াড়ের জামিন মঞ্জুর করে দেন।

শুনানির শুরুতে খেলোয়াড়দের আইনজীবী জয়মাল্য বাগচি বলেন, পুলিশ সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এই দু'জনকে আটক রেখেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে, তা জামিনযোগ্য। জামিনযোগ্য অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কাউকে আটক রাখতে পারে না। তাছাড়া, পুলিশ নিজেই স্বীকার করেছে, সল্টলেকের নয়াপট্টিতে জলসার রাতে খুনের পর হাত-কাটা দিলীপের সঙ্গে ষষ্ঠী বা দীপঙ্করের পরিচয় হয়েছে। কাজেই খুনের ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। এতদিন তাঁদের জেরা করে, তদন্ত করে পুলিশ যা পেয়েছে তা গ্রেফতারের আগেই তারা জেনেছিল। জয়মাল্যবাবুর অভিযোগ, ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি আইনজীবীর কাছে জানতে চান, এই মামলার তদন্তকারী অফিসার হাজির আছেন কি না। তদন্তকারী অফিসার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আদালত জামিনের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। তদন্তকারী অফিসার জানিয়ে দেন, ষষ্ঠীদের আটক রাখার দরকার নেই।

10 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

সতেরো দিনে তিনটি

পশ্চিমবঙ্গ পড়িয়া আছে পশ্চিমবঙ্গেই। মাঝে-মধ্যে সরকারের, বিশেষত মুখ্যমন্ত্রীর কিছু সুভাষিত শুনিয়া বিভ্রম হয়, বুঝিবা ঈশ্বরপরিত্যক্ত এই রাজ্যটিতে অচলাবস্থার অন্ধকার ঘুচিয়া উন্নয়নের সূর্যোদয় ঘটিতে চলিয়াছে। মনে হয়, যেন আলস্য, অবসাদ, কর্মবিমুখতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া রাজ্য তাহার অমিতপরিমাণ নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করিতে উদ্‌গ্রীব। যখন দেশ ও দুনিয়ার বৃহৎ শিল্পমালিক ও বণিকরা সমবেত হইয়া রাজ্যের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বর্ণসম্ভাবনা লইয়া প্রগল্‌ভ হন, রূপান্তরের কাণ্ডারি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চ প্রশংসায় মুখর হন, তাঁহাদের সহিত রাজ্যের লগ্নি প্রকল্পের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তখন সেই বিভ্রম এই হতোদ্যম জাতির আশাবাদকেও কতকটা উস্কাইয়া দেয়। কিন্তু বিভ্রম ঘুচিতেও দেরি হয় না। কেননা সকল আশা ও সম্ভাবনা বানচাল করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের তাড়নায় আন্দোলনের নামে অচলাবস্থার আবাহন করে, ডাকিয়া বসে বাংলা বন্‌ধ। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এ ধরনের তিন-তিনটি বন্‌ধ-এর ডাক সেই হতাশারই পুনরুচ্চারণ। ইহা আরও এক বার প্রতিপন্ন করে, প্রবাদোক্ত কালিদাস নিঃসন্দেহে বাঙালিই ছিলেন। যে-ডালে বসিয়া আছেন, স্বহস্তধৃত কুঠারাঘাতে সেই ডালটিই কাটিয়া ফেলার মূঢ়তা ভারতের আর কোনও ভাষাভাষী গোষ্ঠী এ ভাবে অনুশীলন করে না।

সতেরো দিনে তিনটি বাংলা বন্‌ধ। দাবি বা প্রতিবাদের উপলক্ষ কিন্তু একই। তবু আলাদা-আলাদা দিনে কেন? কারণ প্রতিটি দলকেই দেখাইতে হইবে, সে শক্তিমান, একার শক্তিতেই একটা আস্ত কাজের দিন অকেজো করিয়া দিতে পারে। যেন কত বাহাদুরির কাজ! এই দলগুলির মধ্যে যেমন এস ইউ সি আছে, বিধানসভায় দুইজন জনপ্রতিনিধিকেও যাহারা অতি কষ্টে পাঠাইতে পারে, তেমনই আছে সি পি আই (এম-এল)-এর একটি অকিঞ্চিৎকর গোষ্ঠীও, পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যাহারা প্রার্থীদের জিতাইতে পারে না। তৃতীয় দলটি তৃণমূল কংগ্রেস, 'নীতিগত ভাবে বন্‌ধ-এর বিরোধী' যে-দলটির এ বছর এটি তৃতীয় বন্‌ধ, যে-দল ক্রমেই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা উত্তরোত্তর প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, অথচ তাহা হইতে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করিতেছে না। তবু হয়তো এই সব কয়টি বন্‌ধ-ই 'সফল' হইবে। কারণ, জনসাধারণ এখনও 'স্বতঃস্ফূর্ত' বন্‌ধ সফল করিতে রাজনীতিকদের অবলম্বন করা পদ্ধতিগুলিকে ভয় পান, এখনও এক দিনের সবেতন ছুটি উপভোগের এমন চেষ্টারহিত সুযোগ হেলায় হারাইতে প্রস্তুত নন। জনসাধারণের তরফে এই নিশ্চেষ্টতাই বন্‌ধ-এর আহ্বায়কদের সাহসী করিয়া তোলে। ইদানীং অবশ্য কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বন্‌ধ-এর দিনেও কাজে যাইতে বাড়ির বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের সংখ্যা যত দ্রুত বাড়িবে, বন্‌ধ-এর স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্যের দাবি তত কমিবে।

রাজ্যের শাসক বামফ্রন্ট বন্‌ধগুলির বিরোধিতার শপথ উচ্চারণ করিয়াছে। এই উচ্চারণের যথেষ্ট নৈতিক বৈধতা নাই, কেননা বন্‌ধকে বহুব্যবহার্য রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করার সংস্কৃতিটি বামফ্রন্টেরই। তাই অনিল বিশ্বাস মহাশয় যখন তাঁহারা বরাবরই বন্‌ধ-বিরোধী বলিয়া বাগাড়ম্বর করেন, তখন তাহাকে নির্জলা অনৃতভাষণ রূপে শনাক্ত করিতে অসুবিধা হয় না। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধতা লইয়া অন্য প্রশ্নও ওঠে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁহারাও রকমারি আন্দোলনের কর্মসূচি তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন কমতির দিকে, এ সময় সরকার দাম বাড়াইল কেন? দশ টাকা বাড়িয়া এক টাকা কমিলে তাহা যে সার্বিক হ্রাস নয়, এই সরল পাটিগণিতটি তাঁহারা এড়াইতে চাহেন। অথচ বালকেও বুঝে, অঙ্কের হিসাবে সরকারের বাড়ানো দর আমদানিকৃত পেট্রোপণ্যের আন্তর্জাতিক দরের তুলনায় অনেক কম। তবু দর্শকাসনের দিকে তাকাইয়া যাঁহাদের খেলিতে হয়, দলের ভিতরে-বাহিরে গণমুখী হিসাবে যাঁহাদের নিয়ত আত্মপরিচয় ঝালাইয়া লইতে হয়, তাঁহাদের এই লড়াই-লড়াই ভাব করা ছাড়া কীই বা করার আছে? শাসনক্ষমতায় দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠানের ফলে বিরোধী দলের অনুরূপ আচরণ করার এই তাগিদ আরও বেশি। আর তাই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁহাদের শামিল হইতে হয়। এই বৃদ্ধির নিরুপায়তা বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার বদলে তাঁহারা শস্তা ময়দানি বিরোধিতার গড়াপেটা খেলেন।

10 NOV 2004 ANANDABAZAR PATRIKA

Planning boss says he's on great terms with the Left

Montek pat for state

A STAFF REPORTER

Calcutta, Nov. 9: The day Bengal bagged the biggest foreign direct investment in housing, the government also got a pat from somewhat unexpected quarters — the Planning Commission.

"The state's strong point is agriculture. We hear that interest among investors is also rising and that is a positive sign," said Planning Commission deputy chairman Montek Singh Ahluwalia.

He was in the city for consultations on mid-term appraisal of the tenth five-year plan.

If praising the government for a good show was not enough, the economist-turned-bureaucrat, who was at the centre of a controversy that threatened to sour relations between the United Progressive Alliance government and the Left, also praised Left leaders for their pragmatic approach.

"I have a great working relationship and nice understanding with them," Ahluwalia said after his hour-long meeting with chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.

From seeking central assistance to tackle urban unemployment to suggesting a Look East policy for growth and development of the region, Bhattacharjee rolled out a detailed wish list before Ahluwalia.

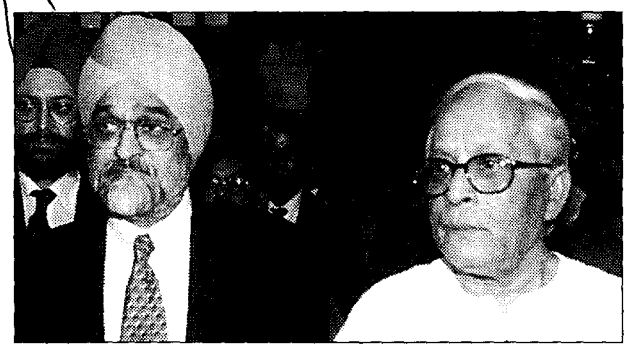

Ahluwalia with Bhattacharjee. Picture by Amit Datta

The chief minister also raised the issue of river bank erosion and sought funds to stem the crisis. "We have presented our case before them and we expect the commission to initiate steps," Bhattacharjee said after the meeting.

On Bengal's growth — hovering around 7 per cent — Ahluwalia said the figures are impressive, but the state of finances was a matter of "concern".

"Revenue generation has remained a weak area and so is the case with the debt burden. But the situation is more or less the same for all states."

Ahluwalia also met the chief ministers of Orissa and Jharkhand — Naveen Patnaik and Arjun Munda — and Jagdanand Singh, the Bihar water resources minister, today.

Bengal finance minister Asim Dasgupta blamed high interest rate — 11.5 per cent — for the state's rising interest burden and suggested that the Centre bring it down to 6.5.

Ahluwalia said: "In principle, we don't have problems. But the Finance Commission is looking into it and we will take up the matter after we get its report in mid-November."

10 NOV 2004 THE TELEGRAPH

THE TELEGRAPH 10 NOV 2004

Foreign funds find Bengal home

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee being shown a model of the planned township in west Howrah by its Indonesian promoters. Picture by Amit Datta

A STAFF REPORTER

Calcutta, Nov. 9: Three hundred and fifty million dollars and three laudatory adjectives should count for a good day in office for any chief minister but for Buddhadeb Bhattacharjee they represent the first investment breakthrough of his reign.

Two Indonesian companies will build a township in west Howrah at a cost of $350 million. Plans were also announced for a two-wheeler plant, a coal-mixing project and a golf course — all three to be funded by Indonesian companies.

The Salim and Ciputra groups are coming together to construct the township over 400 acres, a project that has progressed the farthest among the plans mentioned today by the chief minister.

Flanked by Benny Santoso of the Salim group and I.R. Ciputra of Ciputra, Bhattacharjee said: "This is the country's first FDI-funded project in a township and we have completed all the formalities."

It is also the country's largest foreign investment in housing.

To be developed by Beyond Limit International Ltd — the joint venture company set up by the two Indonesian firms to implement the project — the township, christened Calcutta West International City, will have 6,800 residential buildings, a commercial complex, health centres and entertainment zones.

"The project will be completed in 10 years and will be home to around 1,50,000 families," Bhattacharjee said.

With the tinkle of investment came the praise. "Fast, proactive and forward-looking" — that's how the chief minister and his government were described by the foreign investors.

Both Santoso and Ciputra, heading conglomerates with an annual turnover in excess of $20 billion, said the chief minister was "friendly" to investors. Prasoon Mukherjee, the NRI who had worked as the link between the government and the two companies, said the most important facilitator in the investment was "the chief minister".

"We are glad to get this opportunity in West Bengal, where the concept of market economy is just three years old," said Ciputra.

To "market economy", Bhattacharjee has added the "human face" by insisting that some of the land in the township be kept aside for housing for the poor. "They have agreed to our proposal of earmarking 5 to 7 per cent of the land to develop low-cost housing for people below the poverty line," he said.

The chief minister said Indonesian interest would not be restricted to real estate alone.

"The Salim group is planing to set up a two-wheeler manufacturing unit in Haldia... (The) Bakri group wants to invest in a coal-mixing plant and the Ciputra group is keen to develop an international standard golf course."

New Year's Day has been set as the kick-off date for work on the township. "We believe we can deliver international standard commercial and residential complex to the people of West Bengal," said Santoso.

It was the chief minister's lucky day in more ways than one. Visiting the city, Montek Singh Ahluwalia, the deputy chairman of the Planning Commission, said: "We hear investors are getting interested in Bengal and that is a good sign." **(See Page 13)**

নতুন উপনগরী : আজ জমির দাম রাজ্যকে

বেনি, চিপুত্রাকে সাদরে মঞ্চে ডেকে নিলেন বুদ্ধ

আজকালের প্রতিবেদন: উড়ালপুলের উদ্বোধন করতে এসে বেনি সানতোসো ও চিপুত্রাকে মঞ্চে ডেকে এনে পাশে বসালেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বাইপাসে চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উদ্বোধন করেন। সেখানেই এসেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম এই দুই বিশিষ্ট শিল্পপতি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অনাবাসী শিল্পোদ্যোগী প্রসূন মুখার্জিও। অতিথিদের আসনে বসে থাকতে দেখে বেনি ও চিপুত্রাকে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, পশ্চিম হাওড়াতে উপনগরী গড়ে তুলতে আড়াই হাজার কোটি টাকার এক বড় মাপের রাজ্যের প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এই দুই শিল্প গোষ্ঠী। আজ, মঙ্গলবার সেই জমির দাম বাবদ প্রথম পর্যায়ে ২০ কোটি টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন ইন্দোনেশিয়ার শিল্পপতিরা। তার জের টেনে এদিন চিংড়িঘাটার ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই শিল্প হোক। পুঁজি বিনিয়োগও। শিল্প আসছে। বিনিয়োগও হচ্ছে। দুর্গাপুরে ইস্পাত শিল্পে জিন্দাল গোষ্ঠী বিনিয়োগ করছে। প্লাস্টিক, কৃষিভিত্তিক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। তাই শিল্পায়নের স্বার্থে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মাত্র ২০ মিনিটে দমদম বিমানবন্দর থেকে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছনো যাবে, এমন ব্যবস্থা করতে চাইছি আমরা। মহানগরীতে উড়ালপুল তৈরির গুরুত্ব এজন্যই। দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, রাজ্যে শিল্পায়নের পরিকাঠামো নেই, তাই বিনিয়োগ আসছে না— এমন সমালোচনার মুখে পড়তে হয় রাজ্য সরকারকে। এর জবাবও এদিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পরিকাঠামোর উন্নয়নই তাঁর মূল লক্ষ্য, তাও বুঝিয়ে দেন বক্তৃতায়। তিনি বলেন, সল্টলেকে এক ইঞ্চিও আর জমি নেই। অথচ অনেকেই চাইছেন। আরও অনেক ছোট উপনগরী গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিম হাওড়াতে এ ধরনের বেসরকারি উদ্যোগে উপনগরী তৈরিও এ দেশের প্রথম বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকরণেও এইদিন এ ব্যাপারে তিন শিল্পপতি চিপুত্রা, বেনি সানতোসো এবং বুদিয়ার্সা রাজ্যের চার মন্ত্রীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নিরুপম সেন, পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যও। নব মহাকরণে তাঁরা বৈঠক করেন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন অনাবাসী শিল্পপতি প্রসূন মুখার্জি। পরে চিপুত্রা, বেনি সানতোসো এবং বুদিয়ার্সা জানান, নতুন উপনগরীর জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৩৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করছেন তাঁরা। ৪০০ একর জমির ওপর ৬,৮০০টি বাংলো হবে। এ ছাড়া

এরপর ৩ পাতায়

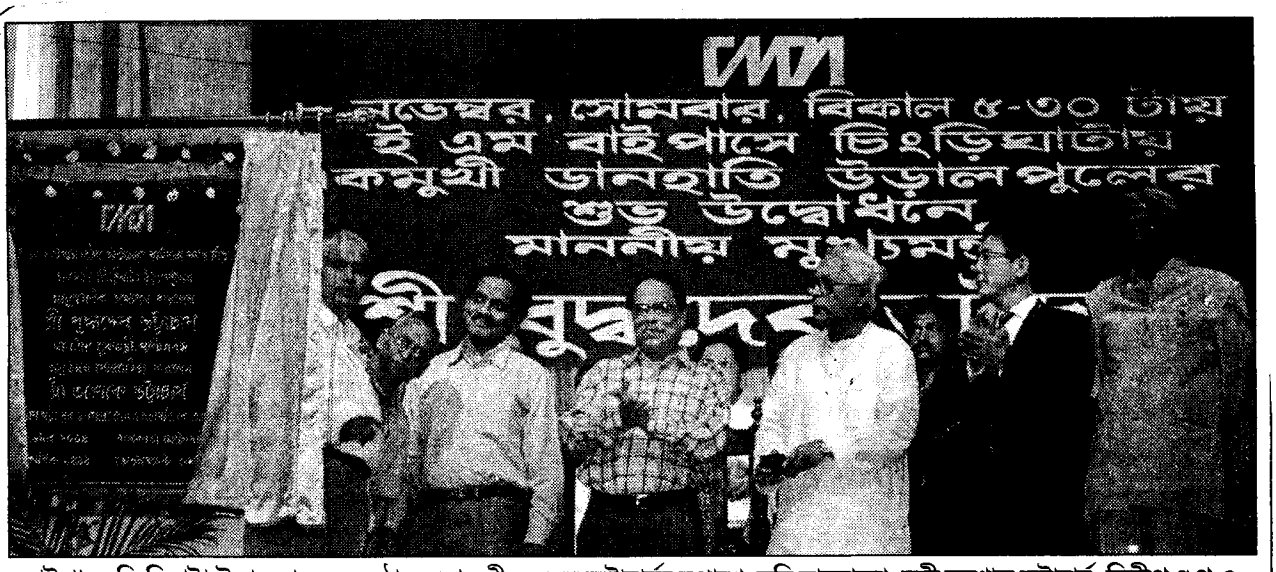

বাইপাসে চিংড়িঘাটা উড়াল পুলের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর দুপাশে বেনি সান্তোসো, মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, দিলীপ গুপ্ত ও আরবান ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্র চুনরি। ছবি: অমিত ধর

নতুন উপনগরী : আজ জমির দাম রাজ্যকে

১ পাতার পর

থাকবে দোকান, বাজার, হাসপাতাল এবং স্কুল। নাম দেওয়া হয়েছে কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি। নতুন উপনগরীর কাজ শেষ করতে তিন-চার বছর সময় লাগবে। এদিন তাঁরা ডানকুনি, পশ্চিম হাওড়ার নতুন উপনগরীর এলাকা ঘুরে দেখেছেন। সঙ্গে ছিলেন কে এম ডি এ-র সি ই ও আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার শিল্পপতিরা জোকা, আমতলা, রায়চকে যাবেন। এখানে গল্‌ফ কোর্স করার ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহী। এদিনই সন্ধ্যায় পশ্চিম হাওড়ায় এই নতুন উপনগরীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও হল আই টি সি সোনার বাংলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। রাজ্য সরকার ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে সালিম ও চিপুত্রা গোষ্ঠীর বিয়ন্ত লিমিট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (বি এল আই এল) এই উপনগরী গড়ে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চীন-সহ আরও কয়েকটি দেশে উপনগরী তৈরির সুখ্যাতি রয়েছে বেনি ও চিপুত্রার। বুদ্ধদেব বলেন, দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্যবস্থা চাই। এটা গতির যুগ। কত কম সময়ে পৌঁছতে পারব, তাই দেখতে হবে। আমরা চাই ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বিমানবন্দর থেকে কলকাতায় ঢুকে পড়তে। আর রাজ্যের এই ভাবনায় শুধু উড়ালপুল নয়, রাস্তাঘাট, নতুন উপনগরী থেকে রাজারহাট-সল্টলেকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পও রয়েছে বলে জানান। গড়িয়া থেকে সোনারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত উপনগরী গড়ে তুলে নতুন 'স্বাস্থ্যনগরী'র পরিকল্পনাও রয়েছে রাজ্য সরকারের। রাজারহাট থেকে গঙ্গার নিচ দিয়ে রামরাজাতলা পর্যন্ত মেট্রো রেল চালুর প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। সল্টলেকের ৫ নম্বর সেক্টরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য জানান, রাস্তার উন্নতিতে ৬ কোটি টাকা খরচ হবে। দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা। টোল ট্যাক্সের মাধ্যমে ওই সংস্থা রাস্তার দেখাশোনা করবে। চিংড়িঘাটার নতুন এই উড়ালপুল নির্মাণে খরচ হয়েছে ৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা। সময় লেগেছে মাত্র দেড় বছর।

9 NOV 2004 AAJKAL

'Hunger death' alarm

ALAMGIR HOSSAIN

Hariharpara, Nov. 5: About 225 km from Calcutta, here in Murshidabad, five deaths in two months have rekindled the memories of Amlashol, West Midnapore.

Four of the dead in Hariharpara are tribals. The curse of hunger is so far said to have claimed victims from three villages, but its shadow hangs over several.

Local MLA Niamot Sheikh, an Independent, has written to chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and district magistrate N. Manjunatha Prasad, drawing their attention to the deaths at Hariharpara, Choa and Gaznipur.

"These people are very poor and backward and work as labourers in seasonal brick kilns. But, the kilns are closed now and they are out of job. Five people in the three villages have died of starvation and about 10 others are fighting for life. Healthcare is non-existent in these areas. The villagers are now living on wild roots and tubers and other things unfit for human consumption," Sheikh wrote. He also requested the chief minister to make immediate arrangement for food, funds and health check-up.

Sheikh visited the villages on receiving complaints of starvation. He said those dead are Makhanmal Paharia, 25, of Hariharpara, Lakshmanmal Paharia, 30, and Raheda Bibi, 35, of Choa and Budhanmal Paharia, 28, and Sadhanmal Paharia, 40, of Gaznipur.

About three months ago, the alleged starvation deaths of about half-a-dozen people at Amlashol had rocked Bengal. The chief minister had denied that the deaths were a result of starvation but admitted that "conditions of starvation" prevailed in the parts of West Midnapore.

Prasad has asked the Behrampore subdivisional officer to visit the villages tomorrow. He said: "I have also asked the block development officer to conduct a probe."

6 NOV 2004 THE TELEGRAPH

Manipulated drama

Alimuddin Street writes the script

The transfer of an efficient cop is Act Two of the arrest drama involving a dreaded criminal in which Alimuddin Street calls all the shots. It is revealing that the chief minister, also the police minister, shies away from queries on matters involving safety and security of citizens and on unflattering evidence against a colleague in his own cabinet, and leaves it to Alimuddin Street to pronounce judgment. While Anil Biswas gives the minister a clean chit even before an independent inquiry, Buddhadeb Bhattacharjee chooses to be discreet applying his mind more actively on matters like the international film festival starting next week.

That is one way of shedding the tension in coping with a defiant minister, factional feuds which have taken an alarming turn and the nexus with hardened criminals suspected to have been used during election time. As head of government, he should have been interested in cleaning up the mess and putting Humayun Kabir, who had tracked down the dreaded criminal and had distinguished himself in other operations against shady characters close to people in power, on the job. But the cop who performs is transferred to a harmless post in the Intelligence Branch. When everyone in the administration keeps emphasising this is a "routine transfer", that is suspicious enough.

It is clear, however, that matters of governance are sorted out at Alimuddin Street. That is where Subhas Chakraborty headed on Monday to meet the state secretary and emerged quite satisfied. That is where clean chits are given, transfer orders decided, appointments in key positions made and policy decisions taken for the chief minister downwards. In the circumstances, the inquiries ordered after every shocking revelation — from deaths in police custody to the hiring of criminals by CPI-M leaders — are no more than a joke.

Someone must have worked it all out even before the operation began and no inquiry will reveal the backstage war within the party that compels a police officer to be made a sacrificial goat for doing his duty. This is a message sent out for everyone in the administration who may have valued honesty and integrity. Humayun Kabir is a striking example of how a tough cop (or administrator) is liable to be toyed with by politicians — a game played equally well by Bal Thackeray, Mayawati and Anil Biswas.

In the latest saga of the police versus a curious mixture of crooks, footballers and politicians, some people have been targeted with ulterior motives, some signals have gone out but the games, to be sure, will go on and the party apparatus will remain undisturbed apparently because organisational elections are round the corner. All the time, state secretary Anil Biswas will wear an earnest look and keep stressing that Marxist principles are alive and kicking — adding insult to people's intelligence.

10 NOV 2004 THE STATESMAN

SASTHI, DIPANKAR IN POLICE REMAND

Plot cloud on footballers

Sasthi Duley (left) and Dipankar Roy being escorted to Barrackpore Court on Tuesday. — The Statesman (More reports on page 10)

Statesman News Service

KOLKATA, Nov. 2. — National footballer and East Bengal's star player, Sasthi Duley, and his teammate, Dipankar Roy, were today remanded in police custody till 7 November. Both have been accused of harbouring *hathkata* Dilip, an accused in the twin murders at Nayapatti in Salt Lake on 27 June.

The order was passed by Mr Arup Kumar Ghosh, fifth judicial magistrate of the Barrackpore SDJM Court. *Hathkata* Dilip was picked up from Sasthi Duley's Haripal residence. Dipankar Roy was accused of taking him there. While both were arrested earlier in the day, Sasthi's brother Uday was sommoned for interrogation this evening.

"We had appealed to the court to grant police custody to both the arrested persons under Sections 212 (harbouring offender), 216 (harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered) and 120B (criminal conspiracy) of the Indian Penal Code (IPC)," Mr Rajkumar Konar, assistant public prosecutor, said. "Since both Sasthi Duley and Dipankar Roy were directly involved in harbouring *hathkata* Dilip, it is clear that they were also part of the murder conspiracy at Nayapatti, for which, *hathkata* Dilip has been arrested and remanded in police custody under Section 302 of IPC."

Defence counsel submitted that since police had filed the chargesheet in the case of *hathkata* Dilip (case No. 91 of Bidhannagar East police station), no one else can be implicated in the same case. "Once the chargesheet is filed, it means that police investigation is complete. Moreover, there is also a jurisdiction problem as none of the accused players were arrested from areas coming under Barrackpore Court. As a result, there is no way that the bail plea moved by the defence be negated and police custody be granted," argued defence counsels, Mr Rabindranath Bhattacharyya and Mr Proloy Ghosh.

The assistant public prosecutor submitted that Section 173(8) of CrPC provides for re-investigation of a case, and both Duley and Roy can be implicated in the Nayapatti twin murder case for criminal conspiracy. The judge ruled that since the allegations are serious in nature, there is need for police remand.

Meanwhile, an East Bengal club member today said that the club hadn't had any extended opportunity to discuss with Sasthi Duley and Dipankar Roy the allegations against them even though, according to the club, the tainted duo spent the night after their return from New Delhi in the "club mess".

A statement issued after an evening conclave of the club's executive committee also said that East Bengal hoped the state administration would make sure no one was unduly harassed. Mr Debabrata Sarkar, executive committee member, however, denied that East Bengal, over the past few days, had launched an all-out bid to protect the pair. He also said that, contrary to the general impression of everything else in the club having come to a halt because of this affair, Mr Utpal Ganguly, Ever-Ready chief, had been spoken to about the release of former East Bengal player Jeremiah. Mr Subhas Bhowmick's journey to New Delhi for the Durand Cup was said to be uncertain.

Subhas unscathed?

KOLKATA, Nov. 2 — Mr Subhas Chakraborty is likely to come out of the *hathkata* Dilip controversy unscathed. While the CPI-M brass refused to say if they would take any action against the sports minister, most leaders are reportedly convinced that he wasn't involved in protecting the criminal.

The controversy has erupted just before the CPI-M state secretariat meeting on 5 November, and Mr Chakraborty has added to the party's pressure by raking up MP Mr Amitava Nandy's name while speaking to the media yesterday. He claimed to have advised Mr Nandy against using Dilip's services to "secure" votes during the Lok Sabha polls. Officially, however, the CPI-M cannot institute an inquiry against Mr Chakraborty right now because the process of holding organisational polls has already started. The party's constitution says that once the process starts, all inquiries and disciplinary actions have to be postponed till the state conference is over.

The police probe has so far failed to come up with any evidence linking Mr Chakraborty with Dilip. While Dilip has claimed to have never mentioned the minister's name, Duley's relative, who dropped the bombshell, has said he meant another "Subhas*da*".

Reacting to the footballers' arrest, Mr Chakraborty said: "If they have committed any crime, they will be punished according to the law."

Meanwhile, the state DGP, Mr Shyamal Dutta, declined to specify if the players had mentioned the names of any political leader. — SNS

3 NOV 2004

THE STATESMAN

নয়াপট্টির জলসার ঘটনায় জড়িয়ে গেলেন দুই ফুটবলার ● অভিযোগ ষড়যন্ত্রেরও

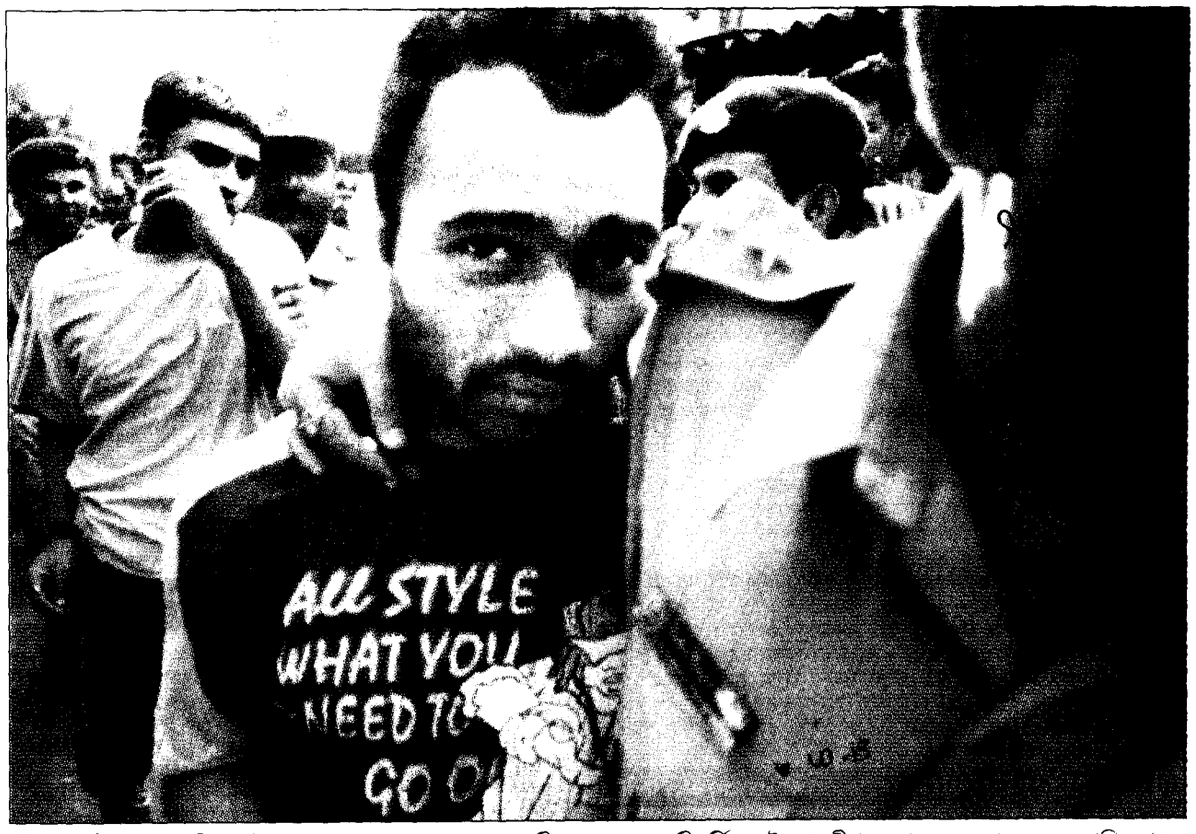

বিধ্বস্ত ষষ্ঠী দুলে। পুলিশ তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে তুলছে। পিছনে আর এক বিতর্কিত ফুটবলার দীপঙ্কর রায়। মঙ্গলবার। — দেবাশিস রায়

হাজতেই যেতে হল ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: আদালতের জালঘেরা লক-আপ থেকে এক বার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ছিপছিপে চেহারার যুবকটি— "স্যার, আমি কিছু বলতে চাই। আমার কথা শুনুন।" যুবকের আর্জি অবশ্য মানেনি আদালত।

ওই যুবক ও তাঁর সঙ্গীর জামিনের আর্জি নাকচ করে ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক তাঁদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন ওই যুবক দীপঙ্কর রায় ও ষষ্ঠী দুলে। ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার। আদালত থেকে তাঁদের পাঠানো হল বিধাননগর (উত্তর) থানার লক-আপে।

সোমবার রাতভর জেরার পরে দিলীপ-কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দীপঙ্কর ও ষষ্ঠীকে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেফতার করে উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ। দিলীপকে আশ্রয় দেওয়া তাঁদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ নয়। ২৭ জুন রাতে নয়াপট্টির যে জলসায় গুলি চলেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েও ওই দুই ফুটবলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশি ঘেরাটোপে এই দিন দুপুরে ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে হাজির করা হয় আদালতে। ৭ নভেম্বর তাঁদের ফের আদালতে হাজির করা হবে।

এ দিন সকালে ষষ্ঠীর দাদা উদয়কে হরিপালের বাড়ি থেকে তুলে আনে পুলিশ। তাঁকে বিধাননগর (পূর্ব) থানায় দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে।

সোমবার সারা দিন ও মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ওই দুই খেলোয়াড়কে আই জি (দক্ষিণবঙ্গ) বাগীশ মিশ্র প্রায় দু'ঘণ্টা বিধাননগর (উত্তর) থানায় দফায় দফায় জেরা করেন। এক সময়ে দিলীপকেও জেরা করা হয়। তার পরে প্রথমে ষষ্ঠীকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরেই দিলীপকেও হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। সেই সময় বিধাননগর (উত্তর) থানার কন্ট্রোল রুমে দীপঙ্করকে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট আই জি জেরা করেন। এর পরেই তিনি বেরিয়ে বলেন, "অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগেই ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

বেলা ১১টা নাগাদ বিধাননগর (পূর্ব) থানার আই সি সীতারাম সিংহ প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে দু'জনকে ব্যারাকপুর আদালতে নিয়ে যান। ইস্টবেঙ্গলের দুই খেলোয়াড়কে পুলিশ সরাসরি ব্যারাকপুরের এস ডি পি ও অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পরে তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই খেলোয়াড়কে পুলিশের হেফাজতে দেখার জন্য আদালত চত্বরে ভিড় জমে যায়। সেখানে দীপঙ্করের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পাড়ার লোকজনও ছিলেন। আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু ইস্টবেঙ্গল সমর্থক।

দুপুর ২টো নাগাদ দু'জনকে এজলাসে হাজির করা হয়। গামছায় মুখ ঢেকে তাঁরা প্রিজন ভ্যান থেকে নামেন। আদালতে ষষ্ঠী সারাক্ষণ মুখ নিচু করে ছিলেন। তাঁর পরনে নীল ট্র্যাকস্যুট ও লাল-কালো ছোপ গেঞ্জি। দীপঙ্করের ছিল কালো প্যান্ট ও ছাই-রঙা গোল গলার গেঞ্জি। প্রায় এক ঘণ্টা দু'পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল চলে। অভিযুক্তদের আইনজীবী বলেন, যেখান থেকে ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই থানায় এই ব্যাপারে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তা ছাড়া, নয়াপট্টির যে মামলায় দুই ফুটবলারকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে তো আগেই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। ওই মামলায় নতুন করে কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে আদালতের আগাম অনুমতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয়নি। এ দিনই অনুমতি চেয়েছে পুলিশ। সরকারি আইনজীবী বলেন, ধৃতদের কাছ থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। তাই তাঁদের ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখা জরুরি। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে এস ডি জে এম আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অরূপকুমার ঘোষ ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

হুমায়ুনকে নিয়ে প্রশ্নে বিরক্ত বুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার: হুমায়ুন কবীরের বদলির বিষয়টিকে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাই, কেন 'বদলি' এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব, "আমি এ সব আজেবাজে প্রশ্নের (সিলি কোয়েশ্চেন) জবাব দিই না। যা জিজ্ঞাসার, এস পি-কে গিয়ে করুন।"

এই দিন দুপুরেও অবশ্য মহাকরণে বুদ্ধবাবুকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছিলেন, হুমায়ুনের এত ভাল কাজের পুরস্কারই কি বদলি? মুখ্যমন্ত্রী নিরুত্তর। সুভাষ চক্রবর্তী কি নিষ্কলুষ, এই প্রশ্নেরও কোনও জবাব দেননি মুখ্যমন্ত্রী। রাতে দিল্লিতে রাজ্য পুলিশের ডি জি শ্যামল দত্তের কাছেও হুমায়ুনের বদলি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, "রুটিন বদলি। এই নিয়ে আর প্রশ্ন করবেন না।"

সুভাষ মহাকরণে বলেন, "অপরাধ করলে আইনে যে সাজা আছে, তা-ই হবে।" এর আগে সুভাষবাবুই বলেছিলেন, ওই খেলোয়াড়দের গ্রেফতার না-করে খেলতে দেওয়া উচিত পুলিশের। আগে পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।" ষষ্ঠী বা দীপঙ্কর কি অপরাধ করেছেন? মন্ত্রীর উত্তর, "কবে থেকে অপরাধীর বিচার করছেন মন্ত্রীরা! কে কোন অন্যায় করছে, তা তো আদালতই ঠিক করবে।"

দিলীপ-চক্রে জড়িত প্রাক্তন ফুটবলারও

স্বপন সরকার

হরিপালের বাড়িতে দিলীপকে আশ্রয় দেওয়ার আগে ষষ্ঠী দুলে তাকে চিনতেন না। দীপঙ্কর রায়ই হাতকাটা দিলীপকে নিয়ে যান ষষ্ঠীদের বাড়িতে। ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলারকে জেরা করে পুলিশ এ কথা জানতে পেরেছে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, দীপঙ্করের সঙ্গে দিলীপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতা ময়দানের বড় ক্লাবের আর এক প্রাক্তন খেলোয়াড়। তাঁর বাড়ি মধ্যমগ্রামে। ওই প্রাক্তন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আবার দিলীপের পরিচয় হয়েছিল দক্ষিণ দমদম পুরসভার এক কর্মীর মাধ্যমে। একটি খুনের মামলায় তিনি এখন জেলে। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন ওই খেলোয়াড়, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওই কর্মী এবং দীপঙ্করের সঙ্গে দিলীপকে কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। মাস চারেক আগেও ওই চার জনকে একসঙ্গে দমদম এলাকায় দেখা গিয়েছে। পরে এই দলের সঙ্গে ষষ্ঠীও যোগ দিয়েছিলেন বলে পুলিশ তদন্তে জেনেছে। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন ওই ফুটবলারকে পুলিশ খুঁজছে।

ওই প্রাক্তন ফুটবলার ষষ্ঠীর জপুরের ফ্ল্যাটে দিলীপকে নিয়ে গিয়েছিলেন কী না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ, পুলিশ তদন্তে জেনেছে, জপুরের ওই ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যেই আসর বসত। সেখানে আর কে কে আসত, তাদের নাম দীপঙ্করকে সারা রাত জেরা করেও বার করতে পারেনি পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে উত্তর বিধাননগর থানায় আই জি (দক্ষিণবঙ্গ) বাগীশ মিশ্র দীপঙ্করকে আলাদা ভাবে টানা ৫০ মিনিট জেরা করেন। কিন্তু দীপঙ্করের মুখ খোলানো যায়নি। দিলীপের কার্যকলাপ সম্পর্কে দীপঙ্করের কাছ থেকে আরও তথ্য মিলবে বলে পুলিশ কর্তারা মনে করছেন। ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলারের মোবাইল ফোনে কে কে ফোন করেছিলেন, তাঁরা কার কার সঙ্গে এ ক'দিনে যোগাযোগ করেছিলেন তার সবিস্তার তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। ওই তালিকার ফোন নম্বর ধরে ধরে অনুসন্ধান চালানো হবে।

সোমবার দুপুরে বিমানবন্দর থানায় দিলীপকে মাঝখানে বসিয়ে দুই ফুটবলারকে জেরা করেছিল পুলিশ। রাতে উত্তর বিধাননগর থানায় ফের দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে দুই ফুটবলারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন তদন্তকারী অফিসারেরা। সেখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দীপঙ্করের সঙ্গে দিলীপের ভালই যোগাযোগ রয়েছে। দিলীপ ও দমদমের আর এন গুহ রোডের ওই পুরকর্মীর যোগাযোগের ফলে ওই দুই ফুটবলার অনেক সুবিধাই পেতেন বলে পুলিশ মনে করছে। তবে দীপঙ্কর ও দমদমের পুরকর্মীর মেলামেশা কোন পর্যায়ে ছিল, পুলিশ সেই বিষয়টিও তদন্তের মধ্যে রেখেছে।

দমদম এলাকার বড় মাপের দুষ্কৃতী ওই পুরকর্মীর সঙ্গে মধ্যমগ্রামের ওই প্রাক্তন ফুটবলারের যোগাযোগের হাল-হকিকত পুলিশ জানতে পেরেছে। নানা দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়েই তাঁর মাঠের জীবন স্বল্পমেয়াদি হয়েছে— এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ এমন তথ্যও জানতে পেরেছে।

Cop who got Dilip shunted out

Humayun Kabir pays for stepping on political toes

HT Correspondent
Kolkata, November 1

TWENTY-FOUR hours ago, he was a knight in shining armour, the captor of a "most wanted" criminal. Today, he had to leave his post — in what his bosses called a "routine transfer" — leaving a host of questions unanswered.

Humayun Kabir

Humayun Kabir, who almost earned the "super cop" sobriquet after Hathkata Dilip's arrest, was shifted today to the Intelligence Branch in less than six months of joining as SDPO, Salt Lake.

Initially, all had been fine between him and the brass even after his latest feat. A notorious criminal had been nabbed and the police could jolly well gloat over their success. But Sasthi Duley's uncle turned everything upside down. He named Subhas Chakraborty as Dilip's godfather. The minister took umbrage, and soon all hell broke loose at Alimuddin Street where mandarins began a desperate hunt for damage-control dopes. Search began for a face-saving recipe that would hurt no one who counts, and preserve the difficult internal equilibrium in the party — particularly in North 24-Parganas, Chakraborty's own redoubt — ahead of the organisational polls.

That Kabir would have to pack up was clear soon after a livid Chakraborty visited Anil Biswas during the day. He had already told the media how he was being "dragged into unwarranted controversies" in which the police were playing an important role.

Kabir had ruffled feathers in the party by arresting Avtar Singh, husband of CPI(M) MP Jyotirmoyee Sikdar, though the raid had been cleared at the highest level at Writers' Buildings. The aggrieved lot found Kabir rash, hotheaded and unskilled in the fine art of pleasing his political masters. Also, his "devil-may-care" attitude hadn't endeared him to his superiors. Worse, the media was hailing him as an upright, efficient officer. Finally, he made the cardinal mistake of letting a scribe interview Dilip in police custody.

Nothing, of course, is official about any of it. As far as Kabir's superior, DIG (IPS Cell) Harmanpreet Singh, is concerned, the fact of the matter is: "He was transferred to IB as deputy superintendent of police."

Asked whether it had anything to do with Dilip's arrest, Singh said, "All I can say is that it is a lateral movement in terms of post, position and career." I-G Chayan Mukherjee, too, called it "a routine transfer". Kabir himself was a model cop, committed only to service: "There is no rule that an officer must stay in a particular post. He can be transferred any day."

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

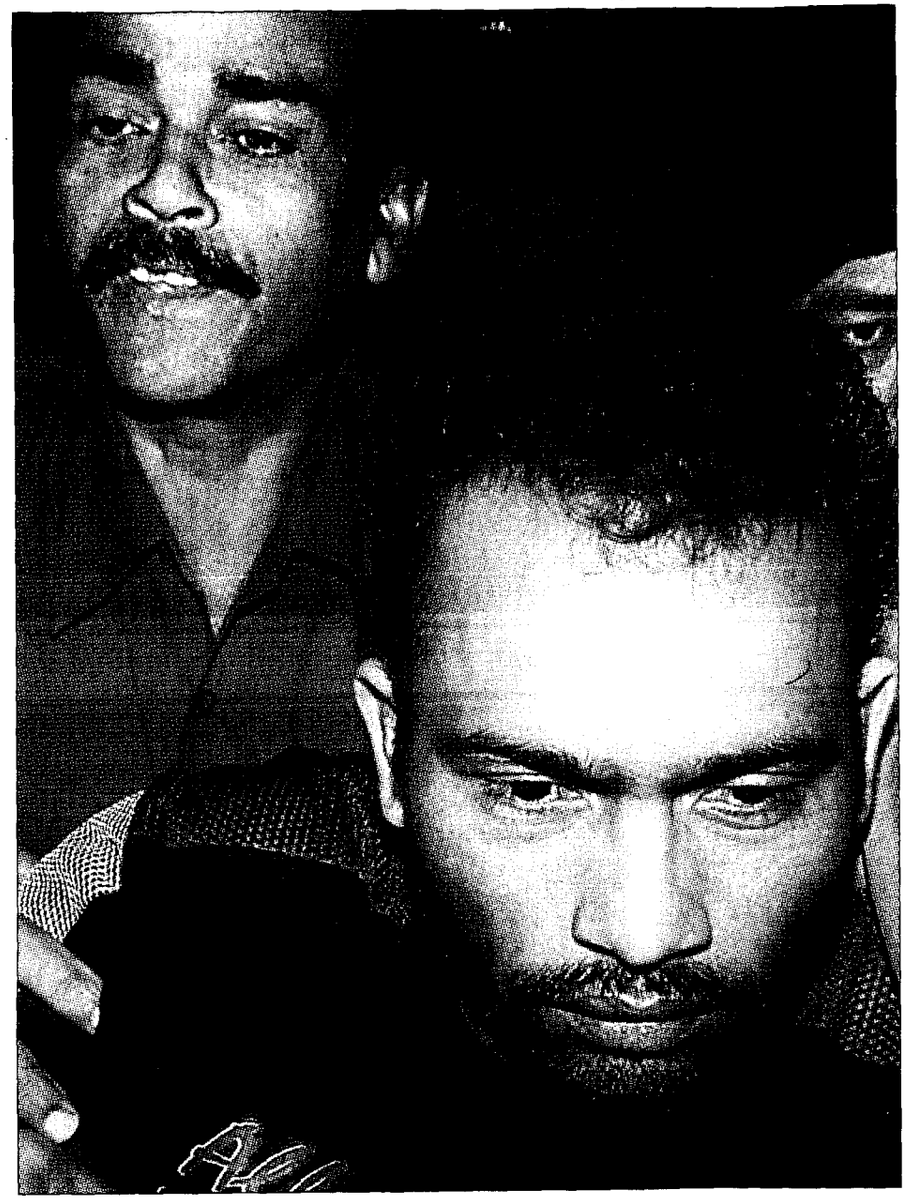

Sasthi Duley (above) and Dipankar Roy were being grilled by the cops late into the night. The police said Duley was likely to be arrested by Tuesday morning

Subhas gets clean chit from party

Aloke Banerjee
Kolkata, November 1

"I HAVE never known anyone called Dilip... mark my words, nothing will happen to me," Subhas Chakraborty had told *HT* soon after Hathkata Dilip was arrested from footballer Sasthi Duley's house, and Duley's relatives said they had sheltered the criminal at Chakraborty's behest. Today, the minister met CPI(M) state secretary Anil Biswas and Left Front chairman Biman Bose for an hour and effectively cleared his name.

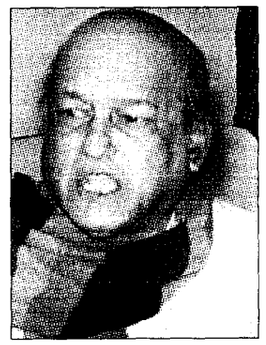
Subhas Chakraborty

At an hour-long meeting with the two party bigwigs, he told them that his rival group in the CPI(M)'s North 24-Parganas unit had been dragging him into one controversy after another to get him cornered in the district committee ahead of the party conference. He also accused a CPI(M) MLA and East Bengal Club official of hobnobbing with Dilip.

Subhas reminded Biswas and Bose that Dilip had been set free just days before the Lok Sabha elections at the insistence of the aforesaid MLA and contended that the police had made false claims of having arrested criminals from the Salt Lake stadium only to malign him.

Chakraborty explained to Biswas and Bose that it had been an old habit with him to meet hundreds of people every day, and that it wasn't always possible to know who among them didn't have impeccable credentials.

The meeting produced two results: One, Salt Lake SDPO Humayun Kabir, the officer who arrested Dilip and had led the raid on Avatar Singh's Merlin Park hotel was served marching orders. Two, and more importantly, Biswas, Bose and other senior leaders decided that it would be best to ignore allegations against party heavyweights made by criminals.

See also Kolkata Live

আলিমুদ্দিনে অনিল-সুভাষ এক ঘণ্টা কথা ● দিলীপের সঙ্গে বসিয়ে ফুটবলারদের প্রশ্ন

দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পরে আটক ষষ্ঠী, দীপঙ্কর

স্টাফ রিপোর্টার: সারা দিন নানা জায়গায় স্থানে ঘুরে আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে সোমবার সন্ধ্যায় ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে ও দীপঙ্কর রায়কে আটক করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, কোন পরিস্থিতিতে ষষ্ঠী দুলের হরিপালের বাড়িতে হাতকাটা দিলীপ আশ্রয় নিয়েছিল সেই ব্যাপারে সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ওই দুই ফুটবলার। এ ব্যাপারে দু'জনকেই আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা।

উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার প্রবীণ কুমার রাতে বলেন, "এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওঁরা দুই জন যা যা বলছেন তার সত্যতা আমরা যাচাই করে দেখছি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওঁরা আমাদের হেফাজতেই থাকবেন।" পুলিশের দাবি, ওই দুই ফুটবলার পুলিশকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম জানিয়েছেন, যাঁরা দিলীপকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে যুক্ত। সেই সব ব্যক্তি কী ভাবে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী অফিসারেরা জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় ওই দুই ফুটবলার এক জন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সি পি এমের কয়েকজন কর্মী ও নেতার নাম জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হুগলির হরিপালে হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ষষ্ঠীর বাড়ি থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, ইস্টবেঙ্গলেরই অন্য এক ফুটবলার দীপঙ্কর রায় দিলীপকে হরিপালে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শুক্রবার সকালেই ওই দুই ফুটবলারই দিল্লি চলে যান। রবিবার তাঁরা সেখানে ইস্টবেঙ্গল দলের অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রবিবার রাতে ওই দু'জন ক্লাবের নির্দেশে ফিরে আসেন কলকাতায়। রাতটা দলের হেফাজতে কাটানোর পরে সোমবার সকালে তাঁরা দলের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে দোলতলায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের সদর দফতরে যান। সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের জেরা করার জন্য নিয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়। দফায় দফায় আড়াই ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই দুই ফুটবালরকে। পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় দীপঙ্কর জানিয়েছে, ফুটবল মাঠের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির মাধ্যমে দিলীপের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেই ব্যক্তির নাম অবশ্য জানা যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুলিশ তাঁদের আটক করে বিধাননগর (উত্তর) থানায় রাখে।

এ দিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত দু'জনকে এস ডি পি ও (বারাসত)-এর অফিসে নিয়ে আসা হয়। বিধাননগরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চম্পক ভট্টাচার্য আগেই সেখানে পৌঁছে যান। কিছুক্ষণ পরে ঢোকেন এস পি প্রবীণ কুমার। চম্পকবাবু দীপঙ্করকে, প্রবীণবাবু ষষ্ঠীকে আলাদা আলাদা ঘরে জেরা করেন। ঘণ্টা দেড়েক পরে বারাসতের এস ডি পি ও শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁদের এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে যান। আগেই এস পি-কে আই জি (দক্ষিণ বঙ্গ) বাগীশ মিশ্র জানিয়েছিলেন, তিনিও দু'জনকে জেরা করতে চান। তাঁর কথা অনুযায়ী দু'জনকে এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডি আই জি (পি আর) সঞ্জয় চন্দ এবং এস পি সেখানে তখন হাজির ছিলেন। এস ডি পি ও যখন অভিযুক্ত দু'জনকে সেখানে আনেন, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। মুখ ঢাকা অবস্থায় দু'জনকে ঘরে ঢোকানো হয়। জেরা শুরুর এক ঘণ্টা পরে বিধাননগর (উত্তর) থানা থেকে হাতকাটা দিলীপকেও এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে জেরায় অভিযুক্তরা কিছু নাম ও ফোন নম্বর জানান। টানা প্রশ্নের মুখে দৃশ্যতই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁদের। পুলিশ কর্তারা চলে যাওয়ার পরে দু'টি গাড়িতে প্রথমে দিলীপ, পরে ষষ্ঠী ও দীপঙ্করকে বিধাননগর (উত্তর) থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বাগীশবাবু সন্ধ্যায় মহাকরণে এসে স্বরাষ্ট্র সচিব

এর পর ছয়ের পাতায়

পুলিশি ঘেরাটোপে ষষ্ঠী দুলে। এয়ারপোর্ট থানায়। — বিশ্বনাথ বণিক

দিলীপকে ধরার চার দিনের মধ্যে বদলি হুমায়ুন

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন, হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতার করা হবেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সেই হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতার করলেন যে পুলিশ অফিসার, তাঁকে চার দিনের মধ্যেই বদলি করে দিল রাজ্য সরকার।

সল্ট লেকের মহকুমা পুলিশ অফিসার হুমায়ুন কবীর ছুটিতে থাকা অবস্থাতেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হরিপালে হানা দিয়ে গ্রেফতার করেছিলেন হাতকাটা দিলীপকে। শুক্রবার তাকে কিছুক্ষণের জন্য জেরা করতে পেরেছিলেন তিনি। সোমবারই তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হল বদলির চিঠি।

শুধু হাতকাটা দিলীপই নয়, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অতিথিশালা থেকে পলাতক পলাশকেও সম্প্রতি গ্রেফতার করেছিলেন হুমায়ুন। গত ১৫ অগস্ট সল্ট লেকের হোটেলে অবৈধ কাজকর্ম চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল সি পি এমের সাংসদ জ্যোর্তিময়ী শিকদারের স্বামী অবতার সিংহকে। সেই অভিযানের নায়কও ছিলেন হুমায়ুন। বস্তুত, ওই ঘটনার পরেই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সি পি এমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একাংশ। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, দমদম ও ব্যারাকপুরের দুই সি পি এম সাংসদ অমিতাভ নন্দী ও তড়িৎ তোপদার হুমায়ুন কবীরের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন।

হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতারের পরেই তড়িঘড়ি ওই পুলিশ অফিসারকে সরিয়ে দেওয়ায় পুলিশ মহলে গুঞ্জন উঠলেও রাজ্য সরকারের তরফে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা নিয়মমাফিক বদলি। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি। মহাকরণে রাজ্য পুলিশের আই জি (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "এটা নিয়মমাফিক বদলি।" আই জি-র এই মন্তব্য সত্ত্বেও পুলিশ কর্তাদের একাংশের অনুমান, কেঁচো খুড়তে সাপ যাতে না বেরিয়ে পড়ে, তার জন্যই এই বদলি। হুমায়ুনকে আই বি-তে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় সল্ট লেকের মহকুমা পুলিশ অফিসার করা হয়েছে কণাদ মুখোপাধ্যায়কে। এই দিনই নতুন মহকুমা পুলিশ অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দেন হুমায়ুন।

বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, তদন্তে যাতে আরও কিছু না বেরিয়ে আসে তাই দিলীপকে গ্রেফতারের পরে মূল তদন্তকারী অফিসারকেই সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হুমায়ুনের মতো এক জন সৎ পুলিশ অফিসারকে বদলিই প্রমাণ করল, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা করেন না।"

দিলীপকে ভোটে লাগিয়েছে সিপিএম, জানালেন সুভাষ

স্টাফ রিপোর্টার: সোমবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিসে রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কাছে গিয়ে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে এলেন সুভাষ চক্রবর্তী। অনিলবাবুকে তিনি বলেন, "ষষ্ঠী দুলেকে চিনলেও আমি দিলীপকে চিনি না। কিছু জানিও না। ও রকম এক জন সমাজবিরোধীকে আশ্রয় দিতে কাউকে কিছু বলিওনি।" যদিও মহাকরণে বসে সুভাষবাবু জানিয়েছেন, ভোটে সি পি এম দিলীপকে কাজে লাগিয়েছিল। তবে, কোন নির্বাচনে কে তাকে ব্যবহার করেছে, তা পরিষ্কার করে সুভাষবাবু বলেননি।

হাতকাটা দিলীপ ও ষষ্ঠী দুলে প্রসঙ্গে অনিলবাবুর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন সুভাষবাবু। বৈঠকের সময় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুও উপস্থিত ছিলেন। কী কথা হল, তা নিয়ে অনিলবাবু বা সুভাষবাবু কেউই মুখ খুলতে চাননি। অনিলবাবু বলেন, "সুভাষদা তাঁর কথা বললেন। শুনেছি। আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তার পরে সংবাদ মাধ্যমের কাছে যা বলার বলব।" সুভাষবাবুও জানিয়েছেন, হাতকাটা দিলীপ প্রসঙ্গেই তাঁর সঙ্গে অনিলবাবুর কথা হয়েছে। তিনি যে দিলীপকে চেনেনই না, সংবাদমাধ্যম যে মিথ্যা তাঁর নাম জড়াচ্ছে, তাও জানিয়েছেন অনিলবাবুকে। তবে, হাত-কাটা দিলীপকে যে সি পি এম নির্বাচনের সময় ব্যবহার করেছিল, সুভাষবাবু তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন।

রবিবারই জ্যোতি বসু দিল্লিতে জানান, হাতকাটা দিলীপ প্রসঙ্গে সুভাষবাবুর নাম জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি নিয়ে দল তদন্ত করবে। কিন্তু এখনই কি তদন্ত হবে? তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, দলের সম্মেলনের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়ে গিয়েছে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তখন কারও বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না, তেমনি তদন্ত কমিশনের কাজও বন্ধ থাকে। সম্মেলন শেষ হলে যা হওয়ার হয়। যেমন, দমদমের জোড়া খুনের বিষয়ে বিনয় কোঙার কমিশনের কাজ বন্ধ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে সি পি এমের রাজ্য সম্মেলন। তার আগে কি তদন্ত হবে? জবাবে অনিলবাবু বলেন, "দলের নেতৃস্থানীয় কয়েক জনের সঙ্গে কথা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের আরও কয়েক জনের সঙ্গে কথা হবে। তার পরেই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেওয়া হবে।" তবে বিষয়টি যে রাজ্য নেতৃত্ব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে, অনিলবাবু তা জানিয়েছেন।

দিলীপ-কাণ্ডের পর সোমবারই

এর পর ছয়ের পাতায়

দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ

প্রথম পাতার পর

অমিতকিরণ দেবকে সবিস্তার রিপোর্ট দেন। এর পরেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওই দুই ফুটবলারকে আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে পুলিশকে গ্রেফতারের অনুমতিও দিয়ে রাখে রাজ্য সরকার। জেলা পুলিশকে এরপরেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখেন আই জি।

দিলীপকে ভোটে

প্রথম পাতার পর

প্রথম মহাকরণে এলেন সুভাষবাবু। এই দিন মন্ত্রীর চেয়ার বসেই রীতিমতো সাল-তারিখ উল্লেখ করে সুভাষবাবু প্রমাণের চেষ্টা করেন, তিনি হাত-কাটা দিলীপের ছায়াও কখনও মাড়াননি। তিনি বলেন, "২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ও (দিলীপ) জেলে ছিল। আমি বিশ্বাস করি না, এইসব লোকেদের দিয়ে ভোট হতে পারে। এরা কখনও ভোট বাড়ায় না, বরং কমায়।" তবে, সি পি এম যে নির্বাচনে দিলীপকে ব্যবহার করেছিল, সুভাষবাবু তা-ও জানিয়ে দেন। তিনি এ দিন বলেন, "ভোটের সময় ওকে (দিলীপ) দুটো জায়গায় ঘুরিয়েছিল। সেখানে আমরা গোহারান হেরেছি।"

কথা বলবেন না হুমায়ুন। সোমবার। — তপন দাশ

তবে, গত লোকসভা ভোটে দমদম কেন্দ্রে অমিতাভ নন্দীকে জেতাতে হাতকাটা দিলীপকে কাজে লাগানো হয়নি বলে সুভাষবাবু জানান। তিনি বলেন, " আমার সঙ্গে সাংসদের কথা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, এই সব লোক ছাড়াই নির্বাচনে লড়তে হবে। উনিও একমত হয়েছিলেন। সাংসদ তো নির্বাচনে জিতলেনও।"

বারবার নানা বিতর্কিত ব্যাপারে তাঁর নামই বা ওঠে কেন? সুভাষবাবুর জবাব, "যাঁরা বিতর্ক তোলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।" এটা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফল কিনা, সে প্রশ্ন তিনি দলীয় নেতৃত্বকেই জিজ্ঞাসা করতে বলেন। তাঁর মতে, পুলিশের উচিত নয় জাতীয় দলের খেলোয়াড় ষষ্ঠী দুলেকে গ্রেফতার করা, বরং খেলতে দেওয়াই উচিত। আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে তদন্ত করুক পুলিশ। সেরকম কিছু বেরোলে না হয় দেখা যাবে। এই ব্যাপারে তাঁর মত, দিলীপ সিংহের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে আটকে রাখাও পুলিশের উচিত হয়নি।

এ দিকে, সি পি এম কীভাবে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়েছে তার অভিযোগ দলনেত্রী সনিয়া গাঁধীর কাছে জানাবে প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইয়া বলেন, "দিলীপের ব্যাপারে যে ভাবে সুভাষবাবুর নাম জড়িয়েছে তাতে 'রাজনৈতিক সততা বজায় রাখতে' তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে আগামী ৮ নভেম্বর দলের রাজ্য কমিটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

2 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

01 NOV 2004

THE HINDUSTAN TIMES

Footballer duo arrive after daylong drama

HT Correspondent
Kolkata, October 31

A DAY after the police avoided mention of Sasthi Duley and Dipankar Roy in their report to a court, the footballers were brought back from New Delhi today to be questioned for their involvement in sheltering gangster Hathkata Dilip. The two East Bengal players — who arrived by the same flight with four top CPI(M) leaders — were whisked away by the police within minutes of landing at Kolkata airport.

Duley, in a track suit and a cap, looked grave and refused to be drawn into any conversation in the couple of minutes that reporters got to ask him about the affair that has rocked the state. But Roy was aggressive. Asked whether he had indeed accompanied Dilip to Duley's house, he retorted: "No comments." He said he would say whatever there was to say at the right time and place.

The delayed Indian Airlines flight (which landed at 10.35 pm instead of 9.20 pm) also brought back Anil Biswas, Biman Bose, Asim Dasgupta and Hannan Mollah to the city. But they couldn't be asked about fellow party bigwig Subhas Chakraborty's alleged involvement in the Dilip case because they couldn't be traced after reporters were through with the player duo.

But before all this, the police sent the media on a wild goose chase. Around noon, North 24-Parganas SP Praveen Kumar told reporters that Duley and Roy had already been brought to the city for interrogation.

But when a reporter rang up DIG (Presidency Range) Sanjay Chandra to find out if the duo had given any leads, and asked him: "If you wanted to interrogate Duley, why did you let him go in the first place? And is he really back in Kolkata?" he replied: "No comments."

This sent the entire media corps in the city into a tizzy. Newspapers and TV channels had to send one set of reporter and photographer to the Bidhannagar North police station and another to the airport.

■ **See also Kolkata Live**

DING DONG

- **Noon** N 24-Parganas SP says Sasthi Duley & Dipankar Roy have arrived from Delhi for interrogation
- **6.30 pm** DIG (Presidency Range) refuses to confirm the duo's arrival
- Reporters & photographers wait at airport for the footballers' arrival
- **7.30 pm** Buddhadeb Bhattacharjee arrives from Delhi but scribes not allowed to go near him
- **9 pm** SP says Duley and Roy are being detained in Kolkata

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

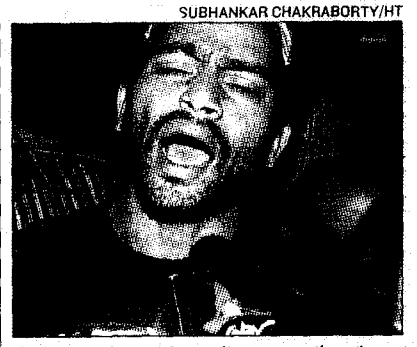

Duley jostles with mediamen at the airport.

- **10.35 pm** Duley and Roy arrive

দিলীপ আমার নাম করেনি, করবেও না : সুভাষ

বসু : পার্টি তদন্ত করবে

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর— ধৃত সমাজবিরোধী হাতকাটা দিলীপকে জড়িয়ে পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের দলীয় তদন্ত হবে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সি পি এম পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য জ্যোতি বসু আজ দিল্লিতে এ কথা বলেছেন। দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখনই সুভাষ চক্রবর্তীকে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বলা হচ্ছে না। রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'পার্টির তদন্ত হবে কিনা এখনই বলতে পারছি না। আগে সুভাষদা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলি। তাছাড়া, আমরা সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিই না। ধরা পড়লে সবাই ওরকম অভিযোগ তোলে।'

অন্যদিকে কলকাতায় সুভাষবাবু বলেছেন, এই বিষয়ে পার্টি কোনও চক্রান্ত করছে বলে আমি মনে করি না। পুলিস বা অন্য কেউ করলে করতে পারে। পুলিস তো সরকারের আজ্ঞাবহ দাস। তবে চক্রান্ত করে কোনও লাভ হবে না। ওদিকে হাতকাটা দিলীপের সঙ্গে সুভাষবাবুর নাম জড়িয়ে পড়ায় দলের শীর্ষনেতারা যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে রয়েছেন, তা আজ তাঁদের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। দিল্লিতে জ্যোতিবাবুর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করতেই তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'তদন্ত করতে হবে। পুলিস করবে, পার্টি করবে।' অনিল বিশ্বাস অবশ্য বলেন, আরও একবার তিনি

[illegible] ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্ন নেই

সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলার পরই তদন্তের বিষয়টি শুরু করবেন। তাঁর কথায়: 'ওঁর সঙ্গে কথা বলব। তারপরই এটা বোঝা যাবে। পরশু অনিলবাবু সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন। আরও একবার যে তিনি কথা বলবেন, তা জানিয়ে বলেন, 'আমার সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। অহেতুক কিছুই করব না। প্রথমে কথা বলব, তারপর এই প্রক্রিয়া শুরু করব।' পার্টি সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তদন্ত করলে মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে কি ইস্তফা দিতে বলা হবে? এ প্রশ্নের জবাবে অনিলবাবু বলেন, ইস্তফার কথা এখনই নেই। গতকালই অনিলবাবু জানিয়েছিলেন, 'পার্টির নেতার নাম এ ধরনের ঘটনায় জড়িয়ে গেলে তো পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবেই।' আজ রাজ্য সি পি এমের শীর্ষ নেতাদের প্রতিক্রিয়ায় আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে, সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তাঁদের বিরক্তি কোন স্তরে পৌঁছেছে। আজ সি পি এম কেন্দ্রীয় কমিটির তিনদিনের বৈঠক শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে কলকাতায় সুভাষবাবু বলেন, আমি যতদূর জানি, দিলীপ পুলিসের কাছে আমার নাম করেনি। করবেও না। ওকে ধরবার জন্য আমি তো পঞ্চাশবার বলেছি পুলিসকে। এখন ও যদি মিথ্যে করে আমার নাম বলে, তাহলে ওর অপরাধের তালিকায় আর একটি অপরাধ বাড়বে। ফুটবলার ষষ্ঠীকে কি গ্রেপ্তার করা উচিত?— এই প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি না ষষ্ঠীকে গ্রেপ্তার করা উচিত। কেন করবে? তবে ষষ্ঠীর উচিত হবে পুলিসের কাছে এসে সব কথা বলে সহযোগিতা করা। সুভাষবাবু বলেন, তিনদিন ধরে আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। 'পেপার কাটিং' রেখেছি। লিখব। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন, কী লিখবেন, বই? সুভাষবাবুর উত্তর— ঠিক হয়নি এখনও। তবে লিখব। এদিন দমদমের সাংসদ অমিতাভ নন্দী আজ বলেছেন, গত নির্বাচনে আমরা যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই দিয়েছি, তাতে কালি

এরপর ৫ পাতায়

নাম করেনি: সুভাষ

১ পাতার পর

লাগাতেই সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী এবং পার্টি দেখবে। পরিবহণমন্ত্রীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী এবং সাংসদের প্রতিক্রিয়া হল, দাবি উঠলেই পদত্যাগ করতে হবে নাকি? আজ কলকাতায় তৃণমূলের বিধায়ক পঙ্কজ ব্যানার্জি বলেন, হাতকাটা দিলীপের সঙ্গে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর যোগাযোগ কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সুভাষবাবু যে সমাজবিরোধীদের প্রত্যক্ষভাবে মদত দেন, এটা সকলেরই জানা। এই সব ঘটনা জনগণকে আরও জানানো প্রয়োজন। জনগণকে সজাগ করতে তৃণমূল রাস্তায় নামছে। তিনি বলেন, সি পি এমের মন্ত্রীদের ইস্তফার দাবি করে লাভ হবে না। এঁরা গদি থেকে সরবেন না। যাতে জনগণ এঁদের সরিয়ে দিতে পারে, তার জন্য তৃণমূল আন্দোলনের কর্মসূচি নেবে। এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি মদন মিত্র বলেন, সোমবার থেকে এই সব ঘটনার প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে যেখানে-সেখানে বিক্ষোভ অবরোধ হবে। মদন বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িও আটকাব। এদিন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় বলেন, হাতকাটা দিলীপকে সি পি এম আড়াল করার চেষ্টা করছে। এর পেছনে শুধু সুভাষবাবুই নন, রয়েছেন সি পি এমের তাবড়তাবড় নেতারা। এঁরা ষড়যন্ত্র করে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু সব জেনেশুনেও নীরব থাকছেন। তাপস কয়েকজন মন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন।

01 NOV 2004 AAJKAL

This is a conspiracy to malign me: Subhas

HT1 31/10 1-8 WB

HT EXCLUSIVE

Aloke Banerjee
Kolkata, October 30

FAR TOO long at the receiving end, and target of one aspersion after another, transport minister Subhas Chakraborty today refused to take it any more, and hit back hard.

Throwing serious charges against the North 24-Parganas police who are "taking credit" for catching Hathkata Dilip, the minister told *HT* that Dilip had been arrested before the Lok Sabha elections, too, but was set free three days later for some "mysterious reason".

The police version that Dilip had been at large throughout was false, he stressed. "It's being said that I was Dilip's mentor. But why are the police suppressing the fact that they had arrested him ahead of the elections and released him just three days later? This same SDPO, Humayun Kabir, had arrested him. Who then secured his release?" a fuming Chakraborty asked.

But he refused to name the person. "I won't tell you who. Ask the police. I had asked the North 24-Parganas SP why he had set Dilip free. He had no answer." Insisting that he had obtained CPI(M) state secretary Anil Biswas's permission to talk to the media, the minister claimed that his name had been similarly dragged into controversy after the police arrested criminals from the Salt Lake Yuba Bharati Krirangan a few years ago.

"First of all, those criminals had not been arrested from the stadium. The police cooked up the story. The criminals were arrested from Shibpur, Bantra and Bally and brought to the stadium to implicate me," he said.

When the police raided the stadium that night, all the rooms there, except room no. 18, were occupied by teachers who were there to attend a workshop. "The teachers, all 638 of them, will testify that the criminals hadn't been arrested from the stadium. The FIRs at the police station will bear out the truth of my statement," he added.

Then who is plotting to malign him? Also, why isn't the party coming to his defence?

"I won't tell you that. Ask my party," Chakraborty said initially. Then he opened up a little. "I have differences with many people in the party on several political and ideological issues. They cannot refute my points of view. That's why they try to create an impression that I am a political fool. They don't wish me well.

"For the past couple of months I was living in peace, somewhat to my surprise, because peace doesn't last long in my life. I knew something bad was bound to happen soon. It happened yesterday," he said.

"Also, why should I ask Sasthi Duley's family to shelter Dilip? Am I out of my mind? I saw Dilip's pictures in today's papers. I never knew him. Your paper quoted me as saying that I do not know Sasthi Duley. I didn't say that. I know him, and feel that he shouldn't be arrested. But mark my words, nothing will happen to me. I am ready for all eventualities," the minister said, oozing confidence.

See also Kolkata Live

"It's being said that I was Dilip's mentor. But why are the police suppressing the fact that they had arrested him ahead of the Lok Sabha polls and released him just three days later? Who secured his release?"

THE HINDUSTAN TIMES 2004

THE STATESMAN

30 OCT 2004

Subhas shadow on *hathkata* Dilip arrest

Statesman News Service

KOLKATA/CHINSURAH, Oct. 29. — Dreaded criminal Dilip Banerjee, alias *hathkata* Dilip, wanted in a series of cases, including the shoot-out at a soiree at Salt Lake on 28 June which claimed two lives, was arrested from the Noapara (Hooghly) residence of India and East Bengal footballer Sasthi Duley around 1 a.m. today.

Dilip has 12 criminal cases against him of which eight are murder charges in Dum Dum, Belgharia, Lake Town and Salt Lake. The arrest has also raised a political storm with Duley's family alleging that Dilip was given asylum at the insistence of state sports minister Mr Subhas Chakraborty and the minister terming it as an attempt to "malign his name".

Acting on a tip-off, a police team, led by Bidhannagar SDPO Mr Humayun Kabir, raided Duley's house where Dilip had apparently been staying for the past two months. But while two of Sasthi Duley's brothers — Uday and Salil — have been arrested by police and charged with sheltering Dilip, Sasthi himself has not been charged.

A pipe-gun, allegedly used by Dilip in the soiree shoot-out, was seized from the house of a neighbour, Dipak Pramanik, who is absconding.

A police officer involved in the raids told The Statesman that Dilip had been staying in an air-conditioned room in the house. The area falls under the jurisdiction of Haripal police station. Bottles of foreign liquor and empty cigarette packets littered the room where Dilip had been staying amidst all creature comforts. Duley's family members, however, claimed they didn't know the identity of the person staying at their house before he was arrested.

At the Haripal police station, Salil said: "I knew that a person had been staying at our house on the instructions of Subhas Chakraborty. We never tried to know who the person was. Because we depend on our brother (Sasthi) for everything, we never asked him to disclose the identity of the person."

Octogenarian Sanatan Das, a resident of Noapara who is called uncle by Sasthi for the help he offered in rearing Sasthi after he lost his father in childhood, was furious at the incident. "We lost our social prestige because of the football *barababu* Subhas Chakraborty who sent a dreaded criminal to Sasthi's house."

Gita Duley, the footballer's mother, said: "The person (Dilip) had been staying at our house for over two months. He was introduced by Dipankar Roy, another East Bengal footballer, as his friend. Dipankar had told us that his friend would stay for 10 days."

Mr Praveen Kumar, superintendent of police, North 24-Parganas, refused to comment on whether Sasthi was at his residence during the raids.

Dilip had been absconding following the Salt Lake soiree shoot-out and was thought to have taken shelter in "safe houses" across Bengal and even crossed over into neighbouring states with impunity. "We have recorded his statements regarding his whereabouts during the last four months. We will investigate them and more arrests will be made if necessary," Mr Kumar said, adding other family members of the player will also be interrogated.

Dilip will be produced in Barrackpore court tomorrow. Nobody, though, was willing to say if Mr Subhas Chakraborty would be questioned.

Another report on page 5

WEB OF CRIME? 9-87-WD

SFI 30/10

- *Hathkata* Dilip was an accused in 12 cases, including 8 murders. He was arrested on charges of dacoity from Ajmer Sharif and remanded in Tihar Jail in 1996. He was released in 1998.
- He subsequently moved to Kolkata and formed a gang in Lake Town and Rajarhat areas where he ran an extortion racket. He was arrested on four occasions in 1998.
- Also in 1999, he was arrested in connection with the Nona Roy murder case. He was twice arrested (in 2000 and 2003) from hotels in the VIP Road and Salt Lake areas. — SNS

More reports on Kolkata Plus I & III

হাজতে দিলীপ, কাঠগড়ায় সুভাষ

‘এখন বুঝছি রাজনৈতিক দাদারা কেউ আপন হয় না’

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনৈতিক দাদারা তাকে কাজে লাগিয়েছিল। কাজ শেষ হওয়ার পর এখন কেউ আর তাকে চিনতে পারছেন না। তাদের সুরক্ষার হাত সরে গিয়েছে হাতকাটা দিলীপের মাথার উপর থেকে। চার মাস ধরে পুলিশের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলে অবশেষ পুলিশের জালে পড়ে দিলীপের আত্মোপলব্ধি : রাজনৈতিক দাদারা কেউ নিজের হয় না। ধরা পড়ার পর পুলিশ হেফাজতে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে। ব্যক্ত করেছে ক্ষোভের কথা।

প্রশ্ন: হাত কাটা গেল কী করে?

উত্তর: ’৯৬ সালে বোমা বাঁধতে গিয়ে।

প্রশ্ন: কে বলেছিল বোমা বাঁধতে?

উত্তর: পিনাকী।

প্রশ্ন: কে পিনাকী?

উত্তর: লেকটাউনের পিনাকী মিত্র। আগে তো ওর দলেই ছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েই গোলমাল শুরু হয়।

প্রশ্ন: সমাজবিরোধী কাজে হাতে খড়ি কবে?

উত্তর: ’৯৭ সালে পিনাকীর সঙ্গী বাদল মণ্ডলকে খুন করলাম। এক হাতেই গুলি চালাই। ওটাই আমার প্রথম খুন।

প্রশ্ন: কেন খুন করতে হল?

উত্তর: পিনাকীর টাকা পয়সার বিষয়টা ওই দেখত। আমরা যা কাজ করতাম তার ভাগ পেতাম না। তাই ওকে খুন করলাম।

প্রশ্ন: আর কোনও খুন?

উত্তর: ৯৯ সালে নোনা রায় বলে আর একজনকে খুন করি। বোমা আর গুলি দুটোই মেরেছিলাম।

প্রশ্ন: মোট ক’টা খুন হয়েছে তোমার হাত দিয়ে?

উত্তর: স্যার, আমি দুটো খুন করেছি।

প্রশ্ন: তোমার নামে তো ৭টি খুনের মামলা রয়েছে?

উত্তর: না স্যার। আমি আর কোনও খুন করিনি।

প্রশ্ন: পুরসভা নির্বাচনের দিন নয়াপট্টিতে এক সঙ্গে জোড়া খুনের ঘটনায় মূল অভিযোগ তোমার নামেই তো রয়েছে। সেটা কে করেছে?

উত্তর: ওই দিন আমি জলসায়

এর পর সাতের পাতায়

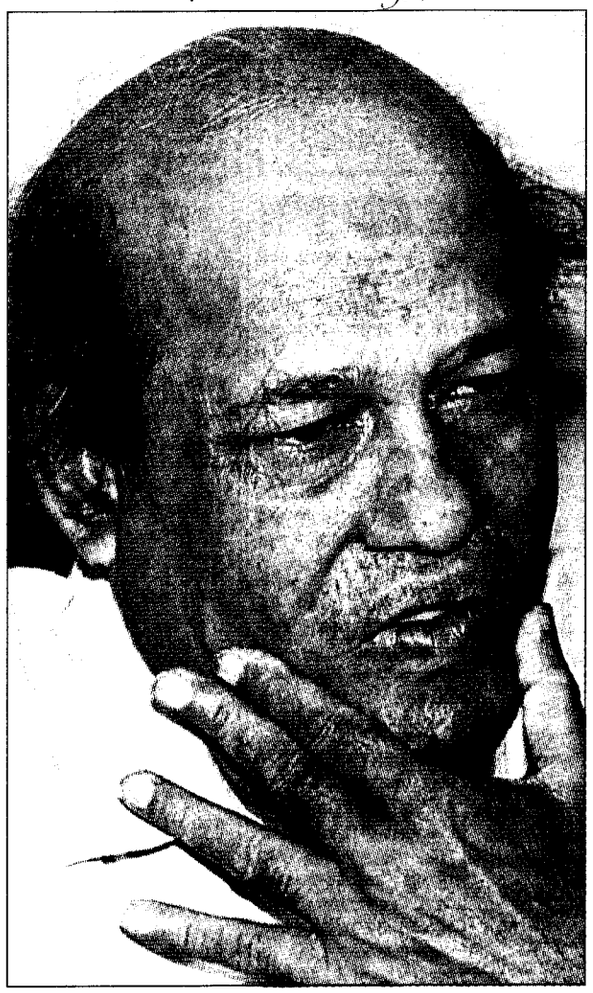

সুভাষ বললেন, “নাম শুনেছি, চিনি না।” ধরা পড়ে দিলীপ বলল, “সবাই কাজে লাগায়, পরে আর চিনতে পারে না।” — ফাইল চিত্র, সুদীপ আচার্য

ষষ্ঠী দুলের বাড়ি থেকে পাকড়াও হাত-কাটা দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা: টানা চারমাস পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নাটকীয়ভাবে ধরা পড়ল কুখ্যাত অপরাধী হাত-কাটা দিলীপ। শুক্রবার ভোররাতে হুগলির ন’পাড়ায় ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার ষষ্ঠী দুলের বাড়ি থেকে দিলীপকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু আরও নাটকীয়ভাবে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নাম।

গত জুলাইয়ে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, দিলীপকে তিনি ধরবেনই। এ দিন নয়াদিল্লিতে বুদ্ধবাবু বলেছেন, “দিলীপকে ধরব বলেছিলাম। ধরেছি।” কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীর নাম এই অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকর্তারাও কলকাতায় বলেছেন, “নো কমেন্টস্।”

বিধাননগরের এস ডি পি ও হুমায়ুন কবীর গত চারমাস ধরে দিলীপকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে উপনগরীর মার্লিন পার্ক রিসর্টে তিনি হানা দিয়েছিলেন দিলীপের খোঁজে। সেখান থেকে সি পি এম সাংসদ জ্যোতির্ময়ী সিকদারের স্বামী প্রাক্তন অ্যাথলিট অবতার সিংহকে গ্রেফতার করা নিয়েও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন আগে হুগলির হরিপালের এক চিকিৎসকের সূত্র ধরে দিলীপের হদিস পান হুমায়ুন। জানতে পারেন, গত তিনমাস ধরে সে ষষ্ঠীর বাড়িতেই রয়েছে। তারপরেই পুলিশি অভিযান। আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ দিলীপকে ধরে সরাসরি নিয়ে আসা হয় বিধাননগরে। সেখানেই তাকে জেরা শুরু করেন জেলাপুলিশের পদস্থ অফিসাররা। রাতে দিলীপকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে বেরিয়েছে পুলিশ। সল্টলেকের কাছে নয়াপট্টি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করে পুলিশ। মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অবশ্য পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। সুভাষবাবু কিন্তু নাম না-করে আবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর কথায়, “ওই অফিসার যুবভারতী কাণ্ড, জ্যোতির্ময়ী পর্ব, সব ক্ষেত্রেই আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করছেন!”

হাত-কাটা দিলীপ-কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার জন্য ষষ্ঠীর পরিবার সরাসরি সুভাষবাবুর দিকেই আঙুল তুলেছে। ষষ্ঠীর নিজের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় এমন একটি ইঙ্গিত মিলেছে যে, ‘মৃত্যুভয়’-ই তাকে বাধ্য করেছিল দিলীপকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে। কিন্তু ষষ্ঠীর পরিবারের আক্ষেপ, বিনা দোষে স্রেফ মন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়েই তারা ফেঁসে গেল। ষষ্ঠীর দাদা সলিল বলেন, “মন্ত্রী সুভাষবাবুর নির্দেশেই ভাই (ষষ্ঠী) দিলীপকে আমাদের বাড়িতে রেখেছিল। ভাইয়ের অনেক বন্ধুই আমাদের বাড়ি আসে। কিন্তু ও কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে জানতাম না।” সুভাষবাবুর নির্দেশেই যে দিলীপকে ওই বাড়িতে রাখা হয়েছিল, তা স্পষ্ট জানিয়েছেন ষষ্ঠীর সম্পর্কিত এক কাকা সনাতন দাসও। তিনি বলেন, “মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কথা রাখতে গিয়েই পুরো পরিবারটা শেষ হয়ে গেল।”

সুভাষবাবু অবশ্য যথারীতি ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানান, দিল্লিতে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁকে ওই ঘটনার সঙ্গে চক্রান্ত করে জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। অনিলবাবু দিল্লিতে বলেন, “সুভাষ’দা বলেছেন, উনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, দিলীপকে ধরবেন। ধরেছেন।” তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা জানিয়ে সুভাষবাবু বলেছেন, “চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার সঙ্গেই এটা করা হচ্ছে। আমি তাঁকে বলেছি যে, এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেব।” মন্ত্রী আরও বলেন, দিনপনেরো আগেই দিলীপের মা তাঁর কাছে এসেছিলেন। মন্ত্রীর কথায়, “আমি তখন বাড়ি ছিলাম না।আমার দলের ছেলেরা তাঁকে বুঝিয়েসুজিয়ে ফেরত পাঠায়। আমি থাকলে বলতাম যে, ছেলেকে সারেণ্ডার করতে বলুন। সেটাই ভাল হবে। যাই হোক, পনেরো দিনের মধ্যেই একটা ঘটনা তো ঘটল!”

ষষ্ঠীর পরিবারের অভিযোগ সম্পর্কেও মন্ত্রীর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাঁর কথায়, “ওরা এখন একটা খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। এটা কী করে হয়? আমার কি কোনও বুদ্ধিই নেই যে, দিলীপকে ষষ্ঠীর বাড়িতে রাখতে যাব?” তিনি আরও বলেন, “যে লোকের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, তাকে কেন আশ্রয় দিতে বলব? আমাকে ঘিরে এর আগেও যে রকম অশুভ ষড়যন্ত্র হয়েছে, এ-ও তাই।” মন্ত্রীর আরও বক্তব্য: “ও বসাকবাগানে থাকত। নানা দুষ্কর্ম করত। খুনের ঘটনাতেও জড়িত বলে শুনেছি। ওর বিরুদ্ধে আমি উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ

এর পর সাতের পাতায়

উঁচু মহলে ঢোকার চেষ্টা কাল হল ষষ্ঠীর

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

প্রবল শীতের রাতে ময়দানের ক্লাব তাঁবুর উনুনের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকত সেই তরুণ। এ শহরে তাঁর আর থাকার জায়গা ছিল না জর্জ টেলিগ্রাফ বা খিদিরপুর তাঁবু ছাড়া। ভাল করে খাওয়ারও।

কলকাতায় প্রথম খেলতে আসার সময় ভোর সাড়ে তিনটেয় উঠতে হত প্রতিদিন। সরাই ন’পাড়া গ্রাম থেকে সাইকেলে প্রায় বারো তেরো কিলোমিটার হরিপাল স্টেশন। তার প্রথম ট্রেনে কলকাতা।

সবার পছন্দের ফুটবলার ছিলেন তিনি। সব কর্তার। সব কোচের। অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসার গল্প পরের প্রজন্মের ফুটবলারদের শোনানো হত।

বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে সকাল আটটা থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ‘বন্দি’ ষষ্ঠী দুলেকে দেখে এই সব গল্প মেলানো যাচ্ছিল না। বয়স যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। তাঁবুর এ ঘর থেকে ও ঘর ছোটাছুটি করছেন। পরিচিত লোকদের দেখে আর হাসি বিনিময় নেই। কথা বলতে গেলে ঢুকে যাচ্ছেন অন্য ঘরে, “আজ ছেড়ে দিন”। বিধাননগর থানা থেকে দাদার ফোন এল। ষষ্ঠী খুব নিচু গলায় কী সব বলছিলেন। দুপুর দুটো নাগাদ মিনিট তিনেকের জন্য সাংবাদিকদের সামনে এলেন। ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছিলেনই না। টুকরো টুকরো ভাবে সংলাপ, “আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। বন্ধুত্ব হয়। কে কেমন বোঝা কঠিন।” তার পরেই উঠে যেতে যেতে বলে

ষষ্ঠী দুলে

দীপঙ্কর রায়

গেলেন, “ক’দিন আগে বাড়িতে গিয়েছিল। থাকতে চাইল। এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। আমাদেরও মৃত্যুভয় আছে।”

মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়ই হয়তো ষষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল দিলীপকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে। ক্লাবকর্তারা বলছেন, একমাস হরিপালে থাকার পরে দিলীপকে নিয়ে আপত্তি করেছিলেন ষষ্ঠী। হাতকাটা দিলীপ একটা বন্দুক দেখিয়ে বলেছিল, “আমি এখানেই থাকব।” দরজা ফাঁক করলে দেখা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের ভিড়ে বসে আছেন আর এক অভিযুক্ত ফুটবলার দীপঙ্কর রায়। ষষ্ঠীর মতোই মুখচোখ শুকনো। খুব গরিব পরিবার থেকে উঠে এসে সাফল্যে মাথা ঠিক রাখতে না পারার আদর্শ উদাহরণ হতে পারেন এই দু’জন। ইস্টবেঙ্গলেরই এক সিনিয়র ফুটবলার ষষ্ঠীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন ক’দিন আগে, “ডিস্কো যাওয়া, রাত বিরেতে বাড়ি ফেরার অভ্যাসটা ছাড়। আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশিস না। ভুলে যাস না, আমরা অনেক গরীব ঘর থেকে উঠে এসেছি।” আজ যখন ক্লাব তাঁবুতে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দুই ফুটবলার, তখন হয়তো সেই উপদেশ মনে পড়েছে বারবার।

কী ভাবে অতি সরল সাদাসিধে ষষ্ঠীর জীবন পাল্টে গেল একেবারে? ইস্টবেঙ্গল কর্তা, ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বললে একেবারে উপন্যাসের চরিত্রের কথা মনে পড়ে যাবে। মোহনবাগান-টালিগঞ্জ ঘুরে ইস্টবেঙ্গলে এসেই ষষ্ঠীর যাবতীয় সাফল্য। তিন বছর আগে। তার পরেই তাঁর জীবন পাল্টানোর শুরু। ভাইচুং ভুটিয়ার এক

এর পর সাতের পাতায়

কাল হল ষষ্ঠীর

প্রথম পাতার পর

নশ্বর বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যেখানে ভাইচুং, সেখানে ষষ্ঠী। একই সঙ্গে সুভাষ চক্রবর্তীর খুব কাছের। প্রায় ক্রীড়ামন্ত্রীর বাড়ি যান, এটা গ্রামের ছেলের অন্যতম গর্ব ছিল। বড় বড় নামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোও পছন্দ তাঁর। সেই লোভে লোকসভা নির্বাচনে অমিতাভ নন্দীর প্রচারসভায় দেখা যায় তাঁকে। চিত্রতারকা থেকে মন্ত্রী, সবার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে বাড়ে তাঁর। বাড়ে গাড়ির সংখ্যা। দমদম জপুরে ফ্ল্যাট কেনেন। বাংলার এক প্রভাবশালী কোচকে ষষ্ঠী একদিন অভিনব প্রস্তাব দেন, "আপনি আপনার পোশাকে একটা কোম্পানির লোগো জামায় লাগিয়ে সব জায়গায় ঘুরবেন। আমরা টাকা দেব।"

নিজের পয়সায় দাদা ও ভাইদের দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছিলেন ষষ্ঠী। তাঁরা যে তাঁর নাম করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন গ্রামে, সেটা জানতেনও না। অথবা না জানার ভান করে থাকতেন। প্রথম থেকে যে চূড়ান্ত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বড় হয়েছেন, তা ইদানীং আর তাঁকে মানতে দেখা যাচ্ছিল না। অনেক কর্তাই বলছেন, ইদানীং ষষ্ঠী অনেক দিনই বাড়ি ফিরতেন রাতে। এলাকার প্রভাবশালী লোকেদের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়েছিলেন। মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল।

হাতকাটা দিলীপের সঙ্গে তাঁদের কী ভাবে যোগাযোগ হল, এটাই একটা রহস্য। দীপঙ্কর প্র্যাকটিস সেরে এসে বলছিলেন, "ওরই যে নাম হাতকাটা দিলীপ তা আমরা জানতাম না। অন্য নামে জানতাম। একটা ফুটবল ফাইনালে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়ে এই লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়। এ রকম নানা জায়গায় বন্ধুত্ব হয়।" এ সময় পাশের ঘর থেকে এসে তাঁকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। দীপঙ্করকে নিয়ে চলে গেলেন। ক্লাবকর্তা মহলে যা শোনা গেল, ফুটবল ফাইনালে আলাপ হওয়ার পরে ষষ্ঠী, দীপঙ্করদের নানা ছোটখাটো উপহার দিত হাতকাটা দিলীপ। নানা প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

এই করতে করতেই বিশ্বাস অর্জন করে নেয় দুই ফুটবলারের। বাঁশদ্রোণীর দীপঙ্করকেই দিলীপ প্রথমে প্রস্তাব দেয়, "আমার বাবা-মার সঙ্গে গণ্ডগোল চলছে। তোমার বাড়ি কিছুদিন থাকতে চাই।" বোনের বিয়ে বলে দীপঙ্কর কাটিয়ে দেন 'বন্ধু'কে। তার পরে দিলীপের ভার পড়ে ষষ্ঠীর।

নইলে হয়তো ভোর রাতে হরিপালের বদলে রাজ্য পুলিশের জিপ রওনা হত বাঁশদ্রোণীর দিকেই।

ষষ্ঠীর বাড়ি থেকে পাকড়াও দিলীপ

প্রথম পাতার পর

সুপার, লেকটাউন থানার ও সি-সহ পুলিশের নানা মহলে অন্তত ১০ বার অভিযোগ জানিয়েছি। ওকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না!" ক্রীড়ামন্ত্রী শুক্রবার কালনায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে প্রথমে জানান, দিলীপের গ্রেফতারির খবর তাঁর জানা নেই। পরে তিনি বলেন, "আমি ওই ব্যক্তিকে নামে চিনি। তবে ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে থাকলে ঠিকই করেছে।" ষষ্ঠীর প্রসঙ্গে অবশ্য সুভাষবাবুকে কিঞ্চিৎ রক্ষণাত্মক শুনিয়েছে। তাঁর কথায়, "অনেক খেলোয়াড়ের মতো ষষ্ঠীরও আমার বাড়িতে যাতায়াত আছে। ওর বাড়ি থেকে দিলীপকে ধরলেও ওকে কি দোষী বলা যায়? ওই বাড়িতে তো ও ছাড়াও অনেক লোক থাকেন!" রাজ্যপুলিশের ডিজি শ্যামল দত্ত উত্তরবঙ্গে বলেন, "ষষ্ঠীর সঙ্গে দিলীপের কী যোগাযোগ, তা এখনই বলা অসম্ভব। ওই বাড়িতে আরও ৪/৫ জন থাকত। কারও বাড়ি থেকে কেউ ধরা পড়লেই মালিককে সঙ্গে সঙ্গে দোষী বলা যায় না। তার জন্য তদন্ত চলছে।"

ষষ্ঠীর পরিবার অবশ্য জানাচ্ছে, দিলীপ থাকাকালীন তারকা ফুটবলার অন্তত দু'বার বাড়িতে এসেছিলেন। মাস তিনেক আগে ইস্টবেঙ্গলেরই ফুটবলার দীপঙ্কর রায় ষষ্ঠীর বাড়িতে দিলীপকে রেখে যান। মা গীতা দুলে বলেন, "নিজেরা জেনেশুনে কেন বিপদ ডেকে আনব? ষষ্ঠীর বন্ধু দীপঙ্কর বলেছিল, বিপদে পড়েছে ছেলেটা। দশ দিন থাকবে। সেই থেকেই ও (দিলীপ) এ বাড়িতে ছিল।"

গত প্রায় তিনমাস ধরে ষষ্ঠীর বাড়িতে তারই ঘরে বহাল তবিয়তে গা-ঢাকা দিয়েছিল দিলীপ। তার আয়েসের জন্য ঘরে লাগানো হয়েছিল বাতানুকূল যন্ত্রও। শুক্রবার ভোর রাতে হুমায়ন কবীরের বিধাননগর এবং হরিপাল থানার পুলিশের যৌথ হানার আঁচ পেয়েও অবশ্য কোনও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি সে। তদন্তকারী অফিসাররা জানান, দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে নিজেই ধরা দেয়। দিলীপের সঙ্গেই পুলিশ ষষ্ঠীর দাদা উদয়কেও হেফাজতে নিয়ে যায়। আর এক দাদা সলিল আপাতত হরিপাল থানায়।

ষষ্ঠীর বাড়ির চেহারা গত ক'মাসে অবশ্য আমূল বদলে গিয়েছে। পুরোন মাটির বাড়ির জায়গায় দোতলা পাকা বাড়ি। দেওয়াল তৈরি চলছে। দিলীপ থাকত ষষ্ঠীর ঘরেই। সেই ঘরটি সিল করা হয়েছে। পুলিশ বলে, "ঘরে প্রচুর বিদেশি মদের বোতল এবং সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে।" তবে গ্রামবাসীরা জানান, ক'মাসে তাঁরা কেউই দিলীপকে দেখতে পাননি। কিন্তু দুলে পরিবারের উপরে তাঁদের ক্ষোভ। গ্রামবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "ষষ্ঠী ফুটবলের গৌরব হলেও গ্রামের লজ্জা। ওদের পরিবারের অত্যাচারে পুলিশকে স্মারকলিপি পর্যন্ত দিয়েছি। ওর এক ভাই কিছুদিন আগে আমাকে মারধর করে। ষষ্ঠীকে সে কথা বলায় সেও খারাপ ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে। আমরা চাই বাড়িতে 'খুনি পোষার' উপযুক্ত সাজা পাক ওরা।" *তথ্য— অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সরকার, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, পার্থসারথি সেনগুপ্ত।*

30 OCT 2004 ANADABAZAR PATRIKA

সুদর্শনের আক্রমণ 'মার্ক্সপুত্রদের'

পঃবঙ্গে ২৭ বছরের বাম শাসন ধ্বংসাত্মক

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ অক্টোবর: আডবাণীর পরে এ বার সুদর্শন সি পি এমের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন।

কংগ্রেস বা সনিয়া গাঁধী নন, নাগপুরে আর এস এসের শীর্ষ নেতৃত্ব আজ বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণীকে পাশে নিয়ে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন কমিউনিস্টদের। বামপন্থীদের 'মার্কস ও মেকলের পুত্র' বলে ব্যঙ্গ করে আর এস এস প্রধান সুদর্শন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন। আজ নাগপুরে আর এস এসের বার্ষিক সভায় তিনি বলেন, "২৭ বছর সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আছে। মার্কসপুত্রেরা তাঁদের নেতিবাচক চিন্তার জন্য ধ্বংসাত্মক ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছেন। গঠনমূলক কাজ তাঁরা করতে পারছেন না। আগে ওখানে পরিবর্তন প্রয়োজন।"

সুদর্শনের এই সমালোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই সি পি এম নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। দলের পলিটব্যুরোর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "এ রাজ্যে বামপন্থীরা কোনও উন্নয়ন ঘটায়নি বলে সুদর্শন যে অভিযোগ করেছেন, তা এ রাজ্যের একজন মানুষকেও বিশ্বাস করাতে পারবেন না। আর সেই কারণেই আমরা মার্কসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে ২৭ বছর ধরে সরকার পরিচালনা করছি। আরও অনেকদিন করব।"

সি পি এমের মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি'-র সর্বশেষ সংখ্যায় আরএসএসের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বিজেপি-র সভাপতি হিসাবে আডবাণীর দায়িত্ব গ্রহণের সমালোচনা করে সিপিএম বলেছে, এর ফলে বিজেপি আরও বেশি করে সাম্প্রদায়িক পথে এগোবে। আর তারই জেরে সুদর্শন পাল্টা আক্রমণ হেনে বলেছেন, "মার্কসপুত্র এই বামপন্থীরা হিন্দু শক্তির ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"

এই প্রসঙ্গে অনিলবাবুর মন্তব্য, "কয়েকদিন আগে আডবাণী যে ধরণের বিষোদগার করেছিলেন, আজ আরএসএস প্রধান তাই করেছেন। তবে সুদর্শন রাজনৈতিক শিষ্টতা ছাড়িয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মার্কস ও মেকলের অনুগামী বলে নিজেদের উগ্র হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী হিসাবেই আরেকবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী, সেজন্য আমরা গর্বিত।"

আরএসএস নেতৃত্বকে কমিউনিস্টরা চিরকাল আক্রমণ করে এসেছেন, আবার বামপন্থীদের বিরুদ্ধেও আরএসএস নেতারা সব সময়েই সরব হন। কিন্তু এখন বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে মনমোহন সিংহের সরকার গঠিত হওয়ার পরে

এর পর পাঁচের পাতায়

ধ্বংসাত্মক

প্রথম পাতার পর

এই রাজনৈতিক আক্রমণকে সুপরিকল্পিত বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপিও এখন কংগ্রেস ও বাম নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে তুলে ধরতে বেশি আগ্রহী। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে কংগ্রেসের বদলে বামপন্থীদের আক্রমণ করে আরএসএস দু'দলের সম্পর্কে জটিলতা তৈরির চেষ্টা করছে।

দলের সভাপতি হওয়ার পরে আডবাণীর নাগপুরে যাওয়াও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আডবাণী বিজেপি-র ভবিষ্যৎ রণকৌশল নিয়ে সুদর্শনের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। বৈঠকে আরএসএস-কে আডবাণী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে বিজেপি সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবেন। আবার এ-ও ঠিক হয়েছে যে রামমন্দিরের মতো বিষয় আর আন্দোলনের বিষয় হবে না। হিন্দুত্বকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে এসে প্রচার কৌশল অব্যাহত রাখবে বিজেপি। জানুয়ারি মাসে তাঁর পাকিস্তান সফরের কথাও আডবাণী আরএসএস নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বের লক্ষ্যে এগোতেই বিজেপি এখন আগ্রহী।

অবশ্য, আডবাণী আজ আরএসএস নেতৃত্বকে জানিয়ে এলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঠিক যে ভাবে, যে ভঙ্গিতে চাইছে, সে ভাবে বিজেপি আর প্রচার করতে পারবে না। বস্তুত তাঁরা আরএসএস নেতাদের বোঝাতে চাইছেন, সময়ের চাহিদা অনুসারে আন্দোলনের ধারাতেও পরিবর্তন আনতে হবে। তবে হিন্দুত্বকে জাতীয়তাবাদের বিষয় হিসাবে বিজেপি প্রচার করবে। লোকসভা বা মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র বিপর্যয় নিয়ে সুদর্শন মুখ না খুললেও, বিজেপি'র সাম্প্রতিক মুসলিম তোষণের পরোক্ষ সমালোচনা করেন। বিজেপি'র নবনির্বাচিত সভাপতির সামনেই সুদর্শন হিন্দুত্বের প্রশ্নে সংঘের চাপ সৃষ্টি করলেন। আডবাণী আজই ফিরছেন। আজ তাঁর পাশে নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসাবে হাজির ছিলেন বরুণ গাঁধীও।

ANADABAZAR PATRIKA
23 OCT 2004

ANADABAZAR PATRIKA
21 OCT 2004

পুজোর রাতে রেস্তোরাঁয় ঢুকে মালিককে পিটিয়ে খুন

গুন্ডা নিয়ে হামলা ● উৎসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল পুলিশ ● ঘুরে দেখেনি জনতা

স্টাফ রিপোর্টার: সপ্তমীর রাতে মহানগরীর বুকে আক্রান্ত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে গুন্ডাদের হাতে প্রাণ দিলেন এক প্রাক্তন বিমানচালক। দক্ষিণ কলকাতার লেক ভিউ রোডে পারিবারিক রেস্তোরাঁর ভিড় সামলাতে এসে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী নামে ওই ব্যক্তি 'দাদাগিরি'র শিকার হলেন। পুলিশ কিন্তু বিষয়টিকে স্রেফ বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া ঝগড়ার জের বলে চালাতে চাইছে। অভিযুক্তদের কাউকেই ধরতে পারেনি তারা। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়নি খুনের অভিযোগও। পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তীও বিষয়টিকে 'গুরুতর কিছু নয়' বলে দায় এড়াতে চেয়েছেন।

গোটা ঘটনায় ওই অভিজাত পাড়ার মানুষ আতঙ্কিত। মহাষ্টমীর দিনে পাড়ায় প্রধান আলোচ্য ছিল ওই মর্মান্তিক ঘটনাটিই। যাদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে, তাদের ভয়ে পাড়ার মানুষ তটস্থ। কাছেই একটি পুজো মণ্ডপ। সেখানে মহাষ্টমীর ভিড়ে নিচু স্বরে আলোচনা চলছে এই নিয়ে। প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে নারাজ। এলাকায় বাড়তি পুলিশও মোতায়েন করা হয়নি।

বুধবার রাতে গোটা মহানগরী যখন সপ্তমীর আনন্দে গা ভাসাচ্ছে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে জনস্রোত পূর্বে-পশ্চিমে আছড়ে পড়ছে, রাইফেলধারী পুলিশ ভিড় সামলাচ্ছে, সেই সময়েই হামলা হয় বিশ্বরূপবাবুদের রেস্তোরাঁয়। রাত তখন পৌনে ১টা। রোস্তারাঁ থেকে শেষ ক্রেতা তখন বেরিয়ে যাওয়ার মুখে। কর্মীরা সব গোছগাছ করছেন। পুজোর ভিড়ে ছেলে রাজর্ষিকে সাহায্য করতে সেখানে হাজির ছিলেন বিশ্বরূপবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রত্নাদেবী। যে-বাড়িতে ওই রোস্তোরাঁ, তার মালিক এবং পাড়ার দুই যুবক সেই সময় সেখানে হানা দেয় বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রথমে আক্রান্ত হন রাজর্ষি। ঘুষির চোটে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে যান বাবা।

রাজর্ষিকে ছেড়ে দুষ্কৃতীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বরূপবাবুর উপরে। এগিয়ে যান রত্নাদেবীও। এক দুষ্কৃতী তাঁর চুলের মুঠি ধরে চড় মারে বলে অভিযোগ। অন্যেরা বিশ্বরূপবাবুকে মাটিতে ফেলে তাঁর বুকে লাথি মারে বলে অভিযোগ করেছেন রাজর্ষি। চলতে থাকে কিল-চড়। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন বিশ্বরূপবাবু। মা ও ছেলে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করতে করতে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু মাইকের শব্দ আর মানুষের কোলাহলে তা চাপা পড়ে যায়। মোড় থেকে দুই পুলিশকর্মীকে ডেকে নিয়ে আসেন রাজর্ষি। রাস্তার লোকজনও ছুটে যান। দুষ্কৃতীরা তত ক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বরূপবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তখন রেস্তোরাঁর কর্মীরা কোথায় ছিলেন, কেন তাঁরা মাত্র তিন দুষ্কৃতীর মোকাবিলা করতে পারলেন না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিহত রেস্তোরাঁ-মালিকের ছেলে রাজর্ষি এবং স্ত্রী রত্না। — দেবীপ্রসাদ সিংহ

ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত ওই বাড়িওয়ালা পরেশ মুখোপাধ্যায় ফেরার। লেক ভিউ রোডের ওই বাড়িরই উপরের তিনটি তলা মিলিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকেন তিনি। পেশায় সরকারি চাকুরে পরেশবাবুর সঙ্গেই পলাতক হামলাকারী বলে চিহ্নিত নোটন তালুকদার ও কচি হাজরা নামে তাঁর দুই প্রতিবেশী। পরেশবাবুর এক ভগ্নীপতিকে পুলিশ আটক করেছে। লেক থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তী বলেন, "ওই ঘটনায় হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না। ধাক্কাধাক্কি, মারামারিতে এটা ঘটে গিয়েছে।" এর সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তাহীনতার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা যা-ই বলুন, বিশ্বরূপবাবুর বাড়ির লোকজন একে খুন ছাড়া অন্য কিছু বলতে নারাজ। তাঁদের অভিযোগ, বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যই খারাপ ছিল। না-হলে তিনি অত রাতে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে এসে রেস্তোরাঁয় চড়াও হবেন কেন? বছর দুয়েক আগে ৮৮-এ লেক ভিউ রোডের ওই চারতলা বাড়ির এক তলার ২৫০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া নিয়ে চিনা ও তন্দুর ঘরানার খাবারের রেস্তোরাঁ খোলেন স্নাতক রাজর্ষি রায়চৌধুরী। বিশ্বরূপবাবু প্রথমে কমার্সিয়াল পাইলট ছিলেন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাতেও চাকরি করেছেন। স্বেচ্ছাবসর নিয়ে কিছু দিন আগে তিনি কনসালটেন্সি ফার্ম করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী রত্নাদেবী প্রায়ই ছেলের রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাজে সাহায্য করতেন। পুজোর দিনে স্বামীহারা রত্নাদেবী কার্যত বাগ্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

রাজর্ষি বলেন, "লিখিত চুক্তি করে তিন বছরের জন্য মাসিক ১২,০০০ টাকায় পরেশবাবুর কাছ থেকে ওই ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। চুক্তিতে বলা ছিল, ভাড়া বাড়িয়ে আরও তিন বছর ওই জায়গা নেওয়া যাবে। কিন্তু গত ৬-৭ মাস ধরে আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য বাড়িওয়ালা নানা রকম ফন্দিফিকির আঁটছেন। কিছু দিনের মধ্যেই উনি দোতলায় ঘরের মেঝে অর্থাৎ আমাদের ছাদ ফুটো করে রেস্তোরাঁয়

এর পর তিনের পাতায়

রাতে রেস্তোরাঁয় ঢুকে মালিককে পিটিয়ে খুন

প্রথম পাতার পর

নোংরা জল ফেলতে শুরু করেন।" বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। রাজর্ষির দাবি, আদালত বাড়িওয়ালাকে রেস্তোরাঁর ছাদ মেরামত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তিনি তা না-করায় রাজর্ষিরা চার-পাঁচ মাস ধরে ভাড়া বন্ধ রাখেন। তার পরেই বাড়িওয়ালা তাঁদের নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন বলে ওই যুবকের অভিযোগ।

রাজর্ষির কথায়, "তখন রাত পৌনে ১টা। শেষ খদ্দেরও চলে যাচ্ছেন। এমন সময় পরেশ মুখোপাধ্যায় পাড়ার ওই দু'জনকে নিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে রেস্তোরাঁয় ঢোকে। প্রথমেই আমার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘুষি মারতে থাকে। বাবা ঠেকাতে এলে ওরা তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকে দমাদম লাথি, কিল, ঘুষি মারতে শুরু করে। মাকেও চুল ধরে টেনে মারধর করে। বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আমি আর মা সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পায়নি।"

পরে খবর পেয়ে পুলিশ যখন পৌঁছয়, হামলাকারীরা তত ক্ষণে বেপাত্তা। শেষ রাতে বাড়িতে তখন তালা লাগানো ছিল। পুলিশ তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পরেশ মুখোপাধ্যায়ের ওই আত্মীয়কে আটক করে। গৃহকর্তা ফেরার। তাঁর বাড়ির কেউ কিছু বলতে চাননি। শুধু মূল অভিযুক্তের মা শান্তি মুখোপাধ্যায় বললেন, "পরেশ এখানে নেই। কোথায় গিয়েছে বলতে পারব না। আমি সত্যিই কিছু জানি না।"

ANANDABAZAR PATRIKA

21 OCT 2004

Shameful mishap

Urgent need for jail reforms in Bengal

The death of a young undertrial in the Presidency Jail has again caught the government on the wrong foot. Questions arise not on the nature of the charge on which he was being held but on the double standards applied for those arrested. The husband of a CPI-M member of Parliament, nabbed from his hotel in Salt Lake which was said to be the centre of anti-social activities, managed to get into the VIP ward of SSKM hospital for ailments that doctors failed to specify. In the latest case, the jail authorities claimed that the undertrial, the 21-year-old Sampad Mukherjee was suffering from gastro-intestinal ulcer and epilepsy. What is mysterious is that the jail authorities acknowledge that the last time a doctor had visited him was on 2 September. The point is that, while a CPI-M minister has gone public with his defence of Avtar Singh, there was no one to monitor the condition of the accused in the Presidency Jail if it indeed was that serious. While all this raises suspicions in the public mind, the jail officials are answerable for the death of a prisoner before he could get a judicial verdict in a murder case. The attitude of jail, police officials and the minister is typical of attempts at a cover-up whenever such mishaps occur.

It will be a miracle if all this arouses the government into corrective action. Jails in West Bengal are in a miserable state, made worse by callousness and corruption to which the government is yet to provide an answer. In this case, the warder, the prison doctor and others on duty are answerable for an unnatural death that is another blot on the jail administration. The government is generally quick in ordering an investigation. These inquiries do not amount to anything tangible and generally allow the issue to pass from the public mind. Besides, how effective are inquiries conducted by departmental officials liable to pressures and often end up offering protection to the guilty? The only other forum for redress is the human rights commission, which is where Sampad's case has been taken. It is open to question as to how seriously the government will take the commission's findings. Essentially it is a matter of self-awareness and desire to set things. Shameful mishaps such as these confirm the need for jail reforms in Bengal — without further delay.

16 OCT 2004

Chamber seeks help on FDI

Buddha turns US best bet

OUR BUREAU

Calcutta, Oct 12: A surprise proposal to act as the bridge between American business and the government in Delhi was tabled before Buddhadeb Bhattacharjee today.

Rolling out a wish list at a meeting at Writers' Buildings, representatives from the American Chamber of Commerce (Amcham) sought the support of the Left government in Bengal to expedite foreign direct investment (FDI) changes in telecom, civil aviation and insurance.

"We are hopeful that your party will provide support to the UPA government for early passage of these reforms," Sunil Mehta, chairman, Amcham, told the chief minister.

He focused on the benefits of FDI and the need to lay down a "predictable policy framework" for growth and development in the country.

Mehta – accompanied by a team of Indian CEOs of US companies like Bank of America, Oracle, Citibank, EMC Data, Ford India and Interra Information Technology – was engaged in a 30-minute meeting that covered issues ranging from the Left's stand on FDI to Bengal's potential to attract investment.

After the smiles and handshakes, came the critical question. Referring to the Left's stand on FDI, the group wondered whether there existed a disconnect between the Left lines in Calcutta and Delhi.

The question reflected a perception that the responsibilities of governance have made Bhattacharjee more receptive than his party colleagues in Delhi to economic realities.

"The chief minister said his government wanted FDI in all businesses in Bengal and the answer was reassuring. This government in Bengal would certainly like to have FDI," Mehta said later, applauding the chief minister's "candour and commitment".

The sentiment was echoed by commerce and industries minister Nirupam Sen, who also met the chamber representatives. "We are not against FDI. Our party's central committee has said that FDI has to be limited in certain sectors, though in Bengal there is no restriction on FDI in any sector," Sen said.

A few hours later, the venue of the FDI pitch shifted to Delhi with Union finance minister P. Chidambaram making a case before the Left for raising the investment limits in telecom. **(See Page 8)**

The American chamber also outlined its plan for a "resurgent" Bengal. "We will open an office in Calcutta in 2005," the Amcham chairman said. This will be the sixth office of Amcham in India after Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Bangalore.

He added that Bhattacharjee sought American investment in infrastructure, agro and food processing and manufacturing after making a presentation about the opportunities in the state.

"We have promised to do whatever we can for the state," said Mehta, who later met state information technology minister Manab Mukherjee.

Mehta said the state has come a long way and it's time the rest of the world knew about the changes. "Seeing is believing. So, we stressed that more people should be invited to Bengal to see for themselves the changes in the state."

The Amcham team's visit came a day before Kenneth Juster, US undersecretary for commerce, reaches Calcutta.

■ **Picture on Page 16**

DOUBLE PUSH

In Bengal

American business requests Bengal chief minister to support early passage of FDI reforms

In Delhi

P. Chidambaram makes an aggressive pitch for more FDI in telecom in a note to the Left

THE TELEGRAPH 13 OCT 2004

Mystery jail death of murder suspect

A STAFF REPORTER

Calcutta, Oct. 10: Sampad Mukherjee died today under mysterious circumstances in his solitary cell in Presidency Jail.

The prime accused in the murder of his friend, an undergraduate computer student called Kuntal Sain, the 21-year-old was grieved over by his mother Manjusha, who is also in the jail in connection with the same case.

"Both my younger son and I are in jail. Then who but my father-in-law should take Sampad's body?" Manjusha asked after the youth's grandfather refused to claim the body.

Sampad, his friend Arijit Pal, mother and brother Jyotirmoy were arrested during investigation into the murder of Kuntal, the son of a businessman at Domurjala, Howrah.

Kuntal was allegedly abducted by his two friends for a ransom of Rs 25 lakh and subsequently hacked to death on the night of July 1. The mutilated body was found the next day under a bridge on Kona Expressway. Manjusha and Jyotirmoy were said to be aware of the plot.

Sampad's mysterious death, two days before his scheduled production for trial in a Howrah court along with the other accused, has raised uncomfortable questions for the authorities. "We have no idea about the cause of his death," inspector-general (law and order) Chayan Mukherjee said after visiting the jail.

"There was no mark of injury on the body and the doctor who examined it could not readily offer an explanation. I hope the post-mortem will throw light on the mystery," he added.

A police reconstruction of Sampad's last few minutes in cell No. 35 showed that the death was quick but painful.

In jail for the last 82 days, his groans had brought a warder to the cell around 3.40 am. Finding Sampad frothing at the mouth and rolling about in pain, he sent for the jail doctor. By 4, when the doctor arrived, the youth was dead.

A conclusion on the nature of death will have to wait for the post-mortem report but jail officials are looking at a medicine overdose or a fatal reaction to a medicine as the likely cause.

Their view is based on the discovery of several strips of tablets, tubes of ointment, a plastic container full of white powder and several prescriptions after a search of the cell.

Epileptic Sampad required regular medication — a fact known to jail authorities.

Sleuths said the powder in the plastic container was a "surprise" because it was not mentioned in any of the prescriptions found, including the jail doctor's.

"We have sent the medicines for a forensic test" and an inquiry is on to find how the entire lot reached Sampad, deputy inspector-general (prisons) Ramapada Bhattacharya said.

The rules stipulate that a prisoner will be provided only a daily dose of medicine.

The investigators ruled out any impact on the trial because Sampad had already confessed to the crime in a statement to the magistrate.

■ See Metro

THE TELEGRAPH 11 OCT 2004

আকাশভাঙা বর্ষণে বিপর্যস্ত বাংলা

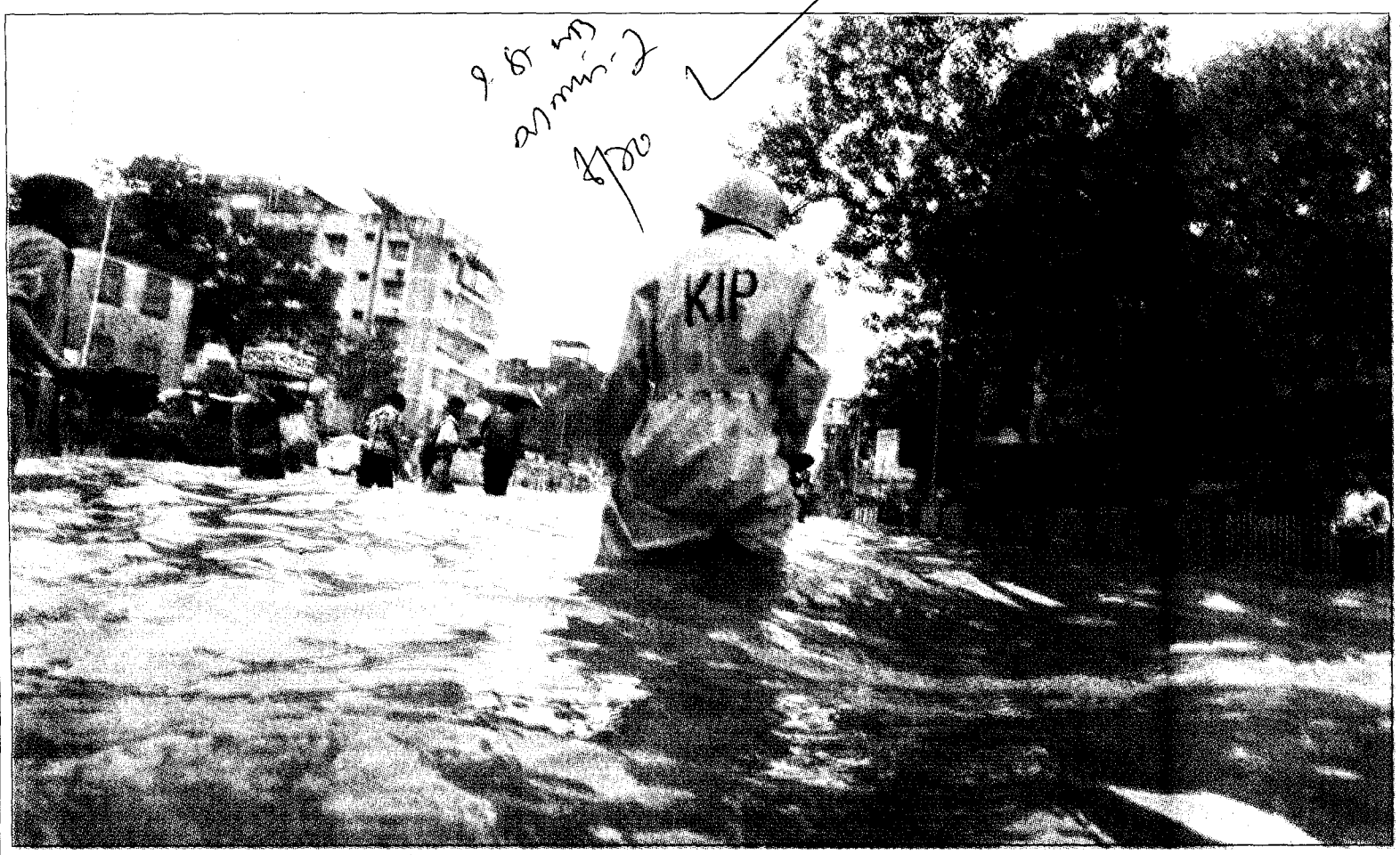

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পার্ক সার্কাস। রাজপথ নদী হয়ে গিয়েছে, জনজীবন অচল। অসহায় এক যানশাসক। — অশোক মজুমদার

এগারো ঘণ্টার পরিশ্রম বিফল কান্দিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা: চিত্র ১— হাজারখানেক বাসিন্দা টানা ১১ ঘণ্টা চেষ্টা করেও কান্দি বাঁচাতে পারলেন না। ভোর চারটে থেকে কোদাল, বেলচা, ঝুড়ি নিয়ে কাজ করেও হার মানতে হল ভরতপুরের গুন্দুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার দশটি গ্রামের মানুষ। বাঁধ চার ফুট তুলে ফেলার পরে ময়ূরাক্ষীর জল তা ভেঙে কান্দি ভাসিয়ে দেয় বেলা তিনটেয়। সন্ধ্যার আগেই দশটি গ্রাম ডুবিয়ে সেই জল কান্দি-সালার রাস্তার উপরে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যোগাযোগ। বাঁধ ভাঙার পর বিফলমনোরথ গুন্দুরিয়ার হাজার পনেরো বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সরে গিয়েছেন।

চিত্র ২—বৃষ্টি মাথায় নিয়েই গাইঘাটা ও স্বরূপনগরের হাজারখানেক মানুষ প্রায় ১০ কিলোমিটার হেঁটে এসে চারঘাটের কাছে যমুনা ও ইছামতীর সংযোগস্থল টিপি পার্ক কেটে দিলেন। সবারই হাতে শাবল, বেলচা, কোদাল। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে টিপি পার্কের ১৮ বিঘা জমি কেটে দেওয়ার পর প্লাবিত যমুনার জল প্রবল বেগে মিশতে শুরু করল ইছামতীতে। জলের তোড়ে স্রোত বেড়ে গেল ইছামতীরও। প্রশাসনের লোকজন বেশ কয়েকবার তাঁদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কান দেননি টিপি কাটতে আসা ক্ষিপ্ত লোকজন।

বৃহস্পতিবারের কান্দি এবং গাইঘাটা-স্বরূপনগরের এই খণ্ডচিত্রই গোটা দক্ষিণবঙ্গে আসন্ন বন্যা পরিস্থিতি বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট।

কলকাতা ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু ও তিন মহিলা-সহ মোট পাঁচজনের। বীরভূমে মারা গিয়েছেন দু'জন, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একজন করে এবং নদিয়ায় একজন। টানা বৃষ্টিতে তুমুল ক্ষতিগ্রস্ত মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম ও দুই ২৪ পরগনা। বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ায় আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে এই জেলাগুলি। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের তার ছিঁড়ে বেহাল হয়ে পড়েছে জনজীবন। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে মাত্র ২০ সেকেণ্ডের এক টর্নেডোয় বাড়ি ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দু'হাজার মানুষ। বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল জলের তলায়। বিপর্যস্ত ফুলচাষও।

এ দিন বাগদায় দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায় ওঙ্কার সিংহ নামে দু'বছরের এক শিশু। বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়গোপাল সরেন (৫৬) নামে একজনের। ওই জেলারই দুবরাজপুরে পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। পুলিশ রাতপর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানাতে পারেনি।

নদিয়ার চাকদহের শিমুরালি পশ্চিম চানুরিয়ার শ্মশানপাড়ায় মৃত্যু হয় চারমাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ বাইশ বছরের লক্ষ্মী সিকদারের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় মারা যান জ্যোৎস্না তুঙ নামে ৩৭ বছরের এক গৃহবধূ। ওই জেলায় প্রায় ছ'হাজার কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত আরও ১৪ হাজার কাঁচা বাড়ি। গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ব্যাপারে মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।

টানা ৫ দিন নিম্নচাপের বৃষ্টির মধ্যেই পরপর চারটি ঘূর্ণিঝড়ে উত্তর ২৪ পরগনার বন্যা-কবলিত বনগাঁ-বাগদার অবস্থা বেহাল। বন্যা কবলিত এই মহকুমা টানা বর্ষণের কবলে পড়ে এত বিপর্যস্ত যে, প্রশাসনের হিসেবেই গত কয়েকদিনে বানভাসির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৬ লক্ষ।

গত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ১৪২ মিমি ও ১১০ মিমি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যথাক্রমে ১০১ মিমি ও ১৩৫ মিমি। বাঁকুড়াতেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১১০ মিমি।

বীরভূম ও হাওড়ায় ৯৫ মিমি ও হুগলিতে বৃষ্টি হয়েছে ৫৫ মিমি। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫২ মিমি করে বৃষ্টি হয়েছে। পুরুলিয়াতেও ৯০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

কেলেঘাই ও সুবর্ণরেখা বিপদসীমা অতিক্রম করায় পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বন্যা-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পটাশপুরের বারচৌকা ও এগরার দুবদা অববাহিকা এলাকা এখন প্লাবিত। টানা কয়েক দিনের বৃষ্টির পাশাপাশি বাইরে থেকে আসা জলের চাপে এগরার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ জলবন্দি। জনজীবন বিপর্যস্ত। অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে পরীক্ষা বন্ধ করে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৫০০ কাঁচাবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। এগরার মহকুমাশাসক প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এ দিন বিকাল বিকেল পর্যন্ত এগরার তিনটি ব্লকের ১৭টি গ্রামে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, "ত্রাণ শিবির খোলার মতো পরিস্থিতি এখনও না-হলেও মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি এলাকায় স্পিডবোট ও নৌকা পাঠানো হয়েছে। ত্রিপল বিলি করা হচ্ছে। পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মজুত খাদ্যসামগ্রী। প্রয়োজনে শুকনো খাবার কিনে বিলি করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি প্রস্তুত।"

টানা দু'তিন দিন আরও বৃষ্টি হলে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই ডেবরা, সবং, পিংলা, ঘাটাল-সহ কয়েকটি ব্লকে ধান ও ফুলজমি ডুবে গিয়েছে জলে। সবংয়ে কেলেঘাই ও কপালেশ্বরীও ফুঁসছে। কয়েকটি জায়গায় বাঁধ ভাঙার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

● **বৃষ্টির আরও খবর**.... পৃঃ ৪ ও ১২

মৃত ৬, বহু বাড়ি চূর্ণ, জল ছাড়ায় বন্যার ভ্রূকুটি

স্টাফ রিপোর্টার: প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে পশ্চিমবঙ্গে মারা গিয়েছেন ছ'জন। পুজোর মুখে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে গোটা রাজ্য।

নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণে ভেসে গেল কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। আর নিম্নচাপ গতি পাল্টে উত্তর মুখে চলতে শুরু করায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি উত্তরবঙ্গও। জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার জন্য বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গোটা উত্তরবঙ্গেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। পাহাড়ি এলাকায় নেমেছে ধস।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হানা দিয়েছে টর্নেডো। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এবং মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে আছড়ে পড়ে ওই ঝড়। ভেঙে গিয়েছে বহু বাড়ি। বৃষ্টি ও ঝড়ে রাজ্যের ১০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বলে মহাকরণ সূত্রে খবর। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ১৩৬ মিলিমিটার বৃষ্টির ধাক্কা নিতে পারেনি কলকাতা। কার্যত গোটা শহরই চলে যায় জলের তলায়। পাতাল রেল ছাড়া সব রকমের পরিবহণ ব্যবস্থাই প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবে বিমান উড়েছে। কিছু ট্রেনও চলেছে। সল্টলেক এবং হাওড়া শহরের জনজীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পুজোর বাজার বসেনি। মাথায় হাত পুজোর উদ্যোক্তাদের।

ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণ এবং দ্বারকা, হিংলো, ব্রাহ্মণী নদী ফুলেফেঁপে ওঠায় জলাধার উপচে পড়ছে। ফলে তিলপাড়া জলাধার থেকে প্রায় দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ে সেচ গফতর। তাতে প্লাবিত হয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা ও বীরভূমের বেশ কিছু ব্লক। ডি ভি সি-র দুর্গাপুর বাঁধ থেকে প্রায় ৬২,০০০ কিউসেক জল ছাড়ায় পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন হয়েছে। কংসাবতী জলাধার থেকেও ৬০০০ কিউসেক জল ছাড়তে হয়েছে। তাতে প্লাবিত হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কিছু এলাকা। ফরাক্কা থেকে যাতে গঙ্গায় জল ছাড়া বন্ধ রাখা হয়, সেই জন্য কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে।

কলকাতা ছাড়া অন্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি হল মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূমের কিছু অংশ ও পূর্ব মেদিনীপুর। সেচমন্ত্রী গণেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণে স্থানীয় ভাবেও বেশ কিছু নদী ফুলেফেঁপে উঠে এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ইছামতী ও যমুনা ভাসিয়ে দিয়েছে বনগাঁ, গাইঘাটা ও গোবরডাঙাকে। মেদিনীপুরে কপালেশ্বরী ও কেলেঘাইয়ের কবলে পড়েছে মোহনপুর ও সবং। এগরার বহু এলাকা ভেসে গিয়েছে। সেচমন্ত্রী জানান, সুন্দরবনে বাঁধ না-ভাঙলেও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পাথরপ্রতিমা, সন্দেশখালি, সাগর, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা ও কাকদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হুগলির আরামবাগ, গোঘাট, পুরশুড়া ও তারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকার পরিস্থিতিও শোচনীয়। গঙ্গা এখনও বিপদসীমার নীচেই রয়েছে। বিপদ যাতে না-বাড়ে, সেই জন্য ফরাক্কা থেকে জল ছাড়া বন্ধ রাখতে বাঁধ-কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। প্লাবিত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের স্বেচ্ছাসেবকদের স্পিডবোট নিয়ে নামার নির্দেশ দিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়।

বর্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকালে দুর্গাপুর চলে যান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রাণমন্ত্রী বিকালে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের জলমগ্ন এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান। তার আগেই অসীমবাবুর ঘরে বৈঠকে বসেন ত্রাণমন্ত্রী, ত্রাণসচিব, মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডি জি। রাজ্য সরকার প্রাথমিক ভাবে ত্রাণ খাতে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মীদের ছুটি বাতিল করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতির মোকাবিলার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সকাল থেকেই খারাপ খবর আসছে। ঝাড়খণ্ডের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। বিহার ও ঝাড়খণ্ডে জল বাড়ছে। মুর্শিদাবাদের দিকে রাতে জল ঢুকবে। বীরভূমেও বিপদ হতে পারে। সতর্ক থাকতে বলেছি।"

এ দিকে, ক্ষতিগ্রস্তেরা কতটা ত্রাণ পেয়েছেন, সেই হিসাব খতিয়ে দেখছে সরকার। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "এই কাজে টাকার কোনও অভাব নেই। জেলায় জেলায় প্রচুর ত্রিপল ও খাদ্যশস্য মজুত আছে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে তা মানুষের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছনো দরকার। কলকাতায় কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন নম্বর ১০৭০।" ত্রাণমন্ত্রী বলেন, "এত ফোন আসছে যে, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আমাকে রাত দেড়টাতেও ফোন ধরতে হচ্ছে।" অর্থমন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "যাঁরা ফোন করছেন, তাঁরা অসহায় বলেই করছেন।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন শক্তিতে তাণ্ডব নিম্নচাপের

স্টাফ রিপোর্টার: আবহবিদদের কিছুটা ধোঁকা দিয়েই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ফিরে এল বাঁকুড়ার উপরে এবং ভাসাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গকে। ওই নিম্নচাপটির লক্ষ্য এখন উত্তরবঙ্গ। বৃহস্পতিবার দুপুরের পরেই নিম্নচাপটি দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করে উত্তরবঙ্গের দিকে। তার জেরে উত্তরবঙ্গে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। নেমেছে ধস। জল বেড়েছে সব নদীতেই।

যে-ভাবে দুর্বল হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল দিয়ে সোমবার নিম্নচাপটি স্থলভূমিতে ঢুকেছিল, তাতে তার থেকে বড় কোনও বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেননি আবহবিদেরা। দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিলেও সেটা যে এমন হবে, তা তখন ভাবতেই পারেননি তাঁরা। নিম্নচাপটি আরও দুর্বল হয়ে ছত্তীসগঢ় দিয়ে হয় বাংলাদেশের দিকে অথবা উত্তরবঙ্গ হয়ে উত্তর-পূর্বের দিকে চলে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। ছত্তীসগঢ় থেকে নিম্নচাপটি বাংলাদেশের দিকে যায়নি। যে-পথ দিয়ে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল, মাড়ায়নি সেই পথও। সেটি ঘুরে চলে এসেছে দক্ষিণবঙ্গের উপরে। আর শক্তিক্ষয়ের বদলে আরও শক্তি অর্জন করেছে তা। তার ফলে বুধবার রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায়। সেই নিম্নচাপ এ বার উত্তরবঙ্গ ভাসাতে উদ্যত।

বাঁকুড়ায় কিছুটা সময় থাকার ফলে নিম্নচাপ যে আরও সবল হয়েছে, তা বোঝা গিয়েছে আবহাওয়ার প্রকৃতি দেখেই। সেটি সেখানে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে সরতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তরবঙ্গের অন্যত্র। আজ, শুক্রবার উত্তরবঙ্গে প্রবল থেকে প্রবলতর বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুরের আবহাওয়া দফতর। মুর্শিদাবাদ, বীরভূমেও প্রবল বর্ষণের ব্যাপারে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। দুপুরের পরে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি থেমে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হলেও শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে সতর্কতা জারি রেখেছে আবহাওয়া দফতর। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে মৎস্যজীবীদের।

গত শনিবার অন্ধ্র উপকূলের কাছে নিম্নচাপটির অবস্থান ধরা পড়েছিল আবহাওয়া দফতরের উপগ্রহ-চিত্রে। গভীর নিম্নচাপ হিসাবেই তা অন্ধ্রের কলিঙ্গপত্তনম দিয়ে স্থলভূমিতে ঢোকে। ওড়িশায় ঢুকে গভীর নিম্নচাপটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপের চেহারা নিয়েছিল। মঙ্গলবার তা ওড়িশার ভিতর দিয়ে সরতে শুরু করে। বুধবার সারা দিনই সেটি ছিল ওড়িশা-ছত্তীসগঢ় সীমানার কাছে। রাতে ফের অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করে নিম্নচাপটি। বৃহস্পতিবার সকালে তা অভিমুখ বদল করে ঘুরে আসে দক্ষিণবঙ্গের উপরে। এ দিন বেলা ১২টা পর্যন্ত সেটি ছিল বাঁকুড়ার উপরে। তার পরে ফের গতিপথ পরিবর্তন করতে শুরু করে। তার অভিমুখ ছিল উত্তরবঙ্গের দিকে। শক্তি অনেকটাই কমিয়ে ফেলা নিম্নচাপটি

এর পর বারোর পাতায়

তাণ্ডব নিম্নচাপের

প্রথম পাতার পর

ছত্তীসগঢ় সীমানা থেকে যে এতটা সরে এসে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে, তার আঁচ পাননি আবহবিদেরা।

এই মুহূর্তে নতুন কোনও নিম্নচাপ সৃষ্টির ইঙ্গিত না-থাকলেও গোটা অক্টোবরই নিম্নচাপ-প্রবণ বলে ঘোষণা করেছে আবহাওয়া দফতর। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান মন্ত্রকের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল কুসুমকুমার চক্রবর্তী বলেন, "অক্টোবরের গোড়া থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পরপর নিম্নচাপ তৈরি হয়। তার কোনওটা মাঝপথেই বিলীন হয়ে যায়, কোনওটা বা সুপার সাইক্লোনের মতো বিধ্বংসী চেহারা নেয়।" তবে এ বারের নিম্নচাপটি যে-ভাবে আবহবিদদের ভেল্কি দেখিয়েছে, তা সচরাচর ঘটে না। স্থলভূমিতে ঢুকে দুর্বল হওয়ার বদলে আরও শক্তি সঞ্চয় করে পাল্টা আঘাত হানার যে-প্রবণতা নিম্নচাপটি দেখিয়েছে, তা সাধারণত দেখা যায় না বলে জানিয়েছেন আবহবিজ্ঞানীরা।

ANADABAZAR PATRIKA 8 OCT 2004

CITY SINKS

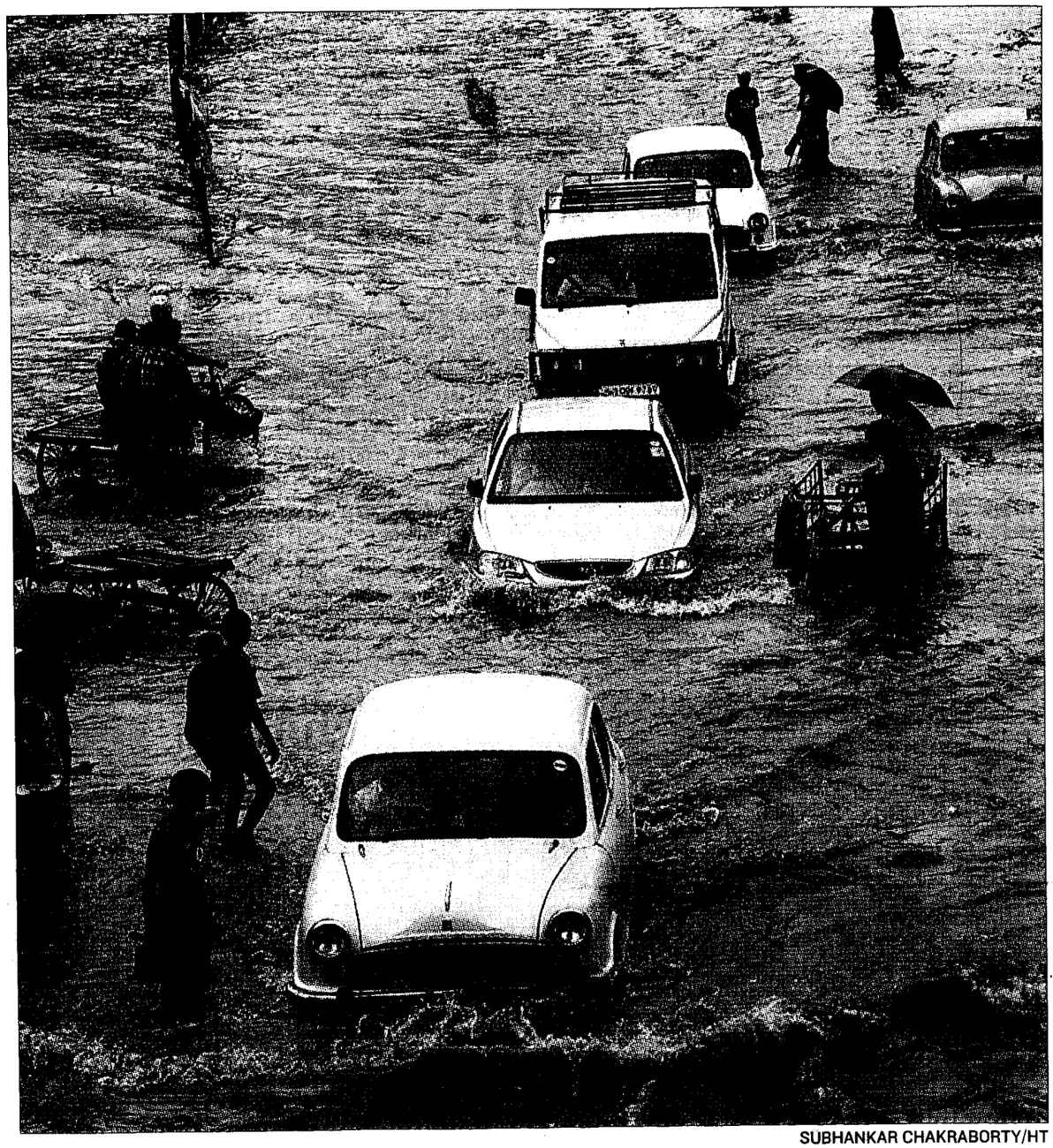

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

A VIP convoy passes through a flooded North Kolkata street on its way to the airport on Thursday.

Collapsing houses, live wires and lightning kill 5 people in the districts and 2 in the city. A vast sheet of water covers most parts of Kolkata, confining people in their homes. The worst may be yet to come

SUBHENDU GHOSH/HT

Schoolboys watch a car stranded in rain waters.

HT Correspondents
Kolkata, October 7

RELENTLESS RAIN since yesterday evening caused havoc in Bengal, disrupting road and rail transport, starting floods and taking at least seven lives across the state.

In Kolkata, life remained at standstill, with traffic sparse and major roads under a vast sheet of water. Three people died in house collapses in South 24-Parganas, South Dinajpur and Birbhum. Two others died struck by lightning at East Midnapore district's Bhagabanpur.

In Kolkata, Meera Saha (40) of Talla was electrocuted while Abha Bhattacharjee of Shyampukur was killed when the balcony of an old building crashed on her. Both died before they could be taken to hospital. In Mominpur Road and Ibrahim Road, police evacuated nearly 150 people and housed them in nearby schools. In Topsia and Entally, the police distributed food among the marooned.

Many areas in Ultadanga, Sealdah, Park Circus, Ballygunge, Dhakuria, Jadavpur, Lake Gardens, Tollygunge, Manicktala, Shyambazar and Dunlop remained inaccessible till late in the evening.

Kolkata recorded 134 mm of rainfall since yesterday evening — the season's highest. But Malda was the wettest with 281 mm rainfall. The met office warned the worst was yet to come; there might be heavy to very heavy rain across Gangetic Bengal in the next 48 hours.

Many trains to North Bengal and the Northeast were cancelled and diverted after the earth banks flanking the tracks subsided at six places in Malda. In Kolkata, waterlogging along the tracks between Sealdah and Ballygunge and at Mullickghat near Barabazar forced cancellation of suburban and circular rail services.

Weather officials said the rain had been caused by a low-pressure area over interior Orissa which intensified into a depression. The low-pressure trough had crossed over to Bengal early in the morning and lay centred over Bankura. It could move in an east-northeast direction, causing heavier rain over the next 48 hours, they said.

■ More reports, photographs in Kolkata Live & Page 5

CANAL CALCUTTA

AMHERST STREET, Thursday afternoon: A boat moves down a river formed overnight in the heart of Calcutta. Picture by Amit Datta

Forecast

The sky over Calcutta and south Bengal districts is likely to clear by Friday. However, scattered heavy rains are expected in the next 48 hours

Source: Met office

Worst five

- Tiljala: 245 mm
- Dhakuria: 240 mm
- Ultadanga: 230 mm
- Thanthania: 225 mm
- Amherst St: 220 mm

Precipitation from Wed 10 pm to Thurs 10 am

Source: CMC

Turnout

Writers': Below 40%
CMC: 20%
Webel Bhavan: 10%
High court: No hearing, barring in Birla case

Puja sales

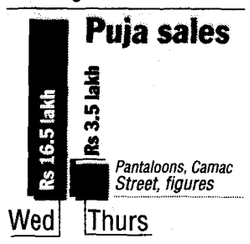

IN BRIEF

Pak car bomb kills 40

■ **Multan, Oct. 7** (Reuters): At least 40 people were killed in Pakistan today when a car bomb exploded at a rally here to mark the first anniversary of the shooting of a militant religious leader, police said.

The bomb exploded in a crowd of mourners leaving the overnight rally attended by several thousand people. Over 100 people were wounded in the blast.

■ **See Page 3**

Nobel Prize

■ **Stockholm** (Reuters): Austria's Elfriede Jelinek

won the Nobel Prize for Literature on Thursday for novels and plays that starkly depict violence against women, explore sexuality and condemn far-Right politics in Europe.

■ **See Page 4**

QUOTE

I am actually feeling more desperation than happiness

ELFRIEDE JELINEK
Literature Nobel winner

Flood before festival

OUR BUREAU

Oct. 7: Primed for the Pujas, Calcutta shivered out of bed this morning and started pumping — at the frenetic rate of 32,000 gallons per second.

Then realisation splashed in and cold sweat broke: civic officials claimed that 10,000 million gallons of water had come crashing down on the city overnight in a burst reminiscent of the 1999 September shock shower.

Bare-bone statistics put last night's marathon downpour a shade below the earlier deluge: Calcutta recorded 190.4 mm rainfall between 2.30 pm on Wednesday and 2.30 pm on Thursday. On September 24, 1999, the figure was 192.4 mm.

The impact, however, was no less stunning. The Puja fever — bubbling close to boiling point — sank overnight and the waves of water swept the city into a bandh-like shell.

The wet blanket spread its stain so wide that even the usually bandh-proof infotech industry was not left untouched. Sources in Saltlec — the state's infotech hub — said attendance was "really low in the morning".

By evening, boats had started plying in pockets of the city to ferry relief to residents marooned in the middle of the metropolis.

When Kajari Das, who stays off Amherst Street — one of the areas that fell along the boat route — stepped into the kitchen this morning, she found utensils afloat. "There was no point in even trying to salvage anything till the water had gone down," she said.

The weatherman has held out hope of the sky clearing tomorrow, though scattered rains are not ruled out.

If the forecast comes true, the Puja spirit is certain to steam back. But the Puja industry is in doldrums and is not sure how it will meet deadlines for idols to pandals.

Tragedy struck, too. The battering rain killed nine people in the state. Inclement weather also wreaked havoc in Assam's Guwahati, where six people died.

Two women were killed in north Calcutta. Mira Saha, 40, was electrocuted while hanging out clothes on a metal wire. Abharani Bhattacharya, 60, was killed when the first floor of her neighbour's two-storeyed house collapsed. Chunks of concrete fell on Bhattacharya's kitchen that caved in on her while she was cooking.

Several other houses were damaged in the city and nearly 50 trees were uprooted. Over 1,200 people had to be evacuated to safer places.

The incessant rain, which gathered strength around 9 pm on Wednesday and howled down till 1 pm on Thursday, was attributed to a sudden change in the wind pattern.

The director of the weather section at the regional meteorological centre in Alipore, K.K. Chakraborty, said a "quasi-stationary" low pressure point over interior Orissa, fed by moisture from the Bay of Bengal, intensified into a depression on Wednesday evening and reached Bankura on Thursday morning. Later, it headed towards north Bengal. "This is why the city received such a heavy downpour."

Power supply was disrupted in many areas because of waterlogging. More than 60 local and several long-distance trains were cancelled.

Civic officials operated 17 pumps in the city round the clock and drained 32,000 gallons of water per second. Mala Roy, the mayor-in-council in charge of sewerage and drainage, said 10,000 million gallons of water had collected in the city overnight.

Over 1,000 people were shifted to safer places at Behala, Metiabruz, Bishnupur, Mahestala and areas adjacent to the Eastern Metropolitan Bypass. Marooned residents of the EM Bypass area were shifted to incomplete flats of Peerless Housing and the West Bengal Housing Board.

A 24-hour control room has been opened at Writers' Buildings where ministers would also monitor relief operations.

■ **See Page 13**

RAIN RAJ: **3-page special in METRO**